পরমারাধ্য

শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে

এই গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত

হইল।

পাষাণ-প্রতিমা।

(ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য।)

প্রথম দৃশ্য।

কাশ্মীর—বীরাঙ্গনগর-সন্নিহিত বনমধ্যস্থ পথ।

(অশ্বারোহণে রণধীর সিংহের প্রবেশ।)

রণধীর।—(স্বগত) তাইত, পথ যে আর ফুরায় না ; নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা যেমন নিবে নিবেও নিবে না, আজ যে দেখছি সেই মত পথও আর ফুরায় না। বিভীবিকাময়ী বিদ্রোহিতা, যেমন শান্তিসতীর শোভা ধ্বংস করে, সন্ধ্যাও সেইমত প্রকৃতির প্রেমপূর্ণ সৌন্দর্য্য হরণ কোরতে উদ্যত। ঐ যে, তপ্ত কাঞ্চননিভ তপন, জলধিজলে পতিত হবা মাত্রই বাষ্প সকল অন্ধকাররূপে জগৎ জয় কোরতে ধাবমান হচ্চে। কি অন্ধকার! একে এই বন—গভীর বন স্বভাবতই তমোময়, তাতে আবার অন্ধকার কি গভীর! এখন উপায় কি? একে বন, হিংস্রজন্তুপূর্ণ, রজনী আগত, নিকটে জনমানব নাই, পথ অজ্ঞাত, অশ্বও ক্লান্ত হয়েছে, এখন করি কি? উঃ! সন্ধ্যাসঙ্গমে নীরবতা কি ভয়ানকরূপেই বনমধ্যে প্রকৃতি-বক্ষে

নৃত্য কোরচে! এ নীরবতা—এ ঘন গভীর নীরবতা স্বাভাবিক নহে, যেন প্রত্যেক বৃক্ষকোটর হতে—এই বিস্তৃত বিশাল বনখণ্ডের নিম্নভাগ হতে বেগে বহির্গত হয়ে, নৃত্য কোরতে কোরতে বিমানমার্গে ধাবমান হচ্চে। (অদূরে অস্ফুট ধ্বনি) এ কি! কিসের স্বর এ? কিছুইত বুঝতে পাচ্চি না। (পুনরায় অস্ফুট রোদন ধ্বনি) তাইত! এ যে রোদন ধ্বনি—দস্যুদলিত পথিকের অন্তিম ধ্বনি। দেখতে হল। (রোদন ধ্বনি) এ যে কামিনী-কণ্ঠ-নিঃসৃত স্বর বোধ হচ্চে। না, আর আমি স্থির থাকতে পারি না। আমি উপস্থিত থাকতে, জগতের জীবনরূপিণী রমণীর দুর্গতি! কখনই না। অশ্বকে ঐ বৃক্ষে বন্ধন কোরে, একবার ঘটনাটা কি দেখি। (নিকটস্থ বৃক্ষে অশ্ব বন্ধন।) (পুনরায় রোদন ধ্বনি) না, এ নিশ্চয়ই নিপীড়িতা রমণীর রোদন ধ্বমি। নিশ্চয়ই কোন পাষণ্ড, সরলা হরিণীর প্রতি অত্যাচার করতেছে। আজ পাষণ্ডদের নিস্তার নাই।

(ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া বনমধ্যে গমন ও নেপথ্যে যুদ্ধ কোলাহল এবং একজন দস্যুসহ যুদ্ধ করিতে করিতে আগমন।)

রণধীর।—নরাধম দস্যু! তুই জানিস, কার সঙ্গে যুদ্ধ কোরতে প্রবৃত্ত হয়েছিস?

দস্যু।—তোর মৃত্যু উপস্থিত, এখন দম্ভ রেখেদে।

(উভয়ের যুদ্ধ, দস্যুর পতন ও অপর এক দস্যুর প্রবেশ।)

রণধীর।—আয় পাষণ্ড!—গ্রীষ্ম যেমন প্রত্যেক বৃক্ষের পত্র শূন্য করে, সেই মত আজ আমি এই বনের সমস্ত দস্যুবংশ ধ্বংস কোরব।

(উভয়ের যুদ্ধ এবং দস্যু আহত হইয়া পলায়ন।)

রণধীর।—পলায়নপর ব্যক্তিকে বীরেরা যুদ্ধের যোগ্য জ্ঞান করে না, তাই তুই নিস্তার পেলি। ঐ যে, আবার কে পালায়? দাঁড়া,

দাঁড়, পাপিষ্ঠেরা পালাস কেন ? (বন মধ্যে গমন ও অচৈতন্যা অনুপকুমারীকে ক্রোড়ে লইয়া প্রবেশ।) হা! আমি কি হতভাগ্য! শ্রম বিফল হল, রমণীকে বাঁচাতে পারলেম না! হা! ভয়-বিহ্বলা বালা পাষণ্ডদের পীড়নে একেবারে জীবনলীলা শেষ কোরেছেন! কি দুর্ভাগ্য! না, এই যে, বাদিত বীণার ঝনৎকারের ন্যায় এখনও নিশ্বাস আছে। বোধ হয়, ভয়ে চৈতন্যহারা হয়েছেন। না হবেন কেন? পাষণ্ডদের পাপকর স্পর্শে পাষাণ-প্রতিমা চূর্ণ হয়, তা ইনি কোমলাঙ্গী রমণী। এখন করি কি ? চৈতন্য সম্পাদনের উপায় ? চারিদিকে অন্ধকারের বিভীষিকা, নিকটে জনমানব নাই, কোথায় বা সরোবর, কিছুই জানি না। কি করি ? (ব্যজন) অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্চি না। কেবল রমণীর ললিত মূর্ত্তিই নয়নপথে পতিত হচ্চে। যদিও বন, ঘন অন্ধকারে আবৃত, তথাপি নীল নৈশাকাশে স্তুকতারা যেমন পরম রমণীয় প্রভা প্রকাশ করে, সেইমত এই উজ্জ্বল হেমময়ী মূর্ত্তি বন আলোকিত কোচ্চে। আহা! কি মনোরম মূর্ত্তি! ইনি কি দেবী ?—না অপ্সরী ?—না বনদেবী ? তাই আজ আমারে ছলনা কচ্চেন ? আমিত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। এরূপ রূপ মানবীর সম্ভবে না, এ স্বর্গীয় রূপ, ইনি অবশ্যই দেবী। না, তাকি হতে পারে ? আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার সঙ্গে কি দেবীর ছলনা শোভা পায় ? আর তাহলেই বা ইনি দস্যুদলিতা হবেন কেন ? ঐ যে এক পাষণ্ডের মৃত দেহ পতিত রয়েছে, ঐ বা এই তরবারির আঘাতে পাপ প্রাণ পরিহার কোরবে কেন ? ইনি অবশ্যই মানবী। কিন্তু এমন স্বর্গীয় রূপভূষণে ভূষিতা বালার এমন হীনবেশ কেন ? দেখছি কৃষক-কন্যার ন্যায় বেশভূষা ; ইনি কি যথার্থই কৃষক-কুমারী ?

অনুপকুমারী।—আপনি কে ?—দস্যুপতি ?

রণধীর।—না, আমি দস্যু নই, পথিক। আপনার আর্ত্ত-নাদ শুনেই আমি দস্যুদের উচিত দণ্ড দিয়ে আপনার চৈতন্যপ্রাপ্তির অপেক্ষা কোচ্ছিলাম। ঐ দেখুন, এক জন দস্যুর মৃত দেহ পতিত। এক জন আহত হয়ে পলায়ন কোরেছে, আর এক জন গুপ্ত ভাবে থেকে শেষ সেই পথের পথিক হয়েছে। আপনি শান্ত হন, আপ-নার কোন ভয় নাই।

অনুপ।—আপনি বীর, মহাপুরুষ, আমায় আসন্ন বিপদ হতে রক্ষা কল্লেন, আমি দুঃখিনী কৃষক-তনয়া। কৃষক-বালার পক্ষে আপনার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির এ ঋণ শতজন্মে পরিশোধ করা অসম্ভব।

রণধীর।—আপনার বেশ দেখে আমি পূর্ব্বেই অনুমান করে-ছিলাম আপনি কৃষক-ললনা। জিজ্ঞাসা করি, এ দস্যুরা কিরূপে আপনারে এ গহন বনে আনলে ?

অনুপ।—আমি পুর্ব্বেই বলেছি, আমি হতভাগিনী। আমার পিতা শিবদয়াল সিংহ বৃদ্ধ কৃষক, আমার মাতা নাই ; তপনকিরণ যেমন সুধাকরের সম্মান প্রাপ্তির এক মাত্র গতি, সেইমত পিতা আমার মুখ দেখেই জীবিত। সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সাংসারিক কার্য্যের জন্য আবাসের অদূরে কূপ হতে জল আনয়ন কোরতে গিয়াছিলেম, পাষণ্ডেরা সেই স্থান হতে আমারে ধোরে আনে।

রণধীর।—আপনার নাম কি শুনতে বাসনা করি ?

অনুপ।—আমার নাম অনুপকুমারী।

রণধীর।—কুমারি ! মণিকে কাচাভরণে ভূষিত কোরলে, মণি যেমন আরও শোভা পায়, সেইমত এই কৃষকবালাবেশে আপনার অনুপ রূপরাশি অতুল জ্যোতিঃ বিকাশ কোচ্চে। কিন্তু আপনার ন্যায় নবীনা মাধবীলতাকে সাংসারিক কষ্টরূপ পঙ্কে পতিত দেখে

হৃদয়ে বিশেষ বেদনা পেলেম। আপনার বাসবাটী কোথায়?

অনুপ।—এই বনের প্রান্তভাগে আমাদের কুটীর। আপনি আমার জীবন রক্ষা কোরেচেন, বলতে পারি না, যদি অনুগ্রহ কোরে একবার আমাদের কুটীরে পদার্পণ কোরে আমার জীবন সার্থক ও পিতার হৃদয়ে আনন্দ দান করেন।

রণধীর।—আমি যদি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত না থাকতেম, তাহলে অনুক্ষণ আপনার সরলতাময় পবিত্র মূর্ত্তি দেখে নয়ন তৃপ্ত করতেম, প্রীতিময় বাক্য শুনে শ্রবণসুখ চরিতার্থ আর উদারহৃদয়া কৃষকবালা-সুলভ অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হতেম।

অনুপ।—আপনি এখন কোথায় যাবেন?

রণধীর।—বীরাঙ্গনগরে।

অনুপ।—আপনার আকৃতি দেখে, আপনারে ভিন্নদেশবাসী বলে বোধ হচ্চে।

রণধীর।—আপনার অনুমানই সত্য। বিচিত্রনিবাস এখান হতে কতদূর বলতে পারেন?

অনুপ।—এই বনের সীমান্তেই বীরাঙ্গনগর; নগরের ভিতরেই বিচিত্রদুর্গ এবং সেই দুর্গমধ্যেই বিচিত্রনিবাস।

রণধীর।—আপনি কখন বিচিত্রনিবাসে গিছলেন?

অনুপ।—না, বিচিত্রদুর্গের এক জন পরিচারক ধরম্ সিংহ, প্রায় মধ্যে মধ্যে আমাদের কুটীরে আসেন। বিচিত্রনিবাসে কার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করা উদ্দেশ্য?

রণধীর।—মলহর সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

অনুপ।—আপনি কি জানেন না, সরদার মলহর সিংহ এখানে নাই? তিনি শ্রীনগরে। মহারাজ রণজিৎ সিংহ, পঙ্গপালের ন্যায় নিজ সৈন্যদল দ্বারা কাশ্মীর বেষ্টন কোরেছেন। প্রথম যুদ্ধে কাশ্মীর-

সম্রাট মহম্মদ আজিম খাঁর প্রধান সেনাপতি জব্বর খাঁ পরাস্ত হয়ে সিন্ধু পারে পলায়ন করেছেন। এক্ষণে সরদার মলহর সিংহ সর্ব্বসাধারণ হিন্দুকে উত্তেজিত কোরে শিখরাজের সহিত সংগ্রাম জন্য শ্রীনগরে সজ্জিত হচ্চেন।

রণধীর।—সেই সৈন্য দলে প্রবেশ করাই আমার উদ্দেশ্য।

অনুপ।—তবে কি আপনি সত্বরেই তথায় গমন কোরবেন ?

রণধীর।—হাঁ।

অনুপ।—আপনাকে আর অধিক অনুরোধ কোরতে পারি না, আমি কৃষকবালা, আপনি বীরবর, মহাপুরুষ, যদি একবার কুটীরে পদার্পণ কোরে পিতার সহিত সাক্ষাৎ—

রণধীর।—আপনি কৃষকবালা বটেন, কিন্তু আপনার নাম যেমন অনুপকুমারী, আপনার সকল বিষয়ই সেইমত অনুপ ; রূপ অনুপ, গুণ অনুপ। ভাগ্যবান সামান্য শুক্তিতে যেমন স্বাতিনক্ষত্রের কৃপা হলে মুক্তা জন্মে, সেইমত জগদীশ্বরের কৃপায় আপনার পিতা, আপনার ন্যায় অনুপলাবণ্যবতীকে প্রাপ্ত হয়েছেন। অদ্যকার এ ঘটনা যেন আমার জীবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দকর বোধ হচ্চে, ইহজন্মে ইহা ভুলব না।

অনুপ।—আপনি যে আজ দুঃখিনীর জীবনদান কোরলেন, ইহাও এ জন্মে বিস্মৃত হবার নয়।

রণধীর।—চলুন, আপনার ভাগ্যবান পিতারে দর্শন কোরে হৃদয় তৃপ্ত করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশ্মীর—বীরাঙ্গনগর-প্রান্তর-পার্শ্বস্থ দেবালয়-সম্মুখ-প্রদেশ।

(ভীষ্মাচার্য্যের প্রবেশ।)

ভীষ্মাচার্য্য।—(স্বগত) ভগবান ভবানীপতি, ভীষ্মাচার্য্যের প্রতি অবশ্যই সদয় হবেন। স্বাধীনতার নামে কাশ্মীরবাসী হিন্দুমাত্রের হৃদয় যেরূপ উদ্দীপ্ত হয়েছে, তাতে আমার আশা সফল হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। রণজিৎ সিংহ, প্রবলপরাক্রান্ত হলেও যখন কাশ্মীরের প্রত্যেক হিন্দু, জন্মভূমি—স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য এই সুযোগে প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে উদ্যত, তখন রণজিৎ, অবশ্যই পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারেও পরাস্ত হয়ে স্বরাজ্যে গমন কোরবে। আমাদের অভাব—এক্ষণে একজন দক্ষ সেনাপতি। বীরবর রণধীর সিংহকে যে প্রলোভন দেখিয়ে আসবার জন্য পত্র লিখেছি, তাতে তিনি সত্বরেই আসবেন বোধ হয়। আজত তাঁর আসবার কথা, দেখা যাক আসেন কি না। ততক্ষণ অনাদিনাথের পূজা করিগে। (মন্দিরমধ্যে গমন)

(অশ্বারোহণে রণধীরের প্রবেশ।)

রণধীর।—(স্বগত) কে বলে রণজিৎ মহাবীর ? রণজিৎ নরপ্রেত—রণজিৎ—দস্যু। অধর্ম্ম যুদ্ধে যে পররাজ্য আত্মসাৎ করে, তাকে কে বীর বলতে প্রস্তুত ? রণজিতের নামে সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত বটে, ইংরাজ, স্তম্ভিত বটে, কিন্তু তাহা রণজিতের বাহুবলের কারণ নয়, রাজনৈতিক বলের কারণ। কিন্তু রণধীর, রণজিতের অসিকে ভয়

করে না। যখন কাশ্মীরের প্রত্যেক হিন্দু অসিহস্তে সমরসাগরে ঝম্পদিতে প্রস্তুত, তখন দেখব কেমন রণজিৎ। জগৎ দেখবে—রণধীর, রণজিতকে পরাস্ত কোরতে পারগ কি না। এইত প্রান্তরের দক্ষিণসীমান্ত দেবমন্দির; এইখানেইত ভীষ্মাচার্য্যের উপস্থিত হবার কথা, অশ্বকে বিশ্রাম কোরতে দিয়ে অপেক্ষা করা যাক। (অশ্বকে নিকটস্থ বৃক্ষে বন্ধন)

(ভীষ্মাচার্য্যের মন্দিরমধ্য হইতে আগমন।)

ভীষ্ম।—বোধকরি আপনার নাম রণধীর সিংহ?

রণধীর।—আপনার অনুমান সত্য; কিন্তু একটি প্রশ্ন এই, আমার পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পত্রে যে পুরস্কার দানের উল্লেখ আছে; আপনিই কি সেই দানাধিকারী?

ভীষ্ম।—হাঁ, আপনি যদি জয়লক্ষ্মী অর্জ্জন কোরতে পারেন, তাহলে সেই পুরস্কারও আপনার লাভ করা দুষ্কর হবে না। কাশ্মীরের প্রধান সেনাপতিপদ আপনি চিরজীবনের জন্য প্রাপ্ত হবেন। বিশেষ—

রণধীর।—দেখছি আপনি আচার্য্য, ধর্ম্মকর্ম্ম, দেবোপাসনা আপনার ব্রত, রাজনীতি-তত্ত্বে আপনি কেন নিবিষ্ট এবং আপনি কিরূপেই বা আমাকে এ আশাসাগরে নিক্ষেপ কোচ্চেন, তা বুঝতে পাচ্চি না।

ভীষ্ম।—আপনার মনে এ সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে বটে, কিন্তু যদিও আমরা উভয়ে নবপরিচিত, তথাপি এখন উভয়ের মনের ভাব স্পষ্ট ব্যক্ত করাই কর্ত্তব্য।

রণধীর।—নচেৎ কার্য্যসাধন করাও কঠিন।

ভীষ্ম।—আপনি জানেন, কাশ্মীরপতি আনন্দদেবের পরলোক

প্রাপ্তির পর, ক্রমান্বয়ে ত্রয়োদশ জন যবনের মুণ্ড এই মর্ত্ত্যলোকের অমর-পুরী সদৃশ কাশ্মীর-রাজছত্রতলে বিরাজ করে। এক্ষণে আজিম খাঁর শিরে রাজছত্র শোভা পাচ্চে। কাবুলপতি সুজাউলমুলুক প্রাণত্যাগ করায়, আজিম, প্রবল পরাক্রমের সহিত কাবুল পর্য্যন্ত জয় কোরে এক্ষণে পেশোয়ারে বিহার কোচ্চে। এদিকে শিখরাজ রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর-বক্ষে উপস্থিত। আজিমের সেনাপতি জব্বর খাঁ, রণজিতের পুত্র খড়্গসিংহ ও সেনাপতি দেওয়ানচাঁদের সহিত ইতপূর্ব্বে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সিন্ধু-পারে পলায়ন কোরেছে। রণজিৎ এখনও রাজধানী শ্রীনগর জয় কোরতে পারে নাই। এই সপ্তাহের মধ্যেই নগর লুণ্ঠন কোরে কাশ্মীর জয় শেষ কোরবে। কিন্তু সমগ্র কাশ্মীরবাসী হিন্দুর বাসনা যে, এই সূত্রে একবার তরবারি ধারণ কোরে কাশ্মীর-দুর্গে পুরাতন হিন্দুরাজপতাকা উড্ডীয়মান করে। কাশ্মীরের সর্ব্বপ্রধান সম্ভ্রান্ত সরদার মলহর সিংহ আমার প্রিয় সেবক; তিনি ও আর আর সমস্ত সম্ভ্রান্ত সরদারই এখন শ্রীনগরে রণসজ্জায় ব্যস্ত। আপনি না কি মহাবীর, অনেক যুদ্ধে জয়লাভ কোরে এক্ষণে উৎকৃষ্ট যুদ্ধ-নীতি শিক্ষার জন্য ব্রিটিস সেনাদলে প্রবেশ করেছেন, সেই জন্যেই আপনাকে কার্য্যদক্ষ জেনে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ কোরে সংগ্রাম-ক্ষেত্রে প্রেরণের বাসনা করেছি। আপনি যদি এই সময়ে শিখ সৈন্যদিগকে পরাস্ত কোরে সরদার মলহর সিংহকে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাতে পারেন, তাহলে নিশ্চই কাশ্মীরের প্রধান সেনাপতি পদে চিরজীবনের জন্য নিযুক্ত হবেন, এবং সেই ভারতবিদিতা ললনাললাম সুরসুন্দরীকেও প্রাপ্ত হতে পারবেন।

রণধীর।—রণজিৎ না সুরসুন্দরীর প্রেমভিখারী ?

ভীষ্ম।—কেবল ভিখারী নয়, সেই ভারতবিদিতা কনক কমলিনীর

জন্যই এই কাশ্মীর জয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে। ৮ বৎসর হল, রণজিৎ আর একবার সেই নন্দন-পারিজাত চয়ন জন্য কাশ্মীর-বক্ষে উপনীত হয়, কিন্তু বাসনা পূর্ণ হয় নাই, সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। এক্ষণে আপনি তরবারির বলে রণজিতকে পরাজিত কোরে সেই অনাঘ্রাতা ফুল্ল নলিনীকে লাভ করেন, ইহাই আমার বাসনা।

রণধীর।—আচার্য্য! বীরের প্রতিজ্ঞাই কার্য্য। আমি এই অসি-স্পর্শ কোরে প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, যতক্ষণ দেহে একবিন্দু মাত্র রক্ত থাকবে, ততক্ষণ কোনমতেই রণজিতকে শ্রীনগরে প্রবিষ্ট হতে দেব না। এ বাহুদ্বয় শরীর শোভার জন্য—এ অসি কাষ্ঠচ্ছেদ জন্য ধারণ করি না, শত্রু মুণ্ড নিপাত জন্যই ধারণ করি।

ভীষ্ম।—সাধু, সাধু, বীরের উচিত বাক্যই বটে।

রণধীর।—একটি প্রশ্ন কোরতে ইচ্ছা করি।

ভীষ্ম।—বলুন।

রণধীর।—সুরসুন্দরী এখন কোথায়?

ভীষ্ম।—আমারই অধীনে অতি গুপ্ত আবাসে আছেন। যতদিন না আপনি বাহুবলে কাশ্মীর-সিংহাসনে মলহর সিংহকে উপবেশন করাবেন, ততদিন আপনি সেই অনুপলাবণ্যবতীকে দেখতে পাচ্চেন না।

রণধীর।—আপনার এ আজ্ঞা অমান্য কোরতে পারি না। তবে কি না, লোকের মুখে সুরসুন্দরীর যেমন রূপের কথা শুনতে পাই, তেমনি চক্ষে দেখলে আরও প্রতীতি হতে পারে। আর আপনার কথাতেও সমধিক বিশ্বাস কোরতে পারি। একবার সাক্ষাৎ—

ভীষ্ম।—আচ্ছা, আমি একবারমাত্র তাঁহার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারি। কিন্তু অগ্রে আপনাকে একটি

প্রতিজ্ঞা কোরতে হবে। আমি যেভাবে আপনাকে সেখানে লয়ে যাব, আপনাকে সেই ভাবে যেতে প্রস্তুত হতে হবে।

রণধীর।—কি ভাবে আপনি লয়ে যেতে চান?

ভীষ্ম।—চক্ষুবন্ধন কোরে। আপনি পরশ্বদিন সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মী-খালের পূর্ব্বপারে আম্রকানন মধ্যে অপেক্ষা কোরবেন, আমি আপনাকে তথায় লয়ে যাব। এরূপ করার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, তবে কি না যতদিন আপনি কার্য্যোদ্ধার না কোচ্চেন, ততদিন আপনাকে প্রকাশ্যরূপে তথায় লয়ে যেতে পারি না। সুরসুন্দরী, এখন যেখানে আছেন, আমি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিই তা জানে না।

রণধীর।—আপনার এ প্রস্তাবে আমি সম্মত হলেম। কিন্তু সুরসুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে আমি সেনাপতি পদ গ্রহণ কোচ্চি না।

ভীষ্ম।—সে বিষয়ে আমার একটি কথা আছে। রণজিৎ এক্ষণে রাজধানীর নিকটেই অবস্থান কোচ্চে, শুনলেম এই সপ্তাহতেই সে নগরাধিকারে প্রবৃত্ত হবে। এ সময়ে যত শীঘ্র পারা যায়, সৈন্য সজ্জিত করা আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। মলহর সিংহ পঞ্চাশ সহস্র শিক্ষিতাশিক্ষিত সৈন্য সংগ্রহ কোরেছেন; আপনি ইংরাজ সৈন্যদলে থেকে বূহ নির্ম্মানাদি উত্তমরূপেই শিক্ষা করেছেন, এ সময়ে আপনি যত শীঘ্র পারেন, সেনাপতিপদ গ্রহণ কোরে, সংগ্রাম সংক্রান্ত আয়োজন কোরলেই মঙ্গল। আপনি সুরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাতের অপেক্ষা কোচ্চেন বটে, কিন্তু পরশ্বদিনই আমি আপনার নয়ন চরিতার্থ করাব।

রণধীর।—আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।

ভীষ্ম।—আপনি তবে এখন পান্থনিবাসে অবস্থান কচ্চেন?

রণধীর।—আজ্ঞা হাঁ।

ভীষ্ম।—সাবধানে আসবেন, আমি অগ্রসর হই।

রণধীর।—সাবধানের প্রয়োজন ?

ভীষ্ম।—রণজিৎ চারিদিকে গুপ্ত সৈন্য রক্ষা কোরেছে, যদি ধৃত হই, তা হলেই বিপদ। আমি এই পথ দিয়ে যাই, আপনি ভিন্ন পথ অবলম্বন করুন।

রণধীর।—যে আজ্ঞা।

[উভয়ের বিভিন্ন পথ দিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাশ্মীর—শিখ-শিবির-সন্নিহিত কানন।

(রণজিৎ সিংহ এবং প্রেতপ্রভা আসীনা।)

প্রেতপ্রভা।—মহারাজ! সকলেই বলে, চিরদিন সমান না যায়, কিন্তু আমার ভাগ্যত তার সাক্ষ্য দিচ্চে না। প্রভাকর যেমন চিরদিন—মানবজাতির স্মরণাতীত দিন থেকে সমভাবে উদয় হচ্চেন, আমার ভাগ্যও সেইমত জন্মাবধি সমভাবেই দুঃখ ভোগ কোচ্চে, বিরাম নাই, শেষ নাই। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ—সহস্র সহস্র তরঙ্গে বারিধি-বক্ষস্থ তরীকে যেমন তলগত করে, আমার ভাগ্যও সেইমত ক্রমাগত বিপত্তরঙ্গে আলোড়িত হচ্চে। মহারাজ! এ তরঙ্গ কি নিবৃত্তি হবে না ? ভূধরের পার্শ্বে আশ্রয় লয়েও কি প্রবল প্রভঞ্জনে পতিত হতে হবে ?

রণজিৎ।—আমি যখন তোমাকে আশ্রয়—অভয় দিয়েছি, যখন প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন অবশ্যই তোমার ভাগ্যচক্র ঋতুচক্রেরন্যায় পরিবর্ত্তিত হবেই হবে। এই সপ্তাহের মধ্যে কাশ্মীর জয় সমাধা হলেই তোমার বিষাদাবসান আর পাপিষ্ঠ ভীষ্মাচার্য্য ভীম দণ্ড প্রাপ্ত হবে।

প্রেতপ্রভা।—মহারাজ! আপনার বাহুবলে পঞ্চনদ রাজ্য—সমগ্র হিন্দুস্থান কম্পবান, আপনার অসির নিকট যে, পাপাত্মা ভীষ্মাচার্য্যের চাতুরীজাল ছেদিত হবে তার সন্দেহ নাই। সেই আশাতেই এদেহে এখনও জীবন দীপ প্রজ্বলিত রয়েছে।

রণজিৎ।—আমি তোমারে যেরূপ উপদেশ দিয়েছি, যেভাবে অবস্থান কোরতে বলেছি, তুমি আর এক সপ্তাহ কাল সেইভাবে যাপন কর, নিশ্চয় আমার অগস্ত্য রূপ অসি তোমার দুঃখসিন্ধু শোষণ কোরবে।

(রণধীরকে লইয়া কতিপয় প্রহরীর প্রবেশ।)

রণজিৎ।—আপনি কে ?

রণধীর।—আমার নাম রণধীর সিংহ। পথিমধ্যে প্রহরীরা ামাকে অস্ত্রধারী দেখে, মহারাজের নিকট আনয়ন কোরেছে।

রণজিৎ।—উপবেশন করুন। (প্রহরীদিগের প্রতি) তোমরা স্বকার্য্যে যাও।

[প্রহরীদিগের প্রস্থান।

।—সৌভাগ্যক্রমে অদ্য মহারাজের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়ে পরম তুষ্ট হলেম। অপনার বিক্রম, বাহুবল ভারতবিদিত। লোকে বলে যে, আপনি এক মাত্র খালসা সৈন্য সহায়ে জয়লক্ষ্মীর আলিঙ্গন প্রাপ্ত হচ্চেন, কিন্তু সেটি তাদের বুঝবার ভ্রম। অজ্ঞ লোকে ভাবে শীতকালে কুয়াসারাশি শূন্য হতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, বাস্তবিক তা

নয়। ভূগর্ভ হতে কুয়াসারাজি উত্থিত হয়ে জগৎ যেমন আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ আপনার জয় রত্ন সৈন্যসঞ্জাত নহে, আপনার বাহুবল-সম্ভূত।

রণজিৎ।—মলয়ামারুত যেমন বসন্তাগমের পরিচয় দান করে, আপনার উক্তিও সেইমত আপনার বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, এবং বীরত্বের পরিচয় দান কোচ্চে। বীর যেমন বীরের শত্রু, সেইমত বীরই সময়ে বীরের মিত্র। আজ আমি আপনারে পরমমিত্র-পদে বরণ কোরলেম। আতিথ্য স্বীকার করেন ইহাই প্রার্থনা।

রণধীর।—আপনার আতিথ্য স্বীকার করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। জিজ্ঞাসা করি ইনি কে ?

রণজিৎ।—ইনি আমার আত্মীয়া নন, এবং স্বজাতীয়াও নন। কিন্তু এঁকে আমি আপনার কন্যাপেক্ষা স্নেহ কোরে থাকি। ইনিও আমাকে পিতার তুল্য মান্য কোরে থাকেন। আমার সমগ্র বিক্রান্ত সৈন্য দলের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, এঁর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে প্রস্তুত নয়।

রণধীর।—আমি বোধ করি, আপনি এই কাশ্মীর প্রদেশের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তনয়া হবেন। আপনার বিমল বর্ণ এবং বিচিত্র-মূর্ত্তি তার সাক্ষ্য দিচ্চে।

প্রেতপ্রভা।—আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। ভারতের মধ্যে যে প্রদেশ সকল বিষয়েই অমরাবতী সদৃশ, যে প্রদেশে প্রকৃতি সতী সকল ঋতুতেই পরম রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই এই কাশ্মীরেই আমার জন্ম। আমি বোধ করি আমার নামও আপনি জ্ঞাত হতে ইচ্ছা করেন, আমার নাম প্রেতপ্রভা।

রণধীর।—প্রেতপ্রভা ! এ কি নাম ? আপনার ন্যায় বিশ্বমোহিনী রমণীর এরূপ নাম অতি বিচিত্র।

প্রেতপ্রভা।—যে কোন অর্থই হকনা, যথার্থই আমার নাম প্রেতপ্রভা।

রণজিৎ।—ইনি সত্যই বলছেন। কিন্তু কেন এ নাম হল, কে এ নাম দিলে, তাহা অনেক গূঢ় রহস্যের গর্ভস্থ এবং তাহা ব্যক্ত করাও অনেক সময়সাপেক্ষ। বোধ করি আপনি এ সম্বন্ধে আমাকে আর কোন প্রশ্ন করবেন না।

রণধীর।—ক্ষমা করবেন। প্রথম সাক্ষাতে এতদূর সাহস করা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়।

রণজিৎ।—এক্ষণে রজনী উপস্থিত, চলুন শিবিরে গমন করি।

রণধীর।—যথাজ্ঞা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাশ্মীর—শিখ-শিবিরের অদূরস্থ নিভৃত বন।

(দুই জন সৈনিক উপবিষ্ট।)

প্রথম সৈনিক।—তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।

দ্বিতীয় সৈনিক।—কেন ?

প্র-স।—রণজিৎ মহাবীর, মহাবলশালী হলেও তার সাধ্য কি কাশ্মীর জয় করে ? একবার এই কাশ্মীর জয় কোরতে এসে যথেষ্ট

অপমান প্রাপ্ত হয়, তা কি স্মরণ নাই ? যখন প্রত্যেক কাশ্মীর-বাসী তরবারি হস্তে জন্মভূমির উদ্ধার জন্য সমবেত হচ্চে, তখন রণজিতের সাধ্য কি যে কাশ্মীর-দুর্গে জয়পতাকা উড্ডীয়মান করে ?

দ্বি-স।— চিরদিন সমান যায় না। রণজিতের তখনকার অবস্থার সঙ্গে এখনকার অবস্থার তুলনা হয় না। রণজিৎ নিজে যেমন নরসিংহ তাঁর প্রত্যেক সেনাপতি, প্রত্যেক সৈনিক, সেইমত এক একটি সিংহবিক্রমী। সেদিনকার সংগ্রামে মুসলমান-সেনাপতি জব্বর খাঁ, তার সাক্ষ্য পেয়েই জীবন লয়ে পলায়ন করে।

প্র-স।—তা হলেও তুমি মনে কোরনা যে, রণজিৎ সহজে আমাদিগকে অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ কোরতে পারবে। যতক্ষণ করে তরবারি থাকবে, যতক্ষণ দেহে জীবন থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাশ্মীর-দুর্গে আবার হিন্দু-রাজপতাকা উড্ডীন কোরতে চেষ্টা কোরবই কোরব।

দ্বি-স।—ভাই! জন্মভূমির দুর্গতি দূর করা কার না প্রার্থনীয় ? কিন্তু জয়লক্ষ্মী কার ভাগ্যে কখন তুষ্ট হন, তা কে বলতে পারে ? যে কাশ্মীর, ভারতবর্ষের নন্দনকানন স্বরূপ—প্রকৃতির ক্রীড়াভূমি স্বরূপ বিদিত, সেই কাশ্মীর দীর্ঘকাল যবনের পাপপদে দলিত হয়েছে; যদিও সেই যবন পলায়িত, কিন্তু কে বলতে পারে যে, আবার সেই যবনের পরিবর্ত্তে শিখরাজের অধীনতা নিগড়ে আবদ্ধ না হবে ? ভাগ্য একবার ভাঙ্গলে সহজে পূর্ব্ব দশা প্রাপ্ত হয় না। মলহর সিংহ মহাবীর বটেন, এবং সমস্ত হিন্দু জন্মভূমি রক্ষায় যত্নবান বটে, কিন্তু ভাগ্যে কি আছে, কে বলতে পারে ?

প্র-স।—ভাগ্যের কথা ছেড়ে দাও। সংগ্রাম সম্বন্ধে ভাগ্যবল খাটে না। কাপুরুষেরাই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। শুনেছি,

বাঙ্গালীরা এইরূপ ভাগ্যবাদী, তোমার ইচ্ছা যে আমরাও তাদের মত চিরদিন দাসত্বে কাটাই। যাহক, সুরেন্দ্র সিংহ যে এখনও ফিরচে না? বোধ হয় রণজিতের অসি আজ তার রক্তে স্নান কোরেছে।

দ্বি–স।—না ভাই, সুরেন্দ্রর দেহ কখনই রণজিতের অসির তৃপ্তি সাধন কোরবে না। সুরেন্দ্র, নামে যেরূপ কার্য্যেও সেই মত। সে যে কার্য্যে গিয়েছে, কার সাধ্য সেরূপ কার্য্যে অগ্রসর হয়? একে বিপক্ষ রণজিতের শিবির, তাতে একা, নিরস্ত্র, নারীবেশ, ইহাপেক্ষা সাহসের কাজ আর কি আছে?

প্র–স।—সুরেন্দ্র প্রকৃত প্রস্তাবে সাহসী বটে, এখন কার্য্যোদ্ধার হলেই মঙ্গল।

দ্বি–স।—ঐ না কে আসচে?

প্র–স।—যে অন্ধকার কিছুই দেখতে পাচ্চি না।

(সুরপ্রভাকে ক্রোড়ে লইয়া নারীবেশে সুরেন্দ্রের প্রবেশ।)

প্র–স।—ধন্য সুরেন্দ্র! ধন্য তোমার বিক্রম! ধন্য তোমার সাহস!

সুরেন্দ্র সিংহ।—ভাই! যতক্ষণ না একে সেই প্রভু ভীষ্মাচার্য্যের চরণে অর্পণ কোরতে পাচ্চি, ততক্ষণ আমি ধন্যবাদ চাই না। যে ভীষ্মাচার্য্যের মন্ত্রণায় এই নারীবেশে নিরস্ত্র হয়ে বিপক্ষ শিবির হতে একে হরণ কোরে আনতে সমর্থ হলেম, সেই ভীষ্মাচার্য্যকে ধন্যবাদ দাও। এখন ভাই, এখানে আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই। কি জানি যদি রণজিতের অনুচরেরা উপস্থিত হয়, তাহলে সকলেই বিপদে পড়বো।

প্র-স।—মিথ্যা নয়, কিন্তু রমণী দেখছি মূর্চ্ছা গেছে, এ অবস্থায় নিয়ে গেলে যদি পথে প্রাণ ত্যাগ করে?

সুরেন্দ্র।—একটু অগ্রসর হয়ে না হয় বিশ্রাম করা যাবে। কার পদ-শব্দ না?

(বেগে রণধীরের প্রবেশ।)

রণধীর।—কে তোরা?

সুরেন্দ্র।—তুই কে?

রণধীর।—এই অসি আর বেশ তার পরিচয় দিচ্চে।

সুরেন্দ্র।—বীর?

রণধীর।—হাঁ।

সুরেন্দ্র।—প্রাণের আশা রাখ?

রণধীর।—করে অসি থাকতে কার সাধ্য আমার প্রাণবিনাশ করে।

সুরেন্দ্র।—সঙ্গী কয় জন?

রণধীর।—রণধীর সঙ্গির অপেক্ষা করে না।

সুরেন্দ্র।—এখন কি চাও?

রণধীর।—এই অসিকে তোদের রক্তে স্নান করাতে চাই।

সুরেন্দ্র।—এতদূর সাহস! (প্রথম সৈনিকের নিকট হইতে অসি গ্রহণ।)

রণধীর।—রণধীর সিংহ, রণজিৎ সিংহের শিবিরে অতিথি থাকতে তাঁর আশ্রিতা অবলাকে অপহরণ?

(সুরেন্দ্রের সহিত রণধীরের যুদ্ধ, সুরেন্দ্রের পতন ও মৃত্যু।)

রণধীর।—আয় পাষণ্ড! অসিকে তোর রক্ত পান করাই।

(দ্বিতীয় সৈনিকের পলায়ন এবং প্রথম
সৈনিকের সংগ্রামে পতন।)

রণধীর।—(স্বগত) একি! এযে প্রেতপ্রভা! হা! কি দুর্ভাগ্য! এ তারশূন্য বীণা, দেহে প্রাণ নাই! কি পরিতাপ! না—

এই যে নিশ্বাস আছে। প্রভঞ্জন-প্রভাবে ফুলকুলেশ্বরী যেমন জল-মধ্যে বদন গোপন করেন, পাষণ্ডের পীড়নে এই কনক কমলিনীও সেইমত ম্রিয়মানা হয়েছেন। না—এত প্রেতপ্রভা নয়। তাইত! আমার ভ্রান্তি উপস্থিত হল না কি? এ প্রেতপ্রভাই বটে। সেই অমিয়ময় মুখমণ্ডল, সেই প্রেমময় জ্যোতিঃ, সেই বালসূর্য্যসম ওষ্ঠাধর, সেই সুকোমল গঠন, এ প্রেতপ্রভা—নিশ্চয় প্রেতপ্রভা। না! একি! প্রেতপ্রভার কেশপাশ অস্তাচলচূড়াবলম্বী আরক্তিম তপনমত, এঁর কেশ যে দেখছি এই নিশার আঁধার অপেক্ষাও কৃষ্ণবর্ণ! কি বিচিত্র! সেই রূপ, সেই গঠন, সেই ভঙ্গী, সেই সব, বিভিন্ন কেবল কেশ! কি আশ্চর্য্য! এমন ঘটনা এ জীবনে শুনি নাই, দেখি নাই। মায়ার ছলনায় কি আমার দৃষ্টি ভ্রান্তিযুক্ত হয়েছে? না, তাই বা কেমন কোরে হবে? এ অতি অপূর্ব্ব ঘটনা। (ব্যজন) এই যে, মলয়ানীল যেমন মধুর বসন্তাগম বিজ্ঞাপন করে, ললনার নীলনলীন নয়নযুগলও সেইমত জ্ঞান-সঞ্চার জানাচ্চে। (প্রকাশ্যে) সুন্দরি! আপনি ভীতা হবেন না। আমি আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

সুরপ্রভা।—আপনি আমার জীবনরক্ষক। এজন্মে এ ঋণ পরিশোধ্য নয়। এখন অন্তরের সহিত আপনারে ধন্যবাদ দিচ্চি। আপনি আমার অপরিচিত নন।

রণধীর।—আপনি কি আমারে চেনেন?

সুরপ্রভা।—হাঁ, আপনি বীরবর রণধীর সিংহ। যদিও আপনি আমারে কখন দেখেন নাই, কিন্তু আপনি যতক্ষণ আজ মহারাজ রণজিৎ সিংহ ও প্রেতপ্রভার সহিত কথোপকথন কোরেছেন, ততক্ষণ আপনার উদারমূর্ত্তি দেখে দর্শনাশা তৃপ্তি করেছি।

রণধীর।—প্রেতপ্রভার সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ আছে?

সুরপ্রভা।—আমার সহোদরা।

রণধীর।—সত্য বলছি, আপনারে প্রথমে দেখে আমি প্রেত-প্রভাই মনে কোরেছিলেম। বাস্তবিক, সেই অঙ্গ, সেই রূপ, সেই বদন, সেই গঠন, সেই বেশ, বিভিন্ন কেবল কেশ! উভয় সহোদরার এরূপ অভিন্নতা আমি এ জগতে দেখি নাই, শুনি নাই। বিধির এ বিচিত্র বিধান! আপনারা এক মৃণালের অভিন্ন যুগল সরোজিনী। সুন্দরি! পাষণ্ড, কিরূপে এই রজনীতে আপনাকে অগম্য শিখ-শিবির হতে অপহরণ কোরে আনলে?

সুরপ্রভা।—বীরবর! অদূরস্থ গ্রামে আমার এক আত্মীয়া আছেন। এই নারীবেশধারী পাষণ্ড, তাঁর পরিচারিকা পরিচয় দিয়ে বলে যে, "তিনি শিবিরের বহির্দ্দেশে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য অপেক্ষা কোচ্চেন, আপনি স্বত্বরে আসুন।" আমি এর বাক্যে বিশ্বাস কোরে, গুপ্তভাবে শিবির হতে বাহির হয়ে, কিঞ্চিদ্দূরে আসবা মাত্রই পাষণ্ড আমার মুখে বস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। পরে কি হয়, তা কিছুই জানি না। আপনি এই গভীর রজনীতে এখানে কিরূপে উপস্থিত হলেন, তাই জানতে বাসনা করি।

রণধীর।—সুন্দরি! আপনি জানেন, আমি কাশ্মীরে কখনও আসি নাই, এই আমার প্রথম আগমন। কাশ্মীর, প্রকৃতি সতীর ক্রীড়াভুমি বলে বিদিত। ভূধর-শিখরে আরোহণ করে তাই প্রকৃতির অনুপ লীলা দেখছিলেম, এমত সময়ে ঐ পাষণ্ড আপনারে লয়ে যাচ্চে দেখতে পেলেম; মনে সন্দেহ হল, শিখর হতে অবতরণ কোরে পাষণ্ডের অনুসরণ কোরলেম। পাপাত্মা আমারে দেখে দ্রুতবেগে ধাবমান হল। শেষ এখানে উপস্থিত হয়ে, দুই জনকে প্রতিফল স্বরূপ যমালয়ে প্রেরণ করি, একজন পলায়ন করে।

সুরপ্রভা।—ধন্য আপনার সাহস! ধন্য আপনার বিক্রম! আপ-

নার এ ঋণ আমি শতজন্মেও পরিশোধ কোরতে পারব না। এখন রজনী অধিক হয়েছে, চলুন শিবিরে যাই।

রণধীর।—আপনার যেরূপ অভিরুচি। বোধ হয় কাল প্রাতঃকালে আপনার সাক্ষাৎ পেতে পারবো।

সুরপ্রভা।—না, আমি গোপনেই অবস্থান করি। আপনি কি আমার সহিত সাক্ষাৎ কোরতে ইচ্ছা করেন?

রণধীর।—বাসন্তী পূর্ণচন্দ্রিমা দর্শনে কার না বাসনা হয়?

সুরপ্রভা।—যে দিন মহারাজ, শ্রীনগর অধিকার কোরবেন, সেই দিন রজনীতে রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন উপবনে সন্ধ্যাসঙ্গমে আমি একাকিনী উপস্থিত থাকবো।

রণধীর।—এই সদয় অনুগ্রহের কারণ আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ দিচ্চি। যথা স্থানে যথা সময়ে অবশ্যই সাক্ষাৎ কোরব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চমদৃশ্য।

কাশ্মীর—শিখ-শিবির।

(প্রেতপ্রভার প্রবেশ।)

প্রেতপ্রভা।—(স্বগত) কেবলে প্রেম হৃদয়ে? নয়নে নয়নে মিলনে প্রেমের জন্ম, নয়নই প্রেমের সিংহাসন, হৃদয় বিচ্ছেদের আবাস। বলতে পার, প্রেমে হৃদয় কলি প্রস্ফুটিত হয়, আমি

তা বলি না। প্রেমে হৃদয় স্থির থাকে, মিলনে হৃদয়কে শান্ত করে, বিচ্ছেদে হৃদয়-সাগরকে আলোড়িত করে। মিলনের সুখ আত্মায়, বিচ্ছেদের যাতনা হৃদয়ে। কে বলে জীবনরাজের মোহন ছবি হৃদয়ে আঁকা থাকে? হৃদয়ে আঁকা থাকলে কি কেউ কখন দেখতে পায়? না—কখনই না। নয়নেই সে মূর্ত্তি বিরাজ করে, অনন্তকাল নয়নেই থাকে, নয়ন মুদিত কোরলেও সেই মোহন মূর্ত্তি অলক্ষ্যে স্তরে স্তরে দেখা দেয়। যে দিকে চাই সেই দিকেই সেই মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ বিরহ দূরে থাকে, সে মূর্ত্তির অদর্শনে বিরহদাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে দেহকে ভস্ম করবার চেষ্টা করে। এতদিন আমি পরের জন্য ভাবি নাই, কাঁদি নাই, হাসি নাই, পরকে দেখে তৃপ্তও হই নাই। আজ কেন আমি পরের জন্য পাগলিনী? যে নয়নের জলে আপনার দুঃখই নিবারণ কোরতেম, সে নয়নের জল আবার পরের জন্য কেন পতিত হতে চায়? কেবল নয়নে নয়নে মিলনের কারণ। যাকে চাই, তাকে কি পাব? এতদিনের পর যাকে আমি "আপনার" বলে মনোনীত কোরেছি, যাকে পেলে আত্মা তৃপ্ত হবে বুঝতে পেরেছি, তাকে কি পাব? না পেলে শান্তি কোথায়? দুঃখানলের সঙ্গে না হয় এ অনলও প্রজ্জ্বলিত হয়ে আমায় জীয়ন্তে ভস্ম করুক।

(রণধীরের প্রবেশ।)

রণধীর।—সুন্দরি! অঞ্জলিচ্যুত সকল পুষ্পই দেব-শিরে পতিত হয় না। কোনটি দেবাঙ্গ স্পর্শ কোরেই পতিত হয়, কোনটি অর্দ্ধ পথে বিচ্যুত হয়, কোনটি শিরে স্থান পায়। আমি পরম সৌভাগ্যবলে ঘটনাক্রমে এই শিশির-শিশির সদৃশ নন্দনকাননে এসে আপনার ন্যায় পারিজাত দর্শনে যদিও জীবনকে চরিতার্থ বোধ করলেম,

কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে কার্য্যান্তর আমাকে এ সুখ—এ অনুপম সুখ-সৌরভে অধিক দিন আমোদিত হতে দিচ্চে না।

প্রেতপ্রভা।—কেন বীরবর? আপনি কি নিতান্তই আমাদিগকে পরিহার করবেন? এ সংবাদে বড়ই দুঃখিত হলেম।

রণধীর।—প্রতিজ্ঞা পালন জন্য আমি নিজেই নিজ সুখের পথে কণ্টক অর্পণ কোচ্চি। যা হক সুন্দরি! আপনার জীবন-লীলা অতি বিচিত্র—অপূর্ব্ব।

প্রেতপ্রভা।—সত্য বটে, আমি যে ভাবে জীবন যাপন কোরতেছি, তা অতি বিচিত্র। আমার জন্ম হতেই এই বিচিত্র আরম্ভ হয়েছে, আমার সমাধির সহিত এই বিচিত্র শেষ হবে।

রণধীর।—আপনি পরমসুখিনী, কেমন, আপনি সুখিনী নন্?

প্রেতপ্রভা।—বীরবর! এ জগতে পূর্ণসুখী কে?

রণধীর।—আপনি অসুখিনী শুনলে হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাব।

প্রেতপ্রভা।—আপনার মুখচন্দ্র-বিনির্গত ওরূপ বাক্য সুধা প্রকৃত কি না তাতে সন্দেহ হচ্চে।

রণধীর।—আশ্চর্য্য! আপনি কি পরিহাসের পাত্রী?

প্রেতপ্রভা।—এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে আমার সুখ দুঃখের প্রতি যে আপনার দৃষ্টি পতিত হল ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

রণধীর।—শারদীয় পূর্ণশশী দর্শন মাত্রই হৃদয় আমোদিত হয়। চিরজীবনে কি সে শান্তিময় মূর্ত্তি ভুলা যায়? সুন্দরি! আপনি সত্য জানবেন যে, আমি হৃদয়শূন্য হয়ে আজ এই শিবির পরিহার কচ্চি। আপনি কি অনুমান করেন যে, আমি এই শিবির পরিহার কোরলেই আপনাকে বিস্মৃত হব? না—না—কখনই না—ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতই ঘটবে।

প্রেতপ্রভা।—আপনার এই সকরুণ বাক্যে আত্মা চরিতার্থ লাভ কোচ্চে।

রণধীর।—আমি এখন একটি বিষয় ভিন্ন অন্য কিছু প্রার্থনা কোরতে সাহসী হচ্চি না।

প্রেতপ্রভা।—আপনি কি এই দৃশ্যমান বিচিত্র রমণীর সহিত আত্মীয়তা কামনা করেন ?

রণধীর।—আপনি আমার হৃদয়ের কথাই বলেছেন। আপনার জীবন-লীলা যতই কেন বিচিত্র হক না, আমি আপনার মঙ্গল কামনা করি। আপনি আমারে মিত্র সম্বোধন কোরলেই চরিতার্থ হব।

প্রেতপ্রভা।—আজ অবধি আমি আপনারে পরমসুহৃদ জ্ঞান কোরলেম।

রণধীর।—এ মিত্রতা লাভ আমার পক্ষে অতি অপূর্ব্ব পদার্থ। আবার কবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরতে সক্ষম হব ?

প্রেতপ্রভা।—যে দিন মহারাজ রণজিৎ সিংহ শ্রীনগর জয় কোরবেন, সেই দিন রজনীতে প্রাসাদসংলগ্ন কাননে রজনী নয় ঘটিকার পর আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ কোরব।

রণধীর।—যদি মহারাজ শ্রীনগর জয় কোরতে সমর্থ না হন ?

প্রেতপ্রভা।—আপনি আমাদের শিবিরে পদার্পণ কোরতে পারেন।

(রণজিৎ সিংহের প্রবেশ।)

রণজিৎ।—অনুরোধ করি আপনি আর কিছু দিন আমাদের শিবিরে থেকে আনন্দবর্দ্ধন করেন।

রণধীর।—আপনার এ অনুরোধ রক্ষা কোরতে সক্ষম হলে আমি পরম তুষ্ট হতেম। একটি বিশেষ ঘটনা, আমাকে অদ্যই শ্রীনগরে যেতে বাধ্য কোচ্চে।

রণজিৎ।—বিশেষ ঘটনাটি কি, গোপনীয় না হলে শুনতে বাসনা করি।

রণধীর।—সরদার মলহর সিংহের বাসনা, কাশ্মীরে পুনরায় হিন্দুরাজ-পতাকা উড্ডীয়মান হয়। তাঁর দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েই আমি এখানে এসেছি।

[প্রেতপ্রভার ধীরে ধীরে প্রস্থান।

রণজিৎ।—আসবার উদ্দেশ্য ?

রণধীর।—সংগ্রামে সহায়তা করা।

রণজিৎ।—অতি উত্তম, কিন্তু আপনি জানেন, রণজিৎ জীবিত থাকতে সে বাসনা পূর্ণ হবে না।

রণধীর।—সে কথা অনেকাংশে সত্য হতে পারে। আমাকে কিন্তু আজই সেই সমবেত হিন্দু-সমাজে উপস্থিত হতে হবে।

রণজিৎ।—সেখানে আমার সঙ্গেও সাক্ষাত হবে।

রণধীর।—শত্রু না মিত্রবেশে ?

রণজিৎ।—আপমি বিজ্ঞ, বীর, কোন্ বেশে দেখা দেব, সহজেই অনুমান কোরতে পারেন।

রণধীর।—শত্রুবেশে দেখা দেবেন তার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি বলি মলহর সিংহের সহিত সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। আপনি শ্রীনগর অধিকার কোরতে গিয়ে বিপদে পতিত হলে বড়ই দুঃখিত হব।

রণজিৎ।—সাহসিক বীর ! আপনার হৃদগত উদারস্বভাব আমি পূর্ব্ব হতেই অবগত আছি। আপনি শত্রুপক্ষীয় হলেও আমি আপনাকে উদারহৃদয় শত্রু জ্ঞান কোরব। আপনি সুরপ্রভার প্রাণরক্ষক, আপনি আমার যত্নের ধন। এই অঙ্গুরী উপহার দিলেম, গ্রহণ করেন ইহাই প্রার্থনা।

রণধীর।—আপনার প্রসাদলাভ বহুভাগ্যের ফল।

(সুরপ্রভার প্রবেশ।)

রণজিৎ।—সুরপ্রভা! তোমার জীবনরক্ষক আমাদের পরিহার কোরে চোললেন। তোমরা যদি আর কিছুদিন এঁরে রাখতে পার ভালই। আমি আর অনুরোধ কোরতে পারি না।

[রণজিৎ সিংহের প্রস্থান।

সুরপ্রভা।—আমি মনে করেছিলেম যে, ইতিমধ্যে আর আপনার সহিত সাক্ষাৎ হবে না। কিন্তু আপনি আমার প্রাণরক্ষক, এখন আমার এ প্রাণ আপনার, আপনি আর কিছুদিন এখানে অবস্থান কোরলে আপনাকে নিরত দর্শন করে এ প্রাণ পরিতৃপ্ত করি।

রণধীর।—আপনাদের উভয় ভগ্নির সকরুণ ব্যবহার আমি এ জীবনে বিস্মৃত হব না। আপনাদের উভয়ের মূর্ত্তি, কেশ ব্যতীত যেমত সমস্তই অভিন্ন, বিচিত্র, সুরম্য, সেইমত আপনাদের উভয়ের গুণও অভিন্ন, সুরম্য। বিধি, আপনাদের সৃষ্টি করে, বিচিত্র লীলা প্রকাশ করেছেন। আপনারা যে উভয়ে বিভিন্ন দেহ ধারণ করেন, কার সাধ্য কেশ দর্শন না কোরে বলতে পারে? আপনাদের এ বিচিত্র, অভিন্ন মূর্ত্তি যেমন এ জীবন থাকতে আমার হৃদয় হতে বিদুরিত হবে না, আপনাদের এ অনুগ্রহও আমি সেইমত এ জন্মে বিস্মৃত হব না। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আপনাদের এই ত্রিভুবনমনোরম বিচিত্র মূর্ত্তি, আর সরল ব্যবহার স্মরণ কোরে অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হব। আমি এখন প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ, কাজেই সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ জন্য আপনাদের আতিথ্য স্বীকার কোরতে পাচ্চি না।

সুরপ্রভা।—আমরাও আর আপনাকে অধিক অনুরোধ কোরতে

পারি না। কিন্তু প্রার্থনা এই যে, শ্রীনগরে যে সময়ে সাক্ষাতের কথা বলেছি সেটি যেন বিস্মৃত না হন।

রণধীর।—কখনই না। এক্ষণে বিদায় হই।

সুরপ্রভা।—আপনার আশা পূর্ণ হক।

[উভয়ের বিভিন্ন দিক দিয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কাশ্মীর—ভীষ্মাচার্য্যের গুপ্তাবাস উপবেশনাগার।

(সুরসুন্দরী এবং চন্দ্রিকা আসীনা।)

সুরসুন্দরী।—চন্দ্রিকে! বিধি আমারে কেন সৃষ্টি করেছেন, বলতে পার?

চন্দ্রিকা।—লোকে বলে, কবিগণ যেমন ত্রিভুবন-ললাম ললনার সৃষ্টি কোরতে পারেন, বিধি সেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর সৃষ্টি কোরতে পারেন না। এই দুর্নাম দূর করবার জন্যই বিধাতা তোমারে সকল সৌন্দর্য্যের আধার কোরে সৃষ্টি করেছেন।

সুরসুন্দরী।—ছি, ছি, ওকথা আর বোল না; অপরে শুনলে আমাদের পাগল বলবে। যে যারে ভালবাসে, তার চক্ষে তার রূপ, গুণ সকলই শারদীয়া সিত সরোজিনীর ন্যায় মধুময়ী বোধ হয়, কিন্তু অপরের চক্ষে তাহা বিসদৃশ—নিন্দনীয়। তোমার এই

অতিরিক্ত বর্ণনায় লোকে তোমার কথায় হাসবে, আমাকেও লজ্জা দেবে।

চন্দ্রিকা।—সখি! তোমার জন্ম কেবল ঐ জন্যে নয়, আরও একটী কারণ আছে।

সুরসুন্দরী।—কি বল?

চন্দ্রিকা।—পুরুষদের জীবন্তে বধ করবার জন্যেই তোমার সৃষ্টি।

সুরসুন্দরী।—সেকি?—আমি আবার পুরুষ বধ কোরলেম কিসে?

চন্দ্রিকা।—হীরক এখন কয়লার খনিতে। যখন ময়লাতুলে বাজারে বাহির কোরবে, তখন কত জহুরী সর্ব্বস্ব দিয়েও নিতে চাইবে। তখন কতলোকের জীবন্তেই জীবনান্ত হবে।

সুরসুন্দরী।—আমিত জানি, আমাকে আজীবন এই কারাগারে কুমারী হয়ে থাকতেই হবে।

চন্দ্রিকা।—পঙ্কজিনী পঙ্কে ফুটে পঙ্কেই লয় পায় না। বিধি তারে আদরের নিধি বলে পঙ্ক থেকে তুলিয়ে অবশ্যই মানব-সমাজে ভাসিয়ে দেন। পঙ্কজিনী তখন রূপের গৌরবে—মধুর সৌরভে কত জীবকেই মুগ্ধ করে।

সুরসুন্দরী।—সে কথা সত্য বটে, আশাতেই স্থিতি, আশাতেই লয়। আমি জানি কোন কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যের জন্ম হয় না। আমি কোন কারণ দেখছি না, কাজেই সে আশাও আমার নাই।

চন্দ্রিকা।—অচিরেই কারণ এসে উপস্থিত হবে।

সুরন্দরী।—তুমি জানলে কিসে?

চন্দ্রিকা।—গোপনে শুনলেম, ভীষ্মাচার্য্য, বীরবর রণধীর সিংহকে আনয়ন কোরেছেন। অচিরেই তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে। জলদের কোলে দামিনী তুলবে, তমালে মাধবী

মিলিত হবে, তোমার পূর্ণ হৃদয়ে ভালবাসার বাসা হবে।

সুরসুন্দরী।—ভালবাসাত স্বার্থসাধন মাত্র।

চন্দ্রিকা।—পৃথিবীর সৃষ্টি হতে এপর্য্যন্ত সকলেই ভালবাসা নিয়ে পাগল হল, তুমি বল কি না সে স্বার্থসাধন মাত্র।

সুরসুন্দরী।—আমি অন্যায় বলি নাই। সকলেই ভালবাসা ভালবাসা করে বটে, কিন্তু সেটি স্বার্থসাধন ভিন্ন আর কিছুই নয়। তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হল, তোমার রূপ বা গুণ দেখে আমার মন মুগ্ধ হল, মনে স্বার্থ প্রবিষ্ট হল, কাজেই তোমাকে না দেখলে আমার মন ভাল থাকে না, তোমারে অনিবার দেখতে চাই, হৃদয়ে গাঁথতে চাই। এতেই লোকে বুঝলে যে ভালবাসা জন্মেছে, কিন্তু আমার মন যদি তোমারে দেখবার জন্যে উতলা না হয়, স্বার্থ না জন্মে তবে ভালবাসা জন্মিবে কেন? তোমারে দেখে আমার স্বার্থসাধন হয় বলেই তোমারে দেখতে চাই। তাই বলি ভালবাসা কেবল স্বার্থসাধন মাত্র।

চন্দ্রিকা।—ভালবাসা না হলে প্রণয় জন্মাবে কিসে?

সুরসুন্দরী।—প্রণয়ের সঙ্গে ভালবাসার কোন সংশ্রব নাই।

চন্দ্রিকা।—তবে প্রণয়টা কিসে হয়?

সুরসুন্দরী।—জগতে এমন অনেক দেখতে পাওয়া যায় যে, একজনকে একজন ভালবাসে, কিন্তু যাকে সে ভালবাসে, সে তারে ভাল দেখতে পারে না। এতে কি প্রণয় হয়? আর যদিও দুই জনে পরস্পরে ভালবাসে বা নিজ নিজ স্বার্থসাধন কোরে লয়, তাতেই বা প্রণয় জন্মে কৈ? আর সে প্রণয়ইবা চিরদিন—যাবজ্জীবন থাকে কৈ? একজনের ভালবাসা বা স্বার্থসাধন শেষ হলেই প্রণয় তখন মাধ্যাকর্ষনীশক্তি-ভ্রষ্ট তারকার ন্যায় কোথায় চলে যায়, কেহই দেখতে পায় না। হৃদয়ে হৃদয়ে, দেহে দেহে, প্রাণে প্রাণে এক না হলে

কখন প্রণয় জন্মে না। সেরূপ প্রণয় জগতে অতি বিরল। হয়ত প্রথমটা মনে মনে অনেকেরই মিলন হতে পারে, কিন্তু সে মিলন স্বার্থসাধন জন্য। অকৃত্রিম মিলন ভাগ্য ব্যতীত ঘটে না।

(কতিপয় সহচরির প্রবেশ।)

সুরসুন্দরী।—সংবাদ কি ?

প্রথম সহচরী।—ভীষ্মাচার্য্য আমাদিগকে বোল্লেন, আজ এক-জন সম্ভ্রান্ত বীরপুরুষ এখানে আসবেন, তোমরা সজ্জিত হয়ে থাকগে, তাঁকে সংগীতাদি শুনাতে হবে।

সুরসুন্দরী।—(স্বগত) আমি অভাগিনী, বন্দিনী—আমার এ কারাগারে নৃত্য—গীত—বীরপুরুষ—কি এ ? সত্য সত্যই কি এত-দিনের পর আমার দুঃখ-যবনিকা উত্তোলিত হবে ?

চন্দ্রিকা।—তোমরা ততক্ষণ একটা গাওনা, শোনা যাক।

(সহচরিগণের গীত ও নৃত্য।)

রাগিণী থাম্বাজ, তাল খেমটা।

আজি পোহাল সখির দুঃখ যামিনী রে !
নব জলদে দুলিবে দামিনী রে।
নবীন পরাণে, প্রেমসুধা পানে,
সুখ-সাগরে ভাসিবে সজনী রে ॥

(ভীষ্মাচার্য্য এবং রণধীরের প্রবেশ।)

ভীষ্ম।—বীরবর ! শান্তি যেমন ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি গুণসমূহ বেষ্টিত হয়ে পরম রমণীয় মুর্ত্তি বিকাশ করেন, সেইরূপ এই দেখুন সহচরী-বেষ্টিতা সাক্ষাৎ সুরসুন্দরী সদৃশা সুরসুন্দরী। আমি পুর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করেছি, এখনও প্রতিজ্ঞা কোচ্চি.

আপনি অচিরে সেনাপতির পদ গ্রহণ কোরে শিখরাজের হস্ত হতে কাশ্মীর উদ্ধার করুন, এই কনক কমলিনীকে আপনার করে অর্পণ কোরব। সমগ্র কাশ্মীরবাসী আপনার নিকট আজীবন ঋণী থাকবে।

রণধীর।—আচার্য্য! আমিও পূর্ব্বে এই অসি হস্তে প্রতিজ্ঞা করেছি, কাশ্মীর উদ্ধার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে প্রস্তুত, এখনও আমি সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ কোরে বলচি, এ প্রাণ আমি কাশ্মীর উদ্ধার জন্য আজ হতে উৎসর্গ কোরলেম। বীরের স্বভাবই এই যে, রণস্থলে পিতা, বিপক্ষ-পক্ষ অবলম্বন কোরলেও তিনি অসির অধীন হন। রণজিৎ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে উপস্থিত হলে তাঁর সঙ্গে যে কোন বীর যোগদান করুন না, যতক্ষণ আমার করে এই অসি থাকবে, ততক্ষণ কার সাধ্য শ্রীনগর জয় করে? আমি অহঙ্কার কোচ্চি না, জাতীয় যুদ্ধ বিদ্যায় আমি বিলক্ষণ শিক্ষিত, আবার ছদ্মবেশে বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস-সেনাদলে প্রবিষ্ট হয়ে কয়েক বারের সংগ্রামে পাশ্চাত্য-যুদ্ধ-প্রণালীও অবগত হয়েছি। রণজিৎ সে প্রণালীর মুখে কখনই জয়লাভ কোরতে পারবে না।

ভীষ্ম।—আপনি মহাবীর, সংগ্রাম-কুশলী বোলেই আপনাকে আহ্বান করেছি। তুলসী যেমন বিষ্ণুর লভ্য, সেইমত এই সুর-সুন্দরী আপনার ন্যায় মহাবীরের যোগ্য বলেই যতনে রক্ষা করেছি। আপনি এখন শ্রান্তি দূর করুন, আমি আসছি।

[ভীষ্মাচার্য্যের প্রস্থান।

রণধীর।—সুন্দরিগণ! ব্যাধের বংশীধ্বনি শুনে কুরঙ্গ যেমন মুগ্ধ হয়ে আপনি এসে জালে পতিত হয়, আমিও সেইমত তোমাদের কিন্নরী-কণ্ঠের কমনীয় সংগীত শ্রবণ কোরে এই গৃহরূপ

জালে পতিত। ইচ্ছা হয়, আর একটি সংগীত শুনি।

চন্দ্রিকা।—কুরঙ্গ, জালে পড়ে পালাবারই চেষ্টা করে, সে কি আবার পুনরায় বংশীধ্বনি শুনতে চায়?

রণধীর।—সত্য বটে, কিন্তু কুরঙ্গিনীর ন্যায় আপনাদের সখির নয়নের ভঙ্গী দেখেই আর পলায়নে ইচ্ছা হচ্চে না। ইচ্ছা হয় যেন চিরদিন এইরূপ জালে পতিত হয়ে ঐ নয়নের রঙ্গ দেখি।

প্রথম-সহচরী।—আমাদের বাসনা যে অনঙ্গরঙ্গিণী সুরসুন্দরীর সঙ্গে আপনার ন্যায় অনঙ্গমোহনের মিলন হয়, আমাদের অঙ্গও সুখ-তরঙ্গে ভাসতে থাকে।

(সহচরিগণের গীত ও নৃত্য।)

রাগিণী খাম্বাজ, তাল খেমটা।

এসহে নটবর নাগর রসময়!
পুরাও হে মানস-আশ,
হৃদয়ে দিয়ে হৃদয়।
নবীনা নলিনী সখী হরহে বিরহ-ভয়॥

[চন্দ্রিকা এবং সহচরিগণের প্রস্থান।

রণধীর।—সুন্দরি! দুই খানি মুকুর পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী রেখে তন্মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হলে, যেমন উভয় দিক হতেই অসংখ্য মূর্ত্তি দেখে হৃদয়ে অনুপ প্রমোদ-পারিজাত প্রস্ফুটিত হয়, সেইমত আমার হৃদয়দর্পণ ও মিলনাশাদর্পণ এই উভয়দর্পণমধ্যস্থ আপনার এই সুধাময়ী মূর্ত্তি অনন্ত ধারায় অনন্ত সুধা বিকীর্ণ কোচ্চে। আমি পরম সৌভাগ্যবান তাই আজ এই অভূতপূর্ব্ব সন্তোষ সংগ্রহ কোরতে সমর্থ হলেম। সুন্দরি! আপনার আশাতেই আমার

এখানে আসা। আপনার আশাতেই এ দেহাধারে জীবন দীপ প্রজ্জ্বলিত।

সুরসুন্দরী।—বীরবর! আশা অনন্ত; বিজ্ঞ লোকেও ভ্রান্ত হয়ে আশায় মুগ্ধ হন। মাধ্যাকর্ষণী শক্তি যেমন জড়জগতকে স্থিরভাবে রক্ষাকরে, আশাও সেইমত সমস্ত জীবের হৃদয়কে নানা তরঙ্গ-মুখে স্থির রাখে। আপনি আশা কোরতে পারেন বটে, কিন্তু আমি বন্দিনী।

রণধীর।—কি!—বন্দিনী!—

সুরসুন্দরী।—কেবল বন্দিনী নই, অনাথিনী, অত্যাচার-পীড়িতা।

রণধীর।—সর্ব্বত্রগামী পবনের ন্যায় যাঁর অনুপ রূপরাশি ভারতবিদিত, সেই সুরসুন্দরী বন্দিনী!—অত্যাচার-পীড়িতা! ভীষ্মাচার্য্য কি তবে ঘোর পাষণ্ড? প্রস্তরেও কমল ফুটে, ভীষ্মাচার্য্যের হৃদয় কি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন? বর্ষণ উপলক্ষ কোরে জলদ যেমন ভীম বজ্রাঘাত দ্বারা নিজ কঠোর হৃদয়ের পরিচয় দেয়, ভীষ্মাচার্য্যও কি সেইমত এই সুরসুন্দরীকে উপলক্ষ কোরে নিজ নীচ প্রবৃত্তির পরিচয় দিচ্চে? বীরের চক্ষে এ অত্যাচার অসহ্য।

সুরসুন্দরী।—বীরবর! আমার জন্ম এইরূপ দুঃখে—সমাধিও এইরূপ দুঃখে হবে। এই কারাগার আমার পৃথিবী, আমি সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস কোরতেছি, সহচরি পরিবৃতাও বটে, কিন্তু হৃদয় ভস্মাচ্ছন্ন অনলমত দুঃখাগ্নিতে পূর্ণ। ভীষ্মাচার্য্য সেই অনলের হোতা, ভাগ্য-লিপি মন্ত্র, যন্ত্রণা ঘৃত, বলি আমার প্রাণ, নৈবেদ্য দেহ, হৃদয় বেদী, বিধাতা তন্ত্রধারক, যজ্ঞের নাম ভাগ্যপতন, ফল—ভীষ্মাচার্য্যের স্বার্থসিদ্ধি। আপনি বীরপুরুষ হয়ে ভীষ্মাচার্য্যের চক্রান্তে পতিত হয়েছেন, এই আমার দুঃখ।

রণধীর।—সুন্দরি! জলধির যে কোন স্থান হতে জল-যান পরিচালনা কোরলে সে জল-যান যেমন নানা স্থান পরিভ্রমণ কোরে শেষ সেই স্থানে এসেই মিলিত হয়, সেইমত আমি এই কাশ্মীরে আপনার অনুগ্রহপ্রার্থি হয়ে এসে যে কোন কার্য্য করি না কেন, পরিণামে আপনার নিকট জীবন বিক্রয় কোরতেই হবে। আমি অসি স্পর্শ কোরে প্রতিজ্ঞা কোরেছি যে, সেনাপতি-পদ গ্রহণ কোরে কাশ্মীরকে রণজিতের করাল কবল হতে উদ্ধার কোরব, এ প্রতিজ্ঞা আমি প্রাণ থাকতে বিফল হতে দেব না। এখন আমি যদিও জানতে পাচ্চি যে, ভীষ্মাচার্য্য আমাকে তার চক্রান্ত-জালে নিক্ষেপ কোরেছে, কিন্তু যখন আপনি সানুকুল নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কোরেছেন, তখন তার চক্রান্তকে আমি ভয় করি না। কিন্তু একটি কথা এই যে, আমি সেই প্রতিজ্ঞা পালনের পূর্ব্বে আপনাকে এ কারাগার হতে উদ্ধার কোরতে চাই।

সুরসুন্দরী।—বীরবর! নক্ষত্ররাজি দিবারজনীই প্রভাকর-কিরণে বিকসিত থাকে; দিবসে মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড করই যেমন তাদের বিমল জ্যোতিকে আচ্ছন্ন কোরে রাখে, সেইমত আপনার আগমনরূপ তপন-কিরণ আমার হৃদয়স্থ আনন্দতারকাকে এরূপ আচ্ছন্ন কোরেছে, যে তা প্রকাশ করা অসাধ্য। আর এক কথা—শারদ-চন্দ্রিকালোকে দীপহস্তে দণ্ডায়মান হলে যেমন দুইটি ছায়া পতিত হয়, সেইমত আপনার দর্শনরূপ চন্দ্রিকা-কর এবং আপনার অভয় প্রদ বাক্যরূপ দীপ মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে আমার হৃদয়ে দুইটি আশার উদয় হচ্চে। প্রথম—কারাগার হতে উদ্ধার, দ্বিতীয় মানবীজন্মের স্বার্থকতা সাধন। কিন্তু সূর্য্যদেব, যেমন জগতের রসাকর্ষণ কোরে সময়ে আবার সেই রস জগতেই নিক্ষেপ করেন, সেই-মত আপনি এ দুঃখিনীকে অতুলদুঃখ-জলধি হতে উদ্ধার কোরে

আবার এই জলধি-জলে বিসর্জ্জন না দেন ইহাই প্রার্থনীয়।

রণধীর।—যে বসন্ত, প্রকৃতিকে নবীন সাজে সাজিয়ে মনু-জমন মুগ্ধ করে, সে বসন্তের কি ইচ্ছা যে, নিদাঘ এসে প্রকৃতির সেই সুষমা হরণ করে ? বিধি-লিপিতেই এই সকল ঘটে থাকে। আমি বলতে পারি, এ দেহে প্রাণ থাকতে কখনই দুঃখরাহু আপনাকে আক্রমণ কোরতে পারবে না। এখন আমি আর সময় অপব্যয় করা কর্ত্তব্য বোধ করি না। আপনার যদি অভিপ্রায় হয়, আসুন, এ কারাগার পরিহার করি।

সুরসুন্দরী।—এখন অসম্ভব।

রণধীর।—কারণ ?

সুরসুন্দরী।—আপনি কি জানেন না, এ প্রাসাদের চৌদিকে সৈনিক প্রহরী ?

রণধীর।—জানি।

সুরসুন্দরী।—এ কারাগার হতে বহির্গত হয়ে কোন দিকে গেলে রাজপথ পাওয়া যায় তা কি আপনি জানেন ?

রণধীর।—না, ভীষ্মাচার্য্য প্রথম দিনেই আমারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে যে, সুরসুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরতে হলে চক্ষুবন্ধন কোরে যেতে হবে। সেই প্রতিজ্ঞামত আমার চক্ষু বন্ধন কোরে কত দিক ঘুরিয়ে এখানে এনেছে। আপনি কি পথ চেনেন না ?

সুরসুন্দরী।—পূর্ব্বেই বলেছি, আমি জন্মাবধি বন্দিনী। এই গৃহই আমার পৃথিবী, এই গৃহই আমার স্বর্গ, এই গৃহই আমার নরক।

রণধীর।—না চেনেন, তাতেও ক্ষতি নাই। আমার অশ্ব এরূপ শিক্ষিত যে, চালনা করবামাত্রই আগত পথ দিয়ে যথাস্থানে যায়। আর প্রহরীদের কথা বলছেন, রণধীরের করে এই অসি থাকতে

প্রহরীরা কিছুই কোরতে পারবে না। তবে আপনার একটু সাহস চাই।

সুরসুন্দরী।—কুসুম-সৌরভ যেমন পবনসহযোগে নির্ভয়ে সর্ব্বত্র গমন করে, এ অধিনীও সেইমত আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।

রণধীর।—তবে আসুন।

(ভীষ্মাচার্য্য এবং চারিজন সৈনিকের প্রবেশ।)

ভীষ্মাচার্য্য।—রণধীর! তুমি না বীর? তস্করের ন্যায় নারী-হরণ কোরে পলায়ন করাই কি তোমার ন্যায় বীরের ধর্ম্ম? তোমার অভিসন্ধি—গুপ্ত আশা আর জানতে বাকি রইল না। তুমি এখন পাষাণ-প্রতিমার নিকট বলিদানের যোগ্য। প্রহরিগণ! পাপিষ্ঠকে ধর।

রণধীর।—ভীষ্মাচার্য্য! তোমার নাম—তোমার বেশ—তোমার মূর্ত্তি দেখে অনুমান করেছিলেম, যথার্থই তুমি সাধুপুরুষ, কিন্তু তোমার কার্য্য তার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান কোচ্চে। রণধীরের নিকট তোমার চক্রান্ত খাটবে না। কুয়াসা, সূর্য্য-কিরণকে অল্প-ক্ষণই আবৃত করে। প্রহরিগণ! তোমাদের যদি প্রাণের ভয় থাকে, সরে যাও, বীর হও, এস, একে একে যুদ্ধ কর, নচেৎ রণধীরের করে অসি থাকতে নিস্তার নাই।

ভীষ্ম।—তোমরা এখনও বিলম্ব কোচ্চ কেন?

রণধীর।—কি পাপাত্মা! আয়, অগ্রে তোর প্রাণ বলি দি।

[ভীষ্মাচার্য্যের প্রস্থান, সৈনিকগণের সহিত রণধীরের সংগ্রাম, দুইজন সৈনিকের মৃত্যু, এবং রণধীরের পতন।

প্রথম সৈনিক।—যদি প্রাণের আশা থাকে, নীরবে থাক।

দ্বিতীয় সৈনিক।—আচার্য্যের আজ্ঞা পালন কর, ব্যাটাকে বেঁধে অন্ধকূপে নিক্ষেপ কর।

(ভীষ্মাচার্য্যের পুনঃ প্রবেশ।)

ভীষ্ম।—না, ওকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে কাজ নাই। তোমরা ওরে পাষাণ-প্রতিমার নিকট লয়ে চল, আমি এখনই গিয়ে বলি দেব।

রণধীর।—নরাধম ! তুই অন্যায় রূপে আমারে আবদ্ধ কোরলি, আমার হস্তে অসি দে, দেখ তোর মুণ্ডপাত কোরতে পারি কি না। সুরসুন্দরি ! আমি চল্লেম, যদি জীবিত থাকি, প্রতিজ্ঞা পালন কোরব।

ভীষ্ম।—তোমরা এখনও বিলম্ব কোচ্চ কেন ?

[রণধীরকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

ভীষ্ম।—পাপিনি ! ভ্রষ্টাচারিণি ! এই কি তোর ধর্ম্ম ? এখন কে তোর প্রাণ রাখে ?

সুরসুন্দরী।—দেখ, তুমি আমায় অনেক যাতনা, অনেক মনোবেদনা দিয়েছ, আমাকে উপলক্ষ কোরে, তুমি অনেক পাপ সঞ্চয় কোরেছ। যদিও তুমি আমার প্রাণবধ কর নাই, কিন্তু জীবন্তে দগ্ধ কোরেছ, এই অসি নাও, এখনই আমার প্রাণ সংহার কর। রণধীরকে আমি মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি, তাঁরে তুমি পাষাণ-প্রতিমার নিকট বলি দিতে পাঠালে, আমাকেও সেই স্থানে পাঠাও, আমি এ পাপ প্রাণ আর রাখতে চাই না। তুই নরপিচাশ, ঘোর-পাতকী, নারকী—দূর হ, তোর মুখ দর্শনে মহাপাপ।

ভীষ্ম।—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। সুরসুন্দরি, তোর মুখ দিয়ে এমন কথা বেরবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তুই জানিস, আমার

এই হাতের ভিতর তোর প্রাণ। দুদিন বিলম্ব কর, কেন এত উতলা হচ্চিস ?

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক।—বন্দী পলায়ন কোরেছে।

ভীষ্ম।—সেকি !

সৈনিক।—আমরা দুজনে তারে দৃঢ়রূপে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেম, বন্দী হঠাৎ এমনি সজোরে দুইদিকে ধাক্কা দিলে যে, আমরা দুই-জনেই পড়ে গেলেম। বন্দী, আমার অসি নিয়েই আমার সঙ্গীকে হত্যা কোরলে, আমি ভয়ে পালিয়ে এলেম। বন্দী নিকটস্থ এক অশ্বে আরোহণ কোরে বেগে পলায়ন কোরলে।

ভীষ্ম।— বলকি ?—বলকি ?

[ভীষ্মাচার্য্য এবং সৈনিকের বেগে প্রস্থান।

সুরসুন্দরী।—জগদীশ্বর যদি সত্য হন, বীরবর অবশ্যই পাপাত্মাকে প্রতিফল দেবেন। আর আমার আশা—মনেই রইল। আমি সার ভেবেছি, জন্ম আমার দুঃখে, ভাসছি এখন দুঃখে, এজগৎ পরিত্যাগ কোরব এই দুঃখে। বিধি সুদিন দেন, ভালই, নচেৎ আমার প্রাণান্ত হলে পৃথিবীর সকলেই বলবে সুরসুন্দরী অতি দুঃখিনী ছিল। হা !—ভগিনি !—তোমায় আবার মনে পড়লো, না, তুমি যে পাষানহৃদয়ের পরিচয় দিয়েছ, তাতে আর তোমায় স্মরণ কোরব না। তুমি নিজের সুখের আশায় এ কারাগার গোপনে পরিহার কোরলে, এ দুঃখিনী ভগ্নীকে একবার স্মরণ কোরলে না ! ভগিনি ! তুমি সুখেই থাক, আর আমার এ দুঃখের নিশি যেন পোহায় না।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

শ্রীনগর—গুপ্তসংগ্রাম-সভা।

(সরদার মলহর সিংহ, সরদার অর্জ্জুন সিংহ, সরদার দুর্জ্জয় সিংহ প্রভৃতি কতিপয় সরদার এবং সেনানী আসীন।)

মলহরসিংহ।—দূত-মুখে শুনলেম, শিখ-সেনাপতি দেওয়ান-চাঁদ এবং কুমার খড়্গসিংহ দুই চারি দিবসের মধ্যেই শ্রীনগর অধিকার কোরতে আসবেন। শিখরাজ রণজিৎ সিংহও তাঁদের পশ্চাদ্গামী হবেন। এখন আমাদের কি করা শ্রেয়ঃ বলুন? স্বাধীনতার অমৃতময় ফলাস্বাদ জন্য—জন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধির জন্য সমবেত সৈন্য লয়ে রণজিতের আগমনের পূর্ব্বে তাকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য কি না তাহা আপনারা বিবেচনা করুন। আর দিন নাই, বহু সহস্র সৈন্য সংগ্রহ হয়েছে, সকলেই উত্তেজিত, যদি সংগ্রাম করা ধার্য্য হয়, আপনারা বলুন। আমি জন্মভূমির উদ্ধার জন্য প্রাণ দিতে প্রতিজ্ঞা কোরেছি।

দুর্জ্জয়সিংহ।—আপনার বাক্য বীরের যোগ্য,—জন্মভূমি কাশ্মীরের উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত। কাশ্মীর-রাজ সেনাদেবের পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁর হতভাগ্য উত্তরাধিকারী আনন্দদেব, সামীর নামক যবন সচিবের প্রলোভনে পতিত হয়ে ম্লেচ্ছধর্ম্মের আশ্রয় লন, এবং সেই সূত্র হতেই এপর্য্যন্ত কাশ্মীর-দুর্গে যবনরাজ-পতাকা উড্ডীন হতেছে। এপর্য্যন্ত আমরা যে জন্মভূমি কাশ্মীরকে যবন-কর-

তাল হতে উদ্ধার কোরতে চেষ্টা করি নাই, ইহাই আমাদের মহাপাপ—মহাকলঙ্কের বিষয়। জগদীশ্বর প্রসন্ন হয়েই আমাদের সে কলঙ্ক দূর করবার সুযোগ দিয়েছেন। যবনরাজ আজীম খাঁ, এখন পেশোয়ার, কাবুল, কান্দাহার জয় কোরে কাশ্মীর-সিংহাসন রক্ষায় মনোযোগী নন। তাঁর সেনাপতি জব্বর খাঁ প্রথম যুদ্ধেই রণজিতের নিকট পরাস্ত হয়ে, সিন্ধুপারে পলায়িত। এই সূত্রে রণজিতের শ্রীনগর অধিকারের পূর্ব্বে আমরা প্রত্যেক হিন্দু যদি অসি ধারণ কোরে সংগ্রাম-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই, তাহলে রণজিতের সাধ্য কি যে কাশ্মীর জয় করে? যদিও সে কাশ্মীর-বক্ষে উপস্থিত হয়ে কয়েকটি প্রদেশ হস্তগত কোরেছে, কিন্তু সে প্রদেশ গুলিও পুনরধিকারের অসম্ভাবনা কি? যদিও আমরা অনেক দিন হতে পরাধীনতা ভোগ করেছি, আমাদের তেমন শিক্ষিত সৈন্য নাই, কিন্তু যখন জব্বর খাঁর পরিত্যক্ত সেনাগণ যোগ দিয়াছে, প্রত্যেক হিন্দু, তরবারি ধরিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে, আর আপনার ন্যায় বীর সরদার সেনাপতি হয়েছেন, তখন আমার মতে কাশ্মীর কমলকে কোনমতেই শিখ-করির পাপ-পদে দলন হতে দেওয়া উচিত নয়। আমিও প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, জন্মভূমির জন্য প্রাণ দেব।

প্রথম সেনানী।—আমার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্যই প্রাণপণ কোরেছে।

দ্বিতীয় সেনানী।—যদি যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ হয়, তাহলে আর ক্ষণমাত্র কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। রণজিতের শ্রীনগর অবরোধ করবার পূর্ব্বেই তাকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুনসিংহ।—আপনারা যা বলছেন, সে সমস্তই সত্য। কিন্তু আমার মতে যুদ্ধ করা অনাবশ্যক। শিখরাজ রণজিৎসিংহ অমিত-তেজা, মহাবীর, তাঁর সৈন্যদল ভারতের মধ্যে অতুল। ইংরাজেরাও তাঁর শিক্ষিত সৈন্যদের ভয়ে কম্পিত, তাঁর সঙ্গে সংগ্রাম করা

কেবল নর নাশ মাত্র। বিশেষ যবন-সেনাপতি জব্বর খাঁ যখন শিক্ষিত সৈন্য সহায়েও তাঁর নিকট পরাস্ত হয়েছে, তখন রণ-জয়োন্মত্ত রণজিতের সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ করা কখনই উচিত নয়।

মলহর।—সেনাপতি জব্বর খাঁর সৈন্য সংখ্যা অতি অল্প ছিল। এখন প্রত্যেক কাশ্মীরবাসী জন্মভূমির উদ্ধার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কাশ্মীর সমভূমি হয় সেও স্বীকার, তথাপি আর পরাধীনতাশৃঙ্খল পদে ধারণ কোরব না, এখন প্রত্যেক কাশ্মীরবাসীর এই ধূয়া।

অর্জ্জুন।—তাহলেও মঙ্গল নাই। যদিও আপনারা অনেক সৈন্য সংগ্রহ করেছেন, যদিও যুদ্ধের সমস্ত অস্ত্রাদিও এক প্রকার প্রাপ্ত হয়েছেন, যদিও ধনকুবের মলহর সিংহ যুদ্ধের সমস্ত ব্যয়-ভার বহন কোরতে প্রস্তুত, তথাপি আপনাদের স্মরণ করা উচিত যে, রণজিৎ মহাবীর। আমার মতে শিখরাজের করে কাশ্মীর সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য।

মলহর।—ধিক, শত ধিক, কাশ্মীর-কলঙ্ক তুই
ধরিয়ে মানব দেহ—পূজ্য আর্য্য-রক্ত—
কাটাইলি এ জীবন যবন-সেবনে!
স্বাধীনতা মহাধন—অমূল্য—অতুল—
জানিস না সে সুধার কেমন সুস্বাদ,
তাই তোর মুখে শুনি এমন বচন।
ভীরু, কাপুরুষ তুই, কুলের অঙ্গার,
শুধিতে না চাস তাই জন্মভূমি-ধার।
যে ভূমিতে ধরেছিস মানব জনম,
যে ভূমিতে হতেছিস লালন পালন,

যে ভূমি হলেও বন, আদরের ধন,
সেই ভূমি স্বর্গাপেক্ষা হৃদয়তোষণ-
অজ্ঞান, অধম তুই, পশুর সমান,
কেমনে বুঝিবি বল সে ভূমির মান?
সর্ব্বাধম জাতি, যথা বাঙ্গালী জগতে—
দাসত্ব জীবনব্রত ভাবে যারা মনে,
দাসত্ববিহীন নরে পশু বলে যারা,
তুই যে তাদেরি মত জনমভূমিরে
দিতে চাস ডেকে এনে হায়! পর করে?
ধিকরে সহস্র ধিক, পাপাত্মা, পামর,
কোন্ আশে আছিস রে জীবন ধরিয়ে?
দেখনা নয়ন মেলি জগতের প্রতি—
স্বাধীন—স্বাধীন ভবে আছে যত জাতি।
সভ্য হক, বন্য হক, হক সে পাহাড়ী,
সকল জাতিই ধনী স্বাধীনতা ধনে,
জাতীয় গৌরবে দীপ্ত সবাকার মন,
একতা অমিয় ফলে অমর সকলে,
মাতৃভূমি মুখোজ্জ্বল করিছে প্রমোদে।
আমরা কাশ্মীরসুত আর্য্যবংশধর,
কেনবা বহিব শিরে বিজাতি-পাদুকা?
থাকিতে জীবন দেহে, আর দুই বাহু,
বিজাতি-দাসত্বভার বহিব কি হেতু?
শুনিসনি কভু কাণে—কত শত বীর—

কত লক্ষ লক্ষ নর, অসি ধরি করে,
দিয়াছে জীবন বলি জন্মভূমি তরে ?
জনম হলেই হবে অবশ্য মরণ,
বেদেতে বিদিত আছে আত্মা অবিনাশী,—
জন্মভূমি পাশে চিরকৃতজ্ঞ যে জন,
নর নামে গণ্য হতে আশা যার মনে—
সে কি কভু ডরে ভীরু! কাপুরুষ মত,
এ ছার জীবন দানে—নিশার স্বপন ?
উদ্ধারিতে জন্মভূমি শত্রুকর হতে,
শতজন্মে শতবার দেয় প্রাণ বলি।
জগতে সুযশঃ ঘোষে সবার রসনা,
কীর্ত্তি-ভাতি ছুটে তার অতুল গগনে,
কনক আসনে সেই বৈজয়ন্ত-ধামে
বসে সেই বীরবর কৃতজ্ঞ সন্তান।
পশুর অধম তুই প্রাণভয়ে ভীত,
সংগ্রামের নামে তাই বিচলিত চিত।
ধিক রে সহস্র ধিক, কহিব কি আর ?
যাও, যাও, বহ গিয়ে অধীনতা-ভার।
যতক্ষণ এই দেহে আর্য্য-রক্ত রবে,
যতক্ষণ রবে করে অসি খরসান,
দিবনা সে শিখরাজে রাজসিংহাসন।
প্রত্যেক কাশ্মীরবাসী, সংগ্রাম-প্রাঙ্গণে
দিব বলি ছার প্রাণ প্রমোদিত মনে,

দাসত্বশৃঙ্খল তবু পরিব না পদে।
কি না হয় একতায় জাতীয় মিলনে?
কিনা হয় স্বজাতির ঘোর উদ্দীপনে?
উঠ ভাই! পর সবে একতার হার,
ধর অসি, শত্রু নাশি বাঁচাও মাতায়।
অনন্ত স্বরগবাস আশা যদি থাকে,
বিজাতি-কবল হতে রক্ষা কর মাকে।

দুর্জ্জয়।—যে কাপুরুষ প্রাণের ভয়ে জন্মভূমিকে পর করে অর্পণ কোরতে প্রস্তুত, তার মুখ দর্শনে মহাপাপ। একজাতি চিরদিন অন্য জাতির দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে, বিধির কখনই এরূপ বিধি নয়। এই সোনার ভারতবর্ষ—এই ভারতবর্ষে কত জাতি জয়পতাকা হস্তে দেখা দিল, কত জাতি সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল, সিংহাসন পাতিল, ভারতের সর্ব্বনাশ করিল, কিন্তু কয় দিন? চিরদিন সমান না যায়, একথা অকাট্য। আমরা এতদিন পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলাম বলে কি একবারও জননী জন্মভূমির দুর্গতি দূরের চেষ্টা কোরব না? এখন এক হস্তে জাতীয় পতাকা, অন্য হস্তে অসি লয়ে সমরসাগরে ঝম্প প্রদান করাই কাশ্মীরবাসী মাত্রের কর্ত্তব্য। নচেৎ এ ভারময় দেহ ধারণে কোন ফল নাই। আমরা কাশ্মীর রক্ষার জন্যই কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণ কোরেছি, যদি সেই কাশ্মীর কমলিনীকে বিজাতীয় কীটে দংশন কোরতে থাকে, আর আমরা সেই কীটের সহায়তা করি, তাহলে কি আমাদের পরকালের মুক্তি আছে? কখনই না। জন্মভূমির দুঃখে যার হৃদয় কাতর নয়, জন্মভূমির দুর্গতি দূর করবার জন্য যে প্রাণ বলি দিতে ভীত, সে কখনই মনুষ্য নয়, সে পশু—না, পশুরাও নিজ বাসস্থান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করে,

অতএব সে পশু অপেক্ষাও অধম। আমার মতে এই দণ্ডেই সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতরণ করা কর্ত্তব্য।

(একজন প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী।—রণধীর সিংহ নামে এক ব্যক্তি সাক্ষাৎ জন্য অপেক্ষা কোচ্চেন।

মলহর।—আসতে বল।

[প্রহরীর প্রস্থান।

দুর্জ্জয়।—রণধীর সিংহ কে ?

মলহর।—সুবিখ্যাত বীরবর রণধীর সিংহকে আপনি জানেন না? ভীষ্মাচার্য্য তাঁকে আমাদের সেনাপতি পদে বরণ করবার জন্য আহ্বান কোরেছেন।

(রণধীর সিংহের প্রবেশ।)

মলহর।—ভীষ্মাচার্য্যের সহিত বোধ করি আপনার সাক্ষাৎ হয়ে থাকবে।

রণধীর।—সাক্ষাৎ হয়েছে, এবং তিনি আমারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধও কোরেছেন। সমর নিকটাগত, সেইজন্য পূর্ব্বোপদেশমত এই স্থানে উপনীত হলেম।

দুর্জ্জয়।—আমাদের মতে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। অন্যান্য সেনাপতিগণ এই স্থানেই উপস্থিত। আপনি একবার সমগ্র সৈন্য পরিদর্শন কোরে কাশ্মীর রক্ষার উপায় করুন।

(নেপথ্যে কামান-ধ্বনি।)

মলহর।—একি ! হঠাৎ কামান-ধ্বনি হল কেন ?

প্র-সেনানী।—বোধ হয়, সৈন্যগণ উৎসাহিত হয়ে যুদ্ধার্থ সকলকে আহ্বান কোচ্চে।

(পুনরায় কামান-ধ্বনি।)

মলহর।—না, আমি ভাল বোধ কোচ্চি না। তোমরা একজন গিয়ে কাণ্ডটা কি দেখে এস।

[প্রথম সেনানীর প্রস্থান।

রণধীর।—সৈন্যদল কি সকলেই শ্রীনগরে?

মলহর।—বিচিত্রনিবাসেও কতক সৈন্য আছে।

(কামান-ধ্বনি)

মলহর।—তাইত, ঘন ঘন কামান-ধ্বনি হচ্চে কেন?

অর্জ্জুন।—না, তার জন্যে ভয় নাই; বোধহয় সেনাপতি পৃথ্বী-সিংহ সৈন্যদলকে আক্রমণের উপায় শিক্ষা দিচ্চেন। আপনার সকল সৈন্যত আর শিক্ষিত নয়। যারা কোন জন্মে সংগ্রামে দেখা দেয় নাই, তারাও অসি লয়ে উপস্থিত। কামানের শব্দে তারা বাঙ্গালীর ন্যায় পালায় কি না, সেটাওত পরীক্ষা কোরতে হবে।

রণধীর।—এ বড় বিচিত্র কথা। যারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, তারা আবার কামানের শব্দে পালাবে?

(কামান-ধ্বনি।)

(ভীষ্মাচার্য্যের প্রবেশ।)

ভীষ্ম।—একি? এ পাতকী এখানে?

মলহর।—বলেন কি? ইনি কি রণধীর সিংহ নন?

ভীষ্ম।—রণধীর সিংহ বটে, কিন্তু ঘোর অধর্ম্মাচারী—ঘোর বিশ্বাসঘাতক।

মলহর।—আপনি নিজে এঁরে আহ্বান করে, আবার এমন—

ভীষ্ম।—আমি কালসর্পকে রজ্জুভ্রমে আহ্বান করেছি।

রণধীর।—আচার্য্য! নীরব হন। মহাশয়, আপনারা সকলে শুনুন। ইনি আমারে সেনাপতি-পদ আর ভারতবিদিতা সুরসুন্দরীকে আমার করে অর্পণ কোরবেন বলে এখানে আনিয়েছেন। কাল রজনীতে ইনি আমাকে সুরসুন্দরীর আবাসে লয়ে যান। সুরসুন্দরী, আমার নিকট ব্যক্ত করেন যে, এই আচার্য্যরূপী ভণ্ড তাঁরে নানা যাতনা, নানা কষ্ট দিচ্চে। তিনি কালই আমার সহিত সেই কারাগার পরিহার কোরতে প্রস্তুত হন। আমি সেই নিরপরাধিনী অবলা বালাকে উদ্ধার কোরতে উদ্যত হয়েছিলেম বলে, ইনি আমারে বন্দী করেন। নিজ বাহুবলেই উদ্ধার পেয়েছি, এই আমার অপরাধ। যাহক, আমি যখন এই অসি স্পর্শ কোরে প্রতিজ্ঞা করেছি, রণজিতের হস্ত হতে কাশ্মীর উদ্ধার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দেব, তখন সে প্রতিজ্ঞা পালন করা বীরের অবশ্য কর্ত্তব্য বোধেই আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। এখন আপনাদের বিচারে যাহা হয়।

ভীষ্ম।—বিচার! বিচার আবার কি? তোর মত বিশ্বাস-ঘাতকের হস্তে কোন মূর্খ সৈন্যদলের ভারার্পণ কোরবে? এখন এই চূড়ান্ত বিচার হল যে, তুই যেমন ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করে কাল পলায়ন করেছিলি, আজ তার প্রতিফলস্বরূপ বন্দী হলি। তোরে আজীবন কারাগারে থাকতে হবে।

(কামান-ধ্বনি।)

রণধীর।—হাঃ-হাঃ-হাঃ! যার আত্মা ঘোর পাপে কলুষিত, আত্মাভিলাষ পূর্ণ জন্য অবলা রমণীর দুর্গতি সাধনে যে পাতকী নিযুক্ত, সেই ভণ্ড ভীষ্মাচার্য্যের বিচারে রণধীর সিংহ বন্দী হবে!

হাঃ হাঃ-হাঃ! কপটি! রণধীর সিংহ যখন তোমার পাপাশা জানতে পেরেছে, তখন তোমার নিস্তার নাই।

মলহর।—কি! তুমি পূজ্যপাদ ভীষ্মাচার্য্যের নামে কলঙ্ক দাও। সেনাপতিগণ! আমি অনুমতি কোচ্চি, রণধীরকে বন্দী কর।

রণধীর।—আপনি পাতকীর মানরক্ষার জন্য সহস্রবার ওরূপ আজ্ঞা দিতে পারেন, কিন্তু সে আজ্ঞা পালন করে, আপনাদের মধ্যে এমন কে আছে? রণধীর দেহ সৌন্দর্য্যের জন্য এ বাহু ধারণ করে না, কেবল আত্মরক্ষার জন্য এ অসি রক্ষা করে না, পরের উপকারের জন্য—দুষ্ট দমনের জন্য এ বাহু, এ অসি ধারণ করে।

(বেগে একজন সৈনিকের প্রবেশ।)

সৈনিক।—সর্ব্বনাশ উপস্থিত! রণজিৎ সসৈন্যে উপস্থিত হয়ে সংগ্রাম বাঁধিয়ে দিয়েছে। সেনাপতি দেওয়ানচাঁদ ও খড়্গ-সিংহ সংগ্রামে নায়কত্ব কোচ্চে। রণজিৎ কোথায় জানা যায় নাই। পৃথ্বীসিংহ আর রক্ষা কোরতে পারেন না, আপনারা শীঘ্র আসুন।

মলহর।—তাইত! রণজিৎ এত শীঘ্র আক্রমণ কোরবে, তাত কোন মতেই জানা যায় নাই। আমি যা মনে কোরেছিলেম তাই ঘটল। আমরা যে এখানে মন্ত্রণায় নিযুক্ত, পৃথ্বীকে তা জানালে কখনই এ বিপদ উপস্থিত হত না। চলুন, আমরা যাই, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

(নেপথ্যে রণবাদ্য ও কোলাহল।)

মলহর।—ওকি! রণবাদ্য কোথা হতে এল?

ভীষ্ম।—তাইত!

(রণজিৎ সিংহের প্রবেশ, রণধীর এবং অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের অসি নিষ্কাষণ।)

রণজিৎ সিংহ।—সরদার মলহর সিংহ এবং অন্যান্য সরদারগণ! তোমরা দুর্ব্বুদ্ধিবশতই রণজিতের বিরুদ্ধে অসি ধারণ কোরতে উদ্যত। তোমরা কি একবার ভ্রমেও ভাব নাই যে, পঞ্জাববিজয়ী রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করা আত্মনাশের কারণ মাত্র? সেনাপতি জব্বর খাঁর দুর্দ্দশা দেখেও তোমরা কোন্ সাহসে সামান্য সৈন্য লয়ে সাগর-প্রবাহ সদৃশ শিখসৈন্য দলের গতি রোধ কোরতে উদ্যত হয়েছিলে? রণজিতের এই অসির সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, জগতে এমন কে বীর আছে? জান না, এই অসি, সমস্ত পঞ্জাবকে একছত্র কোরেছে? পাপাচারী ভীষ্মাচার্য্য! তোমার চরিত্র কতদূর পাপময়, তুমি কিরূপ ভণ্ড তা আমার জানতে বাকি নাই। তুমি কোন্ সাহসে এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলে? সরদারগণ! আমার শেষ প্রশ্ন এই যে, তোমরা এখন কি চাও? আত্মসমর্পণ কোরতে প্রস্তুত কি না?

মলহর।—তুমি এক জন বীর, বীরের নিকট বীরের কি প্রার্থনীয় তা জান না?

রণজিৎ।—যুদ্ধ কোরতে চাও? অতি উত্তম। তোমাদের এই মন্ত্রণাবাস শিখসৈন্য-বেষ্টিত, তোমাদের প্রধান সৈন্যদল ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন কোরেছে, এখন কি লয়ে যুদ্ধ কোরবে?

অর্জ্জুন।—ওহে মলহর ভায়া! আমি যা বলি তা শোন, মহারাজ রণজিৎ সিংহের অপ্রিয় হোও না। আত্মসমর্পণ কর, নচেৎ কেন এ বয়সে প্রাণটা হারাবে?

মলহর।—কাপুরুষ! নীরব হ। আমি এখন বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি, তুই আমাদের এই সর্ব্বনাশের মূল। তুইই নিজ জন্মভূমির

ভালে কলঙ্ক দিলি। আমাদের এ মন্ত্রণার কথা কেহই জানতো না, তুইই অর্থলোভের বশীভূত হয়ে এ সংবাদ রণজিতকে দিয়েছিস। তুই নরকের কীট, তোর মুখ দর্শনে মহাপাপ।

অর্জ্জুন।—ভায়াহে! মহাপাপ বটে, এখন তোমার কোন্ বাপ রাখে? সুখে থাকতে ভূতে কীলোয়। খাও, দাও, আমোদ, আহ্লাদ কর, একি না, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা নিয়ে কি ধুয়ে খাবে?

দুর্জ্জয়।—পামর! নীরব হ, নইলে এখনি উচিত ফল পাবি।

(অর্জ্জুনের রণজিতের পশ্চাতে গমন।)

রণজিৎ।—মলহর সিংহ! আমি জানি তুমি এক জন সাহসী, আমি জানি তুমি জন্মভূমির উদ্ধার জন্য—স্বাধীনতার অমৃতময় ফল ভোগ জন্য আমার সহিত সংগ্রাম কোরতে উদ্যত হয়েছিলে। আমি জানি তুমি কাশ্মীরের মধ্যে প্রধান ধনী, কাশ্মীরে তোমার ক্ষমতাও অতুল, কিন্তু ধন ও সাহসে কখনই স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যায় না। স্বাধীনতা উপার্জ্জনের অগ্রে রাজনীতি শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে জাতি রাজনীতি বিষয়ে যতই চূড়ান্তরূপে শিক্ষিত, সেই জাতির স্বাধীনতা ততই দৃঢ়। কেবল রাজনীতি নয়, অগ্রে জাতীয় একতা-বন্ধন দৃঢ় করা চাই, ভাই ভাই এক দেহ, এক মন, এক প্রাণ হওয়া চাই, তবে স্বাধীনতার নাম উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। এখন বক্তব্য এই যে, আমি যবন নই, আমার শাসনে তোমাদের কোন ভয় নাই। আমার বিরুদ্ধাচরণ করা তোমাদের মূর্খতা মাত্র। আমি যখন যবনের হস্ত হতে কাশ্মীর উদ্ধার কোরলেম, তখন তোমার এ ষড়যন্ত্র করা নিতান্ত অন্যায় হয়েছে। এখন তোমরা সহমানে আত্মসর্পণ কোরবে কি না, ইহাই আমি জানতে চাই।

মলহর।—কখনই না। এখন তোমার সহিত অসিযুদ্ধ কোরতে চাই।

রণজিৎ।—রণজিৎ, মুষিকের সহিত যুদ্ধ কোরে হস্ত কলঙ্কিত কোরতে চায় না।

মলহর।—যে ব্যক্তি বীর হয়, তার নিকট যে কেউ যুদ্ধ প্রার্থনা কোরলে কখনই প্রত্যাখ্যান করে না।

রণজিৎ।—তোমরা মনে কোরেছ, আমি তোমার সঙ্গে অসিযুদ্ধ আরম্ভ কোরলে তোমরা সকলে আমার প্রাণ নষ্ট কোরবে? সে বাসনা কোরনা।

[রণজিৎ কর্ত্তৃক ভেরী বাদন মাত্র শিখসৈন্যগণের প্রবেশ এবং রণধীর ও অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের বেগে প্রস্থান।

রণজিৎ।—কোথায় পালাবে? চারিদিকে সৈন্য। যাও, সৈন্য-গণ! ওদের ধৃত কোরে কারাগারে রক্ষা করগে।

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

রণজিৎ।—অর্জ্জুন সিংহ! তুমি আমারে এই চক্রান্ত-সংবাদ দিয়ে মহোপকার কোরলে, তোমাকে পুরস্কৃত কোরতে বিস্মৃত হব না। যাও, ওদের সকলকে ধৃত কোরে কারাগারে রাখতে বলগে।

অর্জ্জুন।—এ দাস, আপনারি অনুগত দাস। এ দাসের প্রতি দয়া—কৃপা কোরতে ভুলবেন না। এ দাস, আপনারি দাস।

রণজিৎ।—না ভুলবনা।

[অর্জ্জুন সিংহের প্রস্থান।

রণজিৎ।—বীরবর! এখন আপনাকে মিত্র না শত্রু বলে সম্ভাষণ কোরব?

রণধীর।—আপনার যেরূপ অভিরুচি।

রণজিৎ।—পাপাত্মা ভীষ্মাচার্য্য আপনাকে যে প্রলোভন দেখিয়ে এনেছে, তা আমার জানতে বাকি নাই। আর ভীষ্মাচার্য্য কর্ত্তৃক আপনি যে মনোবেদনা পেয়েছেন, তাও আমি জ্ঞাত হয়েছি।

রণধীর।—আমি প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়েছিলেম বলেই এখানে উপস্থিত হই, এবং সেই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধকারী ভীষ্মাচার্য্যের দোষেই সেই প্রতিজ্ঞা সফল হল না।

রণজিৎ।—তজ্জন্য কি আপনি দুঃখিত আছেন ?

রণধীর।—নিজের দোষে প্রতিজ্ঞা সফল না হলে দুঃখিত হতেম।

রণজিৎ।—এখন আপনার কি অভিপ্রায় ?

রণধীর।—প্লাবন উপস্থিত হলে, তরঙ্গ মালা যেমন দিগদিগন্তরে ধাবিত হয়ে, শেষে সেই সাগরেই গমন করে, আমিও সেইমত যেখান হতে এসেছি, সেই স্থানেই যাব।

রণজিৎ।—আপনি সুরপ্রভার প্রাণদাতা, তজ্জন্য আমি চিরদিন আপনার নিকট বাধ্য। আমি যত দিন না কাশ্মীর রাজ্যের শাসন-বন্দোবস্ত কোরে লাহোরে যাচ্চি, ততদিন আপনি এখানে থাকেন, আমার এই অনুরোধ।

রণধীর।—আমি আনন্দের সহিত এ অনুরোধ রক্ষা কোরতে স্বীকৃত হলেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

শ্রীনগর—প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যান।

(সুরপ্রভার প্রবেশ।)

সুরপ্রভা।—(স্বগত) মনুষ্য জীবনের সার সুখ যৌবনে। আমার ভাগ্যে বিধির সে বিধি বিপরীত। যৌবন দুঃখে এল, দুঃখে যাচ্চে, এইরূপ দুঃখেই শেষ হবে। বর্ষাকালের ঘন ঘটাচ্ছন্ন আকাশে পূর্ণশশী যেমন অলক্ষ্যে উদয় হয়ে, অলক্ষ্যেই অস্তগামী হন, আমার যৌবনও সেইমত একটানা শ্রোতস্বতীর ন্যায় দুঃখভার বহন কোরেই চলেচে। কোন কোন রাজ্যের রাজসিংহাসন যেমন শূন্য, প্রজাপুঞ্জ উন্মত্ত হয়ে, আপনারাই রাজ্য শাসন কোরতে যায়, আমার দেহরাজ্যের যৌবন সিংহাসনও সেইমত শূন্য। আমার পূর্ব্বজন্মকৃত পাপপুঞ্জ ও বিধি-লিপি এ সিংহাসনে উপযুক্ত অধিকারীকে উপবিষ্ট হতে দিচ্চে না। শিখরাজ আমারে যে অবস্থায় নিক্ষেপ কোরেছেন, তাতে হৃদয়াশা পূর্ণ হওয়া দুষ্কর। তিনি আমার আশ্রয়দাতা, তাঁর আজ্ঞা বহন করা কর্ত্তব্য বলেই এখনও এত কষ্ট সহ্য কোচ্চি। বীরবর রণধীর সিংহ আমার জীবনরক্ষক, মনচোর, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞামত আজ এখানে তাঁর আগমন সম্ভাবনা বলেই উপস্থিত হলেম। আমার আশা কি পূর্ণ হবে ? না, বোধহয় না। রণধীর মহাবীর, মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আমি সামান্য রমণী, আমার এ আশা করা অন্যায়। অন্যায় বা বলি কি করে ?

এ জগতে কে না উচ্চ আশা করে থাকে? কি করি? হৃদয় খুলে কি বলব, রণধীর! আমি তোমার চরণপ্রার্থিনী? না---তা পারবনা। কেবল আমিই যে এ কথা বলতে প্রস্তুত হচ্চি তা নয়, আমার ন্যায় যে রমণী এইরূপ অবস্থায় পড়েছে, সেইই মনে মনে এইরূপ. আলোচনা করে, হৃদয়-রাজকে হৃদয়ে গেঁথে অন্তরের ছবি দেখতে চায়।

(রণধীর সিংহের প্রবেশ।)

সুরপ্রভা।—আসুন, আপনি যে প্রতিজ্ঞা পালন কোরলেন, এতে পরম তুষ্ট হলেম।

রণধীর।—আপনার ন্যায় উদারহৃদয়া রমণীর নিকট প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয়ে, যে ব্যক্তি সে প্রতিজ্ঞা পালন না করে, তাকে মনুষ্য বলা যেতে পারে না।

সুরপ্রভা।—আপনার ন্যায় পৃথিবীর সকল পুরুষের হৃদয় যদি সরল হত, তাহলে অবলা রমণী জাতির অনন্তকাল এ অনন্ত দুর্গতি হত না। পক্ষীকুল যেমন রজনীতে বৃক্ষের সহিত সমদুঃখসুখতা প্রকাশ করে, দিবসে সে বৃক্ষের কোন সন্ধানই লয় না, পুরুষেরাও সেইমত অবলা রমণীর যৌবন সময়ে নিজ স্বার্থসাধন জন্য দুঃখভোগ কোরতেও কতক বাধ্য হয়, কিন্তু রমণীর সার ধন যৌবন গত হলে পুরুষ কখনই দুঃখের দুঃখী হতে চায় না।

রণধীর।—আপনি অসুখিনী শুনলে তাপিত হব।

সুরপ্রভা।—আপনি বিজ্ঞ, সহজেই জানতে পারেন, আমার হৃদয়সাগরে দুঃখ পর্ব্বত লুকাইত আছে কি না? এবং সেই পর্ব্বতাক্রান্ত হয়ে, সুখতরী মগ্ন হচ্চে কি না তাও বুঝতে পারেন।

রণধীর।—রণধীর হতে যদি আপনার দুঃখ পাদপের মূল উৎপা-

চিত হয়, বলুন, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

সুরপ্রভা।—আপনার পবিত্র বদন হতে ওরূপ বাক্য শোনবার জন্যেই আমার এখানে আসা। যে দিন হতে আপনি ভীষ্মাচার্য্যের প্রেরিত পাষণ্ড চরদের হস্ত হতে আমারে উদ্ধার কোরেছেন, সেই দিন হতেই ভাবি যে আপনি আমার।

রণধীর।—অবশ্য, আমি আপনার, চিরজীবন আপনার থাকব, আমি আপনার সহোদর ভ্রাতা।

সুরপ্রভা।—অ্যাঁ!—স—হো—দ—র—ভ্রা—তা!!

[সলজ্জভাবে সুরপ্রভার প্রস্থান।

রণধীর।—(স্বগত) বিষম বিভ্রাট! আমার একটি মন, কজনকে দেব? শরতের পূর্ণ শশধরকে খণ্ড খণ্ড কোরে গগন-প্রাঙ্গণে ছড়ায়ে দিলে যেমন তার সে অনুপ শোভা থাকে না, পূর্ণরূপেই পরম প্রভা প্রকাশ পায়, সেইমত আমার একটি মনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত কোরে দিলে কোন সুখই হবে না। আমি কোন বিপদকেই বিপদ জ্ঞান করি না, কিন্তু কাশ্মীরে এসে এই যে এক অপূর্ব্ব বিপদে পতিত হয়েছি, এরূপ বিপদে কোন মনুষ্য পতিত হয়েছে কি না বলতে পারি না। আমি রমণী-চক্রে পতিত। আহা! সেই অনুপকুমারী, সরলা—কৃষক-বালা—অনুপকুমারীর স্বর্গীয়রূপ এখনও হৃদয় আলোকিত কোচ্চে। কিন্তু সে কৃষক-বালা। প্রেমের প্রতাপের নিকট জাতি বন্ধন থাকে না বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে মিলন অসম্ভব। অথচ তারে ভুলতে পারি না, পারবও না। মনুষ্যের স্বভাব যেমন ইহ জন্মে যায় না, আমিও সেইমত তারে এ জীবনে বিস্মৃতি-সলিলে নিক্ষেপ কোরতে পারব না। দ্বিতীয়—ভারতবিদিতা কনক-কমলিনী সুরসুন্দরী। যার আশায় এ কাশ্মীরে

আসা, সে সুরসুন্দরীর অনুপ সৌন্দর্য্য দেখে কোন পাষাণহৃদয় তারে ভুলতে পারে? সুরসুন্দরী লাভ দুর্ঘট। শুনলেম, ঘোর নারকী ভীষ্মাচার্য্য না কি সেই কনক-নলিনীকে জ্বলন্ত অনল-মুখে নিক্ষেপ কোরেছে! পূজার পূর্ব্বেই স্বর্ণ-প্রতিমাকে জলে বিসর্জ্জন দিয়েছে! সুরসুন্দরী নাই! হা! এ কথা বিশ্বাস হয় না। একবার যেমন সুরসুন্দরীকে উদ্ধার জন্য বিপদে পড়েছিলেম, সেই মত সহস্রবার বিপদে পড়েও যদি তারে উদ্ধার কোরতে পারি সে চেষ্টা কোরব। তার পর—প্রেতপ্রভা। প্রেতপ্রভা নামটী অশ্রুতপূর্ব্ব, সেই নামের যদি কোন গুপ্ত রহস্য থাকে, তাও অপূর্ব্ব। রূপরাশি অপূর্ব্ব, গুণরাজি ও অপূর্ব্ব। আমি কবি নই, কাজেই সে অনুপ রূপরাশির বর্ণন আমার ক্ষমতাতীত। কিন্তু সেরূপ আমার শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হয়ে আমাকে উন্মত্ত কোরেছে। বলতে পার, যে যাকে ভালবাসে, সে কুরূপা হলেও ভালবাসার চক্ষে সুরূপা দেখে, কিন্তু প্রেমকল্পতরু আমার হৃদয়ে প্রোথিত হবার পূর্ব্বেই আমি জেনেছি সে রূপরাশি অপূর্ব্ব। তাকেও ভুলতে পারি কৈ? আর এই সুরপ্রভা?—সুরপ্রভা, পুণ্য তপোবনের সরলা হরিণী—বাসন্তী মালতী—স্থির সৌদামিনী। প্রেতপ্রভা আর সুরপ্রভায় কিছুমাত্র বিভেদ নাই! এক অঙ্গ, এক গঠন, এক রূপ, এক বদন, সকলই এক, দুইয়ে এক একে দুই। প্রভেদ কেবল কেশ। নিবীড় কৃষ্ণ জলদরাজির ন্যায় কেশরাশির মধ্যস্থ সুরপ্রভার বদন শারদ সুধাকরের ন্যায় শোভা পায়, নিতম্বচুম্বিত আলুলায়িত কৃষ্ণ কেশদাম অপূর্ব্ব প্রভা প্রকাশ করে, আর রক্তিম কিরণ মালার ন্যায় কেশগুচ্ছ-মধ্যস্থ প্রভাতী তপনের মত প্রেতপ্রভার মুখ-মণ্ডল শোভনীয়—ঈষৎ লোহিত কেশজালে বিচিত্র বিভা বিকাশ করে। আবার বলি—প্রভেদের মধ্যে কেবল কেশ! উভয়ের

কেশ বিভিন্ন বর্ণযুক্ত না হলে কার সাধ্য বলে যে বিধি দুজনকে কখনই অবিকল নির্ম্মাণ করেন না? কার সাধ্য বলে যে সুরপ্রভা ও প্রেতপ্রভা এক নয়? সুরপ্রভার বাসনা আমার জীবনসহচরী হন, কিন্তু আজও আমি পাষাণহৃদয়ের ন্যায় তাঁর কোমল মনে বেদনা দিলেম। তাই বলি এ বিষম বিভ্রাট! বিকচ মুকুলে মধুপানাশয়ে মক্ষিকা উপস্থিত হলে পবন যেমন তারে বিতাড়িত করে, আজ আমি সুধামুখী সুরপ্রভাকে সেইমত নিদয় হয়ে নিরাশ কোরলেম। আর সেই বিশ্বমোহিনী প্রেতপ্রভা?—কৈ এখনও যে সে অনুপচন্দ্রিকা এই কাননগগনে উদয় হচ্চেন না? নয়ন! এ কি! আজ তুমি অসময়ে কেনইবা নিদ্রাভারে অবনত হচ্চ? একে এই বাসন্তী পবন, ফুল্লফুলের পরিমল বহন কোরে অমিয় বর্ষণ কোচ্চে, প্রকৃতি সতী অনুপ মূর্ত্তি ধরে সুধা-সাগরে ধরণীকে অভিষিক্ত কোচ্চেন, সচ্ছ সলীলে সিত সরোজিনী সহাস আনন বিকাশ কোরে যেমন পরম প্রভা প্রকাশ করে, নীল নৈশাকাসে সিত শশধর সেইমত বিমল বিভা বিকাশ কোরে তাপিতের হৃদয়ও শান্ত কোচ্চেন। বোধ হয় এই অমৃতরাশি পান কোরেই আজ আমার নয়ন মাতোয়ারা হয়ে নিদ্রাভিভূত হচ্চে। (নিদ্রা)

(সুরপ্রভার পুনঃ প্রবেশ।)

সুরপ্রভা।—(স্বগত) যাই যাই কোরে যেতে পারি না, প্রেম আর ভালবাসা যেন আমার পায়ে শৃঙ্খল বেঁধেছে। রণধীর নিদ্রিত। আহা! নিদ্রার অঙ্কে শয়ন কোরে এই অতুল রূপ কি অতুল জ্যোতিঃই বিকাশ কোচ্চে! রূপরাশি যেন অমৃতমাখা, কিন্তু হৃদয়? রণধীরের হৃদয় পাষাণময় কি না তা জানতে বাকি কি? ভালবাসার এত জ্বালা, প্রেমকাননে এত কণ্টক, তা ভ্রমেও জানতেম না।

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

(মরি) হল একি দায় ! প্রেমে যে নাচায়,
প্রাণ যারে চায়, ফিরে সে না চায় !
অবলায় কেন সে কাঁদায় ?
যারে ভালবেসে ভাবিয়ে আপন,
সঁপিলাম প্রাণ মন এ যৌবন,
পাষাণ সমান কেন সেই জন, অকুলে ভাষায় ?
কে বলে পুরুষ পরশরতন, পরশে হরে সে হৃদয়-বেদন ?
নিদয়হৃদয়, করে জ্বালাতন, অবলা কুলবালায় ;—
প্রেমসিন্ধু মথি উঠিল গরল,
পোড়া প্রাণ আর ধরিয়ে কি ফল ?
মুদিত হইল সে সুখ কমল, দহিল আশায় !

[সুরপ্রভার প্রস্থান।

রণধীর।—(স্বগত) আমি কি স্বপ্নে সংগীত শুনছিলেম ? আহা ! কি চমৎকার সংগীত ! শূন্যপথে পাপিয়া যেন মধু বর্ষণ কোরলে ! উদাসহৃদয়া বিরহিনীর তাপিত প্রাণের উচ্ছ্বাস ! উঃ ! আমি কি নিষ্ঠুর ! না জানি সুরপ্রভার হৃদয় আজ এই মত কতই বেদনা বিষে কাতর হচ্চে। কিন্তু কি কোরব, একটী মন কজনকে দেব ? রজনী বোধ হয় এক প্রহর গত হয়েছে, এই নন্দনকাননে এখনও সেই পারিজাত স্বরূপ প্রেতপ্রভা প্রস্ফুটীত হল না কেন ? না, এই যে, মেঘান্তরিত সুধাকর যেমন মোহন বরণে উদয় হয়ে

জগৎ উজ্জ্বলিত করেন, প্রেতপ্রভাও সেইমত অমৃতময়ী মুর্ত্তিতে আসচেন।

(প্রেতপ্রভার প্রবেশ।)

রণধীর।—মনে করেছিলেম, আপনি প্রতিজ্ঞা ভুলে গেছেন।

প্রেতপ্রভা।—আপনি যে এতক্ষণ অপেক্ষা কোরেছিলেন, তজ্জন্য বাধ্য হলেম। আপনি বেশ জানেন, সাগর আপনার সময় বুঝেই বর্ষাকালে নানা নদ নদী তরঙ্গে পূর্ণ কোরে নাচায়, আবার নিজ কার্য্য সাধন হলেই, গ্রীষ্মে সেই সমস্ত জলরাশি নিজ উদরে আনয়ন করে। এ পৃথিবীতে পুরুষ জাতিও সেই মত নিজ কার্য্য সাধন জন্য রমণীদিগকে অনন্তসুখের অনন্ত আশায় নাচায়, শেষ নিজ কার্য্য সাধন হলেই সেইমত সমস্ত আশার মূল ছেদন করে। রমণী সেরূপ জানে না, রমণী যাহাকে আশা দেয়, চির-জীবনে তাহা ভুলে না। পৃথিবীর তপনই গতি, কিন্তু তপনের কিরণ রাখবার সহস্র স্থান আছে।

রণধীর।—রণধীর যদি এ জীবন আপনার চরণে বিক্রয় কোরতে প্রস্তুত হয়, তাহলে কি আপনি বিশ্বাস করেন যে, রণধীর সেই সাগরস্বভাব ধারণ কোরবে ?

প্রেতপ্রভা।—আপনি বীর, আপনার হৃদয় সরল, আপনার গুণ অনন্ত এই মাত্র জানি, এ গুলি যদি প্রতিভূস্বরূপ হয়, তাহলে বলতে পারি, আপনি সাধারণ পুরুষ নন।

রণধীর।—আপনি জানেন, এই অসিই বীরের পূজনীয়, জীবনস্বরূপ, আমি এই অসি স্পর্শ কোরে বলছি, আজ অবধি আপনার নিকট এ জীবন বিক্রয় করলেম। এখন বলুন আপনি কি আমার ?

প্রেতপ্রভা।—বীরবর! আমি তা সহস্রবার বলতে পারি, কিন্তু একটি কথা আছে।

রণধীর।—কি কথা বলুন?

প্রেতপ্রভা।—আপনি জানেন, আমার নাম প্রেতপ্রভা। যেদিন আপনার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেদিন শিখরাজ এ নামের গুঢ় রহস্য প্রকাশ করেন নাই। আমি কাশ্মীরের পরলোকপ্রাপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর বলেন্দ্র সিংহের কন্যা। আট বৎসর গত হল, শিখ-রাজ যখন এই কাশ্মীর জয় জন্য আসেন, তখন আমার পিতা তাঁর যথেষ্ট সাহায্য করেন। শিখরাজ সেই সময়ে আমারে দেখে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করেন। পিতা তৎকালীন যুদ্ধে গমন-কালে হঠাৎ অশ্ব হতে পতিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। সেই রজনীতেই পিতার প্রেতাত্মা আমারে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন যে, আজ অবধি তোমার নাম প্রেতপ্রভা হল। কিন্তু আমার অনুমতি ব্যতীত তুমি কোন পুরুষকেই স্বামীপদে বরণ কোরতে পারবে না। ভীষ্মাচার্য্য আমার পিতার গুরু, তাঁরে এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত জ্ঞাত কোরলে, তিনি সাহস দিয়ে নিজাশ্রমে লয়ে যান। কিন্তু তাঁর অত্যা-চারে নিতান্ত পীড়িত হয়েই ভাগ্যক্রমে এক্ষণে শিখরাজের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছি।

রণধীর।—সুরপ্রভা এতদিন কোথায় ছিলেন?

প্রেতপ্রভা।—মাতুলালয়ে। এখন নিবেদন, আপনি যদি আমার পিতার প্রেতাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে নিজ বাহুবলের পরিচয় দিয়ে অনুমতি গ্রহণ কোরতে পারেন, তাহলেই আশা পূর্ণ হয়।

রণধীর।—(স্বগত) প্রেত! প্রেত কি এ জগতে আছে? আমা-রও বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সকল জাতিই প্রেতের আবির্ভাব স্বীকার করে। প্রেতের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বিচিত্র কথা।

প্রেতপ্রভা।—আপনি যদি পিতার প্রেতাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরতে ভীত হন, প্রতিজ্ঞা ফিরিয়ে দিন।

রণধীর।—সুন্দরি! আপনার জন্য আমি সহস্র প্রেতপূর্ণ স্থানে একা গমন কোরতে প্রস্তুত আছি। কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ হবে?

প্রেতপ্রভা।—পিতা, কাল স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন যে, নগরের তিন ক্রোশ দূরে বনমধ্যে সরোবরের নিকট এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে তিনি আজই আগমন কোরবেন। আপনি রজনী দ্বিপ্রহরের সময় তথায় উপস্থিত হলেই সাক্ষাৎ পেতে প্যরবেন।

রণধীর।—(স্বগত) রজনী দ্বিপ্রহর, গহন বনমধ্যস্থ বৃক্ষতল, প্রেতাত্মার সহিত সাক্ষাৎ, রণধীর এতে ভীত নয়। (প্রকাশ্যে) রজনী অধিক হয়েছে, আমি তবে এখনই যাই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি সদয় হন।

[রণধীর সিংহের প্রস্থান।

প্রেতপ্রভা।—(স্বগত) প্রিয়তম রণধীর যে আমারে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন, তার আর সন্দেহ নাই। মন পরীক্ষার বাকিই বা কি? শিখরাজ অভয় দিয়েছেন, এখন ঈশ্বর যা করেন। দুঃখ সমুদ্রের মধ্যে এইবার অদূরে কূল দেখা দিচ্চে, দুর্ভাগ্য প্রভঞ্জন যদি এসময়ে কিঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি ধরে তরঙ্গের গতি হ্রাস করে, তবেই কূল পাব, নতুবা এ জীবন এবার প্রকৃত পক্ষেই অকূল জলধি-জলে বিসর্জ্জন দেব।

[প্রেতপ্রভার প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

কাশ্মীর—বীরাঙ্গ নগর—বিচিত্রনিবাস—মৃত্তিকাগর্ভস্থ
তমসাবৃত পাষাণময় গৃহের মধ্যস্থলে

পাষাণ-প্রতিমা।

(অনুপকুমারী ধরাসনে পতিতা।)

অনুপকুমারী।—(স্বগত) এ কি ! আমি এখন কোথায় ? ঘোর অন্ধকার ! এ কি পাতাল ?—না নরক ? কিছুই যে দেখতে পাচ্চি না। এ কি প্রেতভূমি ? না। জন মানবের শব্দ নাই, পশুপক্ষীর রব নাই, পবনেরও স্বাভাবিক গতি নাই ! কেবল অন্ধকার ! যে দিকে চাই কেবল অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার ! তপন-ভয়ে কি জগতের সমগ্র অন্ধকার এখানে লুক্কাইত ? না, এ নরকই বটে। পাপাত্মা সুন্দর সিংহ কি আমাকে জীবন্তে নরককুণ্ডে নিক্ষেপ কোরলে ? আমাকে কি এই ঘোর তমসাবৃত নরকে জীবন বলি দিতে হল ? হা ! আর আমার উদ্ধারের উপায় নাই ! সে বার ভাগ্যবলেই বীরবর রণধীরসিংহ, সেই গহন বনে পাষণ্ডের অনুচরদের হস্ত হতে আমারে উদ্ধার করেন, এখন তিনি কোথায় ? হা ! আমি বন্দিনী !! জীবন যাক, এই ঘোর অন্ধকার নরকে জীবন যাক। কিন্তু পিতা ?—আমার বৃদ্ধ পিতা ? পিতার দশা কি হবে ?

বিধি! তুমিত কেবল আমার জীবনান্ত কোচ্চ না, আমার ন্যায় আমার বৃদ্ধ পিতার জীবনও হরণ কোচ্চ! হা! এ কি বিচার? বিধি! পুত্রমুখ দর্শনই যেমন অশ্বতরীর মৃত্যুর কারণ, সেইমত পদে পদে বিপদ ভোগের জন্যই কি এজগতে নারীদের সুন্দরী করেছ? বিধি! আমি কৃষকবালা, জগতে দুঃখিনী বলে বিদিত, আমারে কেন তুমি এ পোড়া রূপ দিলে? তুমি আমায় যেমন অনাথের গৃহে সৃষ্টি করেছ, আমারে অনাথিনী করেছ, সেইমত কেন আমায় কুরূপা কোরলে না? এখন যে আমার প্রাণ যায়। উঃ! কি অন্ধকার! না, এ নরক নয়। নরককুণ্ড পাপির বিকট আর্ত্তনাদে, শমনের ভীম তাড়নায়, যমদূতগণের ভয়াল কোলাহলে পূর্ণ; এ যে দেখছি, স্থির, গম্ভীর, অন্ধকার-কুণ্ড। তবে কি এ যমদ্বার? (উত্থান) অদূরে ও কি দেখা যাচ্চে? দীপ না? (ধীরে ধীরে স্তিমিত দীপ গ্রহণ।)- এ কি? কিসের ছায়া এ? না ছায়া নয়। এ কে? নরকদ্বারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? না ভূতযোনী? না, এ যে স্থিরভাবেই আছে। (নিকটে গমন) এ যে নিশ্চল, নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক মূর্ত্তি। একে ঘোর অন্ধকার, তাতে এমূর্ত্তিও যে দেখছি মসীময়। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না। এ যে প্রতিমা—প্রতিমাইত বটে, ভীমা পাষাণ-প্রতিমা। করালবদনা কালীর প্রতিমা! এ তমোময় গৃহে এ কালরূপিনীর প্রতিমা কেন? এ প্রতিমার স্থাপয়িতাই বা কে? এ গৃহও যে দেখছি পাষাণময়! কোথাও দ্বার নাই! আমি এলেমই বা কিরূপে? (প্রণামপূর্ব্বক) দেবি! সতীপ্রধানা! মা! আমার মা নাই, আমি অনাথিনী—দুঃখিনী—মা! এ জগতে তোমার ঐ রাঙ্গা চরণই আমার সার। মা! আমার প্রতি সদয়া হও। বিপত্তারিণি! অম্বালিকে! আমার প্রাণ যায় তাতে ক্ষতি নাই, দুঃখ নাই, কিন্তু এ জগতে তোমার কাছে যেন আমার জীবনের সার ধন সতীত্ব না যায়। মা!

আমার কেউ নাই, পিতা বৃদ্ধ, দীন। মা! এখন তুমিই আমার ভরসা—আশা। মা! তুমি সতীকুলেশ্বরী, আবার বলি, তোমার কাছে যেন আমার সতীত্ব না যায়।

(পাষাণময় ক্ষুদ্র গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক সুন্দর সিংহের প্রবেশ।)

অনুপ।—(স্বগত) এ কে? সুন্দর সিংহ না কি? কেমন কোরে এল? এ দ্বার কিরূপে হল? পাপিষ্ট কি মোহিনী মায়া জানে? আমায় কি মায়াচক্রে নিক্ষেপ কোরলে?

সুন্দরসিংহ।—সুন্দরি! এখনও বলছি আমার কথা রাখ। এমন নবীন যৌবন আর অনুপ রূপ থাকতে কেন কৃষকবাসে কাল কাটাবে? আমার এ প্রাসাদ—আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য সকলই তোমার হবে। রাজরাণীর ন্যায় থাকবে, আমি তোমার পদসেবা কোরে এ জীবন চরিতার্থ কোরব, আমার বাসনা পূর্ণ কর।

অনুপ।—আমি এখনও বলছি, তুমি ও পাপ কথা আর আমায় শুনিও না। তুমি মনে কোর না যে, তোমার প্রলোভনে পড়ে আমি নারীর সর্ব্বস্বধন সতীত্ব রত্ন বিসর্জ্জন দেব। তুমি ঘোর ভণ্ড, পাষণ্ড, পাপ তোমার সহচর, কুপ্রবৃত্তি তোমার মন্ত্রী, তুমি ঘোর পাপিষ্ঠ, তুমি অনেক সাধ্যা সতীর সর্ব্বনাশ কোরেছ, তোমার মুখ দর্শনে পাতক হয়। এখনও বলছি, তুমি এখান থেকে যাও।

সুন্দর।—হাঃ হাঃ হাঃ। সুন্দরি! আমি যে কথাটা বল্লেম, তা একবার তলিয়ে বুঝলেও না। আর তোমার যদি সে বুদ্ধি থাকবে, তা হলে আর এত গোলযোগ কর। আমি অনেক দিন হতেই তোমার প্রেমভিখারী, আমার বাসনা বিফল কোরনা।

অনুপ।—রমণীর হৃদয় কোমল বটে, প্রলোভনে সহজে

মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু তুমি জেনো আমার হৃদয় সেরূপ কোমল নয়। গন্ধহীন পুষ্প যেমন দেব-সেবার অযোগ্য, সতীত্বহীনা নারী সেইমত মানব-সমাজের অযোগ্য। তুমি কেন আর আমায় জ্বালাতন কর? চলে যাও, আর বিরক্ত কোরনা। তুমি মহাপাতকী ও পাপমুখ আর দেখিও না।

সুন্দর। কি! আমি মহাপাতকী! জানিস, এখন তুই কোথায়?

অনুপ।—না, জানিনা, এখন আমি কোথায়। কেবল দেখছি এই পাষাণময় গৃহ, এই পাষাণ-প্রতিমা আর তোমার পাষাণহৃদয়ে পাপের লীলা।

সুন্দর।—আমি এখনও বলছি, যদি আমার বাক্য রক্ষা না করিস তাহলে এই পাষাণ-প্রতিমার নিকট তোরে বলি দেব।

অনুপ।—ওঃ! সুন্দরসিংহ! তাতে আমি ভীতা নই। সতী রমণী সতীত্ব রক্ষার জন্য একবার নয়, সহস্রবার এই সতী-প্রধানা পাষাণ-প্রতিমার নিকট জীবন বলি দিতে পারে। এ আমার সুখের সংবাদ। দাও, পাষাণ-প্রতিমার নিকট আমায় বলি দাও।

(গুপ্ত দ্বার দিয়া ধরম সিংহের প্রবেশ।)

সুন্দর।—ধরম সিং! সংবাদ কি?

ধরম সিংহ।—অতি অমঙ্গল। রণজিৎ সিংহ শ্রীনগর অধিকার কোরেছে। আপনার পিতা সরদার মলহর সিংহ প্রভৃতি সকলে বন্দী। সমবেত সৈন্যদলের মধ্যে কেবল পাঁচ দল মাত্র এখানে পালিয়ে এসেছে।

সুন্দর।—পিতা বন্দী!

ধরম।—যুদ্ধে বন্দী হন নাই। শুনলেম গুপ্তাবাসে সকলে মন্ত্রণা কোচ্ছিলেন। রণজিৎ কোন রকমে এ মন্ত্রণার বিষয় জ্ঞাত হয়ে, তাঁদের আক্রমণ কোরে বন্দী করেছে। রণজিৎ যে শ্রীনগর আক্রমণ করেছে, এ সংবাদ তাঁরা পূর্ব্বে পান নাই।

সুন্দর।—বটে? পাপাত্মা অবশ্যই প্রতিফল পাবে। তুমি এক কর্ম্ম কর, অনুপকুমারীকে তিনবার জিজ্ঞাসা কর, আমার বাক্য রক্ষা কোরবে কি না? যদি অস্বীকার পায়, সেই দণ্ডে তুমি পাষাণ-প্রতিমার নিকট একে বলি দিয়ে আমায় সংবাদ দেবে।

[সুন্দর সিংহের প্রস্থান।

অনুপ।—ধরম সিংহ! তোমার প্রভুর আজ্ঞা পালন কর। বৃদ্ধ হয়েছ, আমার ন্যায় যদি তোমার কন্যা থাকে, আর সে যদি আমার ন্যায় এইরূপ বিপদে পতিত হয়, তাহলে তোমার পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য একবার ভেবে দেখ।

ধরম।—না, তোমার ন্যায় বিশ্বমোহিনী রমণীকে এ পাষাণ-প্রতিমার নিকট বলি দিয়ে এ হস্তকে কলুষিত কোরতে চাই না। কিন্তু যদি তুমি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর, তাহলে তোমার জীবন দান ব্যতীত তোমার আর একটি অভাব আমি মোচন কোরতে প্রস্তুত আছি।

অনুপ।—কি অনুরোধ বলুন? আর অভাবই বা কি?

ধরম।—তোমার পিতা মাতার নাম তুমি জান?

অনুপ।—সে কি? শিবদয়াল সিংহ কি আমার পিতা নন? আর আমার জননী?—সেই পরলোকপ্রাপ্ত হিরণকুমারী কি আমার মা নন?

ধরম।—না।

অনুপ।—সেকি ?

ধরম।—তোমার পিতা মাতা কে জানতে চাও ?

অনুপ।—অতি বিচিত্র কথা ! গ্রামের সকলেই জানে বৃদ্ধ শিবদয়াল সিংহ আমার পিতা, আমি জানি তিনি আমার পিতা, তুমিও মধ্যে মধ্যে আমাদের কুটীরে যাও, তুমিও জান তিনি আমার পিতা। আজ এ কি কথা শুনি ?

ধরম।—কথা নূতন বটে, কিন্তু শিবদয়াল তোমার পালক পিতা, জনক নন।

অনুপ।—তবে আমার জনক কে ?

ধরম।—আমার অনুরোধ যদি রক্ষা কর, তাহলেই জানতে পারবে।

অনুপ।—আপনার অনুরোধ রক্ষা কোরতে যদি প্রাণ যায়, তাতেও আমি স্বীকৃত আছি। আপনি বলুন আমার জনক জননী কে ?

ধরম।—না, যতক্ষণ না তুমি অনুরোধ রক্ষা কোচ্চ, ততক্ষণ জানতে পারবে না।

অনুপ।—কি অনুরোধ বলুন।

ধরম।—আমার সঙ্গে এস, আমার অনুরোধ কি জানতে পারবে। তোমার পিতা মাতা কে তা সময়-চক্রে সকলই প্রকাশ পাবে। এখন চল।

অনুপ।—দেখছি একটি মাত্র গুপ্ত দ্বার, এ দ্বার দিয়ে গেলে সুন্দর সিংহ যদি দেখতে পায়, তাহলেই বিপদ।

ধরম। এ দ্বার দিয়ে বরাবর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। এ গুপ্ত গৃহ। এ গৃহ যে আছে, তা বিচিত্রনিবাসের কেহই জানে না। কেবল সরদার মলহর সিংহ, সুন্দর সিংহ, ভীষ্মচার্য্য

আর আমি জানি। এ গৃহের পশ্চিমদিকে মৃত্তিকার ভিতর একটি সুড়ঙ্গ আছে। সেই সুড়ঙ্গের মুখে একটি ক্ষুদ্র গুপ্ত দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়ে গেলে কৃত্রিম বনে উপস্থিত হওয়া যায়। পরে সেখান থেকে রাজপথে পড়ে যেখানে ইচ্ছা সেই খানে যাওয়া যেতে পারে। সুন্দর সিংহ জিজ্ঞাসা কোরলে বলব যে, তোমাকে পাষাণ-প্রতিমার নিকট বলি দিয়েছি। এখন আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য

কাশ্মীর—শ্রীনগরের নিকটস্থ গহন বন

(অশ্বারোহণে রণধীর সিংহের প্রবেশ।)

রণধীর।—(স্বগত) লোকে বলে প্রেমের জন্য প্রকৃত প্রেমিক সহজেই প্রাণ পরিহার কোরতে প্রস্তুত হয়; বাস্তবিক সে কথা মিথ্যা নয়। আমিই তার সাক্ষ্য দিচ্চি। প্রেতপ্রভার প্রেমের জন্য আমি আজ জীবন বলি দিতেও প্রস্তুত, এ কথা শুনলে প্রেমিকেরা অবশ্যই আমার প্রশংসা কোরবে, কিন্তু বীরেরা শুনলে অবশ্যই ধিক্কার দেবে। আমি আজীবন অসির সেবা করে, আজ কি না কামিনীর প্রেমের মুখে অসিকে পরিহার—বীরত্বকে বিস্মৃত হচ্চি ! বীরের পক্ষে এ কি অল্প কলঙ্কের বিষয় ? না, কলঙ্ককালিমা কেন আমায় স্পর্শ কোরবে ? আমিত আজ সংগ্রাম কোরতেই এই

গভীর রজনীতে তমোময় বনে উপস্থিত। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী—প্রেত। প্রেতের সহিত প্রেমের জন্য সংগ্রাম সকলের ভাগ্যে ঘটে না। প্রেতকে যদি পরাস্ত কোরতে পারি, প্রেম ও যশঃ উভয়ই লাভ হবে। না পারলেও যশঃ লাভ হবে। এইত সেই বনমধ্যস্থ সরোবর-সম্মুখস্থ বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ. এই স্থানেই প্রেতের আগমনের কথা। অশ্ব অতিদ্রুতবেগে বিনা বিশ্রামে তিন ক্রোশ পথ এসে বড়ই ক্লান্ত হয়েছে। একে অদূরে বৃক্ষশাখায় বন্ধন কোরে শ্রান্ত হতে দেওয়াই বিহিত। (অশ্বকে অদূরে বন্ধন।) প্রেতের সহিত সংগ্রাম অশ্রুতপূর্ব্ব। এ জীবনে আমি প্রেত দেখি নাই। প্রেতের বিচিত্র লীলা সকল জাতিই শুনে আসছেন, আমিও শুনছি, কিন্তু দেখি নাই। এখনই দেখা যাবে প্রেত কেমন, আর তার বাহুবলই বা কেমন।

(অশ্বারোহণে কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত প্রেতের প্রবেশ।)

প্রেত।—(বিকৃত স্বরে) কে তুমি ?

রণধীর।—(স্বগত) এই কি প্রেত ? উঃ ! কি বিকটমূর্ত্তি ! প্রেত আবার অশ্বারোহণে। উঃ ! ভয়ঙ্কর দৃশ্য !

প্রেত।—কে তুমি ? নীরব কেন ?

রণধীর।—তুমি কে ? মনুষ্য ?

প্রেত।—না, তুমি কে আগে পরিচয় দাও।

রণধীর।—তুমি যদি নর-যোনী-সম্ভূত না হও, তাহলে অবশ্যই জানবে আমি কে।

প্রেত।—তোমার নাম রণধীর সিংহ ?

রণধীর।—হাঁ।

প্রেত।—তুমি প্রেতপ্রভার পাণিপ্রার্থী ?

রণধীর।—হতে পারে।

প্রেত।—সরল উত্তর দাও, নচেৎ যুদ্ধ। ভীরু হও প্রস্থান কর।

রণধীর।—সংগ্রামে পলায়ন কারে বলে তা জানি না।

প্রেত। প্রসংশার কথা। যদি প্রেতপ্রভাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ কোরতে চাও, তবে অগ্রে আমার নিকট অসির পরীক্ষা দাও। যুদ্ধে জয়লাভ কোরতে পার, নিঃসন্দেহ প্রেতপ্রভাকে প্রাপ্ত হবে।

রণধীর।—রণধীর এ প্রস্তাবে ভীত হলে এখানে আসত না।

প্রেত।—তোমার অশ্ব কোথায় ?

রণধীর।—অদূরে।

প্রেত।—আচ্ছা, আমিও তবে পাদচারে যুদ্ধ কোরতে প্রস্তুত। (অদূরে অশ্বকে বন্ধন)

রণধীর।—ন্যায়যুদ্ধ কি অধর্ম্মযুদ্ধ কোরবে ?

প্রেতপ্রভা।—অধর্ম্মযুদ্ধ কাকে বলে জানি না।

রণধীর।—অতি উত্তম।

(উভয়ের ঘোরতর অসিযুদ্ধ এবং রণধীরের পতন।)

প্রেত।—রণধীর ! তুমি যথার্থ সাহসী এবং বীর বটে, সেই জন্যই আজ তোমার প্রাণ সংহার কোরলেম না। যদি তুমি আমার বাক্যমত চল, তাহলেই প্রেতপ্রভাকে পেতে পারবে। আজ অবধি যে পর্য্যন্ত না রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর জয় করে, সে অবধি তুমি প্রেতপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ কোরতে পারবে না। আর তদবধি তুমি মলহর সিংহের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে, কোন মতেই তার সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হতে পারবে না। যদি এই বাক্যের ব্যতিক্রম কর, তাহলে তোমার আশা পূর্ণ হবে না।

[প্রেতের প্রস্থান।

রণধীর।—(স্বগত) উঃ ! আমি উত্থানশক্তি রহিত ! অসির আঘাতে বাহু বুঝি ছিন্ন হয়ে গেছে। ঘোর অন্ধকার, নিকটে জনমানব নাই, কিছুই দেখতে পাচ্চি না। বড় পিপাসা—যাতনা। যুদ্ধে প্রাণ গেলনা কেন ?

(অশ্বারোহণে জনৈক স্বর্ণবর্ম্মাবৃত বীরের প্রবেশ।)

স্বর্ণবর্ম্মাবৃত বীর।—(স্বগত) এ নির্জ্জন বনে এ গভীর রজনীতে মনুষ্যের স্বর কোথা হতে আসচে ? এ কি মৃত্যু-মুখ-পতিত পথিকের আর্ত্তনাদ ? যে অন্ধকার, কিছুই দেখতে পাচ্চি না।

রণধীর।—আপনি কে ?

বীর।—এই যে, নিকটেই পথিক পতিত। (অশ্ব হইতে অবতরণ এবং অশ্বকে অদূরে বন্ধন) আপনি এ গহনবনে এ অবস্থায় পতিত কেন ? আপনি কি পীড়িত ?

রণধীর।—না পীড়িত নই।

বীর।—(স্বগত) এ শারদ সুধাংশুনিভ বদন যেন কোথাও দেখিছি দেখিছি বোধ হচ্চে। আহা ! কি সুন্দর মাধুরি ! চিনেছি, ইনিই সেই বীরবর রণধীর সিংহ, ইনিই সেই—

রণধীর।—আপনি কে ? কোথায় যাচ্চেন ?

বীর।—সরদার মলহর সিংহের সহিত সাক্ষাৎ জন্য শ্রীনগরে যাচ্চি।

রণধীর।—মলহর সিংহ বন্দী। উঃ ! কি যাতনা।

বীর।—দেখছি, আপনার বড় কষ্ট হচ্চে, উঠে বসবেন কি ? আপনি এ অবস্থায় পতিত কেন ?

রণধীর।—(উপবেশন) কোন প্রতিদ্বন্দ্বির সহিত অসি-যুদ্ধ কোরতে প্রতিশ্রুত ছিলেম, সেই যুদ্ধে আহত হয়েই এখানে পতিত।

বীর।—গুরুতর আঘাত লাগেনিত ?

রণধীর।—না, বামহস্তে কিছু আঘাত লেগেছে মাত্র।

বীর।—এ যুদ্ধের কারণ ?

রণধীর।—রমণী।

বীর।—রমণী!—রমণীর সহিত আর কিছু যোগ আছে ?

রণধীর।—প্রেম।

বীর।—প্রেম!! এখন আপনার উদ্দেশ্য কি ?

রণধীর।—কেউ যদি সহায়তা করে, তাহলে শ্রীনগরে প্রতি-গমন করি।

বীর।—আমি আপনার সহায়তা কোরতে প্রস্তুত।

রণধীর।—আপনার এ অনুগ্রহ এ জন্মে বিস্মৃত হব না।

বীর।—আপনি কি পাদচারে এসেছেন ?

রণধীর।—না, অদূরে অশ্ব আছে।

বীর।—আপনি এ অবস্থায় অশ্বারোহণে যেতে পারবেন ?

রণধীর।—ধীরে ধীরে যেতে পারি।

বীর।—চলুন তবে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

কাশ্মীর—শ্রীনগর—বিতস্তানদী-পার্শ্বস্থ কারাগার।

(দ্বিতলস্থ গবাক্ষে মলহর সিংহ, ভীষ্মাচার্য্য এবং দুর্জ্জয় সিংহ আসীন।)

মলহর সিংহ।—গুরো! এ জগতে আমাদের জীবনের—সুখের আশা, ভরসা সমস্তই শেষ হল।

ভীষ্মাচার্য্য।—উতলা হবেন না। আপনি বিজ্ঞ, বীর, স্বদেশ উদ্ধার জন্য কত বীর, কত বিপদে পতিত হয়ে কিরূপে উদ্ধার পেয়েছেন, তাত আপনি জানেন।

মলহর।—জানি বটে, কিন্তু রণজিতের নিকট আপনি আর দয়ার আশা কোরবেন না।

দুর্জ্জয় সিংহ।—সে কথা মিথ্যা নয় বটে, কিন্তু রণজিৎ যেমন অন্যায় রূপে বিনা সংগ্রামে আমাদের বন্দী কোরেছে, তার কি কোন প্রতিফল পাবে না? সুন্দর সিংহ এখনও জীবিত, অনেক সেনানায়ক জীবিত, সহস্র সহস্র সৈন্যও জীবিত, দেশবাসী হিন্দুরাও জীবিত, তারা কি আমাদের উদ্ধারের কোন উপায় কোরবে না? তারা কি জন্মভূমির উদ্ধার জন্য প্রাণ বলি দেবে না? অবশ্যই দেবে, আপনি শান্ত হন।

মলহর।—কতক সৈন্য বন্দী হয়েছে, বাকি সৈন্য কোথায় তা জানি না। সুন্দর সিংহ অল্পবয়স্ক যুবক, উপযুক্ত সেনাপতি নাই, আশা কোথায়?

ভীষ্ম।—অবশ্যই আছে। সমস্ত হিন্দু যদি জন্মভূমির উদ্ধার জন্য প্রাণ দেয়, তাহলেও আমাদের অনেক দুঃখ লাঘব হবে।

মলহর।—হিন্দু অধিবাসীরা সমবেত হয়েছিল বটে, এখন তারা সহায়হীন। যাহক, এখন আমরা এ কারাগার হতে উদ্ধার পেতে পারি, এমন কোন উপায় আছে কি ?

দুর্জ্জয়।—সে আশা পূরণ হওয়া অসম্ভব। দেখছেনত সেনাপতি দেওয়ান চাঁদ আর কুমার খড়্গা সিংহ ব্যতীত কেহই এ গৃহে প্রবেশ কোরতে পায় না। চৌদিকে প্রহরী, সম্মুখে বিতস্তা, যেন আমাদের দুর্দ্দশা দেখে কলনাদে তরঙ্গ চালনা কোরে চলেছে। পলায়নের উপায় কৈ ?

ভীষ্ম।—ভগবান ভবানী-পতি ও দাক্ষায়ণীর চরণ স্মরণ করুন, অবশ্যই সদুপায় হবে।

মলহর।—প্রভো! যদি চামুণ্ডার করুণায় মুক্তিলাভ করে বিচিত্রনিবাসে উপস্থিত হতে পারি, তাহলে দেখব কেমন রণজিৎ সিংহ, দেখব কেমন সে বীর, দেখব কেমন সে দুর্গে শিখজয়-পতাকা উড্ডীয়মান করেছে।

দুর্জ্জয়।—নদীতে কিসের শব্দ হচ্চে না ?

মলহর।—এ মধ্য রজনীতে নদীবক্ষে আবার কি শব্দ হবে ?

দুর্জ্জয়।—যেন তরী চালনার শব্দ আসচে।

ভীষ্ম।—কারাগারের এ পার্শ্বেত কখন তরী আসে না।

মলহর।—দেখা যাক কাণ্ডটা কি।

(বিতস্তা-বক্ষে ক্ষুদ্র তরী চালনা পূর্ব্বক স্বর্ণবর্ম্মাবৃত বীরের প্রবেশ।)

স্বর্ণবর্ম্মাবৃত বীর।—(স্বগত) এইত দেখছি কারাগার। সর-

দার মলহর সিংহ, দ্বিতলের তৃতীয় গৃহে বন্দী। তৃতীয় গৃহ কোনটা তাই বা স্থির করি কিরূপে? কারাগার মধ্যে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব জেনেই এই উপায় অবলম্বন করেছি, কিন্তু এ উপায় সফল হওয়া দুষ্কর। যদি প্রহরীরা এ দিকে আসে, তাহলে আমাকেও চিরজীবনের জন্যে এই কারাগারে আশ্রয় নিতে হবে। এখন রজনী দ্বিপ্রহর, যদি মলহর সিংহ, নিদ্রা গিয়ে থাকেন, তাহলে সকলই বৃথা হবে। আর আমিই যে তাঁর উদ্ধার জন্য এ আয়োজন করেছি, তাওত তিনি জানেন না। উপায় কি? নাম ধরে ডাকলেও বিপদ। ঐ একটা গবাক্ষ দ্বার খোলা না? স্তিমিত আলোক যে দেখতে পাচ্চি। এই স্থানেই তরী সংলগ্ন করা যাক।

মলহর।—গুরো! এ কি? দেখছি এক বর্ম্মাবৃত মনুষ্য, ক্ষুদ্রতরী আরোহণে উপস্থিত। লোকটা কে জিজ্ঞাসা কোরব কি?

ভীষ্ম।—তাতে হানি কি?

মলহর।—(বীরের প্রতি) আপনি কে?

বীর।—(স্বগত) তাইত, কে কি জিজ্ঞাসা কোচ্চে না?

মলহর।—তরী আরোহণে আপনি কে?

বীর।—আমি যেই হই না, অগ্রে আপনার পরিচয় চাই। যদি ঈশ্বর মানেন, তাহলে সেই ঈশ্বরের দিব্য, সত্য পরিচয় দিন।

মলহর।—আমি মলহর সিংহ।

বীর।—সত্য বলছেন, আপনি মলহর সিংহ?

মলহর।—মিথ্যা বলবার প্রয়োজন নাই। আপনি এখানে কেন?

বীর।—আপনার উদ্ধার জন্য।

মলহর।—আপনি উদ্ধার কোরবেন কিরূপে? উদ্ধার করা অসম্ভব।

বীর।—যতক্ষণ না উদ্ধার কোরতে পাচ্চি, ততক্ষণ অসম্ভব। এখন আমি যা বলি তাই করুন। আমি যে উপায় অবলম্বন করেছি, তা সহজ নয়, আপনাদের যথেষ্ট সাহস চাই।

মলহর।—আপনার কথায় যদি প্রাণ যায়, তাতেও ভীত নই।

বীর।—দীপটা গবাক্ষের নিকট রাখুন।

মলহর।—(তথাকরন)

বীর।—দেখুন, আমি এই জোনাকির গাত্রে সূক্ষ্ম সূত্র বেঁধে ছেড়ে দিলেম, আলোক দেখে গবাক্ষের নিকট গেলেই আপনি জোনাকি ধরে, সাবধানে সূত্র টানবেন। (জোনাকির গাত্রে অতি সূক্ষ্ম সূত্র বন্ধন করিয়া ছাড়িয়া দেওন) আপনি এই সূত্র অতি ধীরে ধীরে টানবেন, যেন ছিন্ন না হয়। আপনি যত সূত্র টানবেন, ততই ক্রমে ক্রমে স্থূল সূত্র পেতে পারবেন, শেষে রজ্জু পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হবেন। (স্বগত) লোকে মনুষ্যের বুদ্ধির প্রশংসা করে থাকে, কিন্তু আমি বলি সে বুদ্ধি মনুষ্যের নয়, সে বুদ্ধি ঈশ্বরের। মনুষ্যের নিজের স্বত্ব কিছুই নাই। দেহ, হৃদয়, জীবন, ছয় রিপু, জ্ঞান, বুদ্ধি, সমস্তই ঈশ্বরদত্ত, অতএব মনুষ্য কিরূপে সে সুবুদ্ধির কারণ প্রশংসা পেতে পারে? এই যে মলহর সিংহকে উদ্ধার কোচ্চি, এই যে উপায় আবিষ্কার করেছি, একি আমার বুদ্ধি-বলে? কখনই না। জগদীশ্বর, নিজেই কৃপা করে মনুষ্যকে উপলক্ষ কোরে জীবকে বিপদ হতে হক, বা যে কোন কার্য্য হতে হক উদ্ধার করেন। যাহক, এখন জগদীশ্বর সদয় হলেই মলহরের যেমন মঙ্গল, আমারও সেইমত ভাবী মঙ্গলের সম্ভাবনা।

মলহর।—মহাশয়! ধরেছি।

বীর।—জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। আপনি এখন ধীরে ধীরে সূত্র ধরে টানুন।

মলহর।—(সূত্র ধরিয়া টানন) গুরো! দেবী দাক্ষায়ণীর করুণায় আজ বোধ হয় এ পাপ কারাগার হতে উদ্ধার পেলেম। বোধ করি দেবীর চরণে আমরা কোন অপরাধে অপরাধী হয়েছিলেম, তাই রণজিৎ বিনা যুদ্ধে আমাদের বন্দী কোরেছিল।

ভীষ্ম।—আমরা অপরাধী না হলে কখনই এ বিপদে পতিত হতেম না। যাহক, এখন যদি একবার সেই বিচিত্রনিবাসে উপনীত হতে পারি, তাহলে দেখি, দেবী আমাদের মনোভিলাষ পূর্ণ করেন কি না। আমার মতে দেবীর তুষ্টি সাধন জন্য নরবলি দান করা কর্ত্তব্য। বিশেষ আমরা যে বিপদে পতিত, তাতে যদি দেবীর সমক্ষে 'কুমারী' বলি দিতে পারি, তাহলে আরও মঙ্গল।

দুর্জ্জয়।—আপনি এখন যা বলবেন, আমরা তাই কোরতে প্রস্তুত। দেবীর সমক্ষে নিজ পুত্র বলি দিলেও যদি আমরা জন্ম-ভূমিকে শত্রু-কর হতে উদ্ধার কোরতে পারি, তাতেও প্রস্তুত আছি।

ভীষ্ম।—জন্মভূমির উপযুক্ত পুত্রের এ উপযুক্ত কথাই বটে।

মলহর।—গুরো! কি বলব, রণজিৎ যে এত শীঘ্র এত গুপ্ত-ভাবে এসে আক্রমণ কোরবে, তা জানতে পারি নাই। জানতে পারলে, দেখতেম রণজিৎ কেমন বীর, দেখতেম রণজিৎ কেমন শ্রীনগরে প্রবিষ্ট হয়। পাপাত্মা অর্জ্জুন সিংহের দ্বারাই যে আমা-দের এই দুর্গতি হয়েছে, তা বলা বাহুল্য।

ভীষ্ম।—তার আর সন্দেহ কি? অর্জ্জুনই দূতকে উৎকোচ দিয়ে রণজিতের আগমন সংবাদ গোপন করে। অর্জ্জুনই ঘোর পাষণ্ডের ন্যায়—ঘোর বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় আমাদের মন্ত্রণা-সংবাদ গোপনে রণজিতকে দিয়ে এই বিপদে নিক্ষেপ কোরেছে। যে পাপাত্মা এরূপে জন্মভূমির দুর্গতি উপস্থিত করে, অনন্তকাল তারে নরকে বাস কোরতে হবেই হবে। দেবী দাক্ষায়ণী অবশ্যই তারে

উচিত ফল দেবেন। যদি সংগ্রামে জয়লাভ কোরতে পারি, দেখব কেমন অর্জ্জুন সিংহ। তারে দেবীর নিকট বলি দিয়ে খণ্ড খণ্ড কোরে কুক্কুর-মুখে নিক্ষেপ কোরব।

মলহর।—মহাশয়! রজ্জু ধরেছি, এখন কি করি বলুন?

বীর।—আমি এই লৌহচ্ছেদক অস্ত্র বেঁধে দিলেম। আপনি গবাক্ষের একটা লৌহদণ্ড শীঘ্র কোরে কর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম।—(স্বগত) এ বীর পুরুষ যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন, তাতে একে কখনই সামান্য মানব বলা যায় না। এরূপ উপায়ে এরূপ কারাগার হতে উদ্ধার করা সামান্য ব্যক্তির কর্ম্ম নয়।

মলহর।—(অস্ত্রদ্বারা লৌহ-দণ্ড কর্ত্তন করিতে করিতে স্বগত) এ অস্ত্রে এখনই এ দণ্ড ছেদিত হবে, কিন্তু নীচে নামিব কিরূপে? দেখা যাক বীরবর কি উপায় করেন।

ভীষ্ম।—(দুর্জ্জয়ের প্রতি) আপনি দ্বারের নিকট অবস্থান করুন। কর্ত্তনের শব্দ শুনে যদি কেউ উপস্থিত হয়, তাহলেই ঘোর বিপদ। আপনি বরং দ্বার রুদ্ধ করুন। (স্বগত) জগদম্বে! অম্বালিকে! কালিকে! এই সময়ে সহায় হও মা। যদি চরণে কোন অপরাধ কোরে থাকি, মা! ক্ষমা কর। মা! আজ তোমার ষোড়শোপচারে পূজা দেব, নরবলি দিয়ে তোমার তুষ্টি সাধন কোরব। দেবি বিপদ্ধারিণি! কল্যাণি! কৃপা কর মা। জননি! রণজিৎ হিন্দু নয়, রণজিৎ শিখ, রণজিৎ বিধর্ম্মী, মা! সে কাশ্মীর-সিংহাসন প্রাপ্ত হলে তোমার আর মহিমা থাকবে না। দেবি! দয়াময়ী! দয়া কর। তোমার করুণায় হৃদয়ে যে আশাবীজ বপিত হয়েছে, দেখো মা! সে আশা যেন সমূলে ধ্বংস না হয়।

মলহর।—গুরো! কর্ত্তন শেষ হল, দেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করুন। মহাশয়! লৌহদণ্ড কাটা হয়েছে, এখন কি করি বলুন?

বীর।—আপনি রজ্জু আর একটু টানলেই একটি রেশমের সিঁড়ি পাবেন। গবাক্ষের দুই পার্শ্বের দণ্ডে সিঁড়ি বেঁধে একে একে অবতরণ করুন।

ভীষ্ম।—ধন্য আপনার বুদ্ধি!

(গবাক্ষের দুই পার্শ্বের লৌহ দণ্ডে সিঁড়ি বাঁধিয়া তদবলম্বনে মলহরের তরী-বক্ষে অবতরণ।)

মলহর।—আপনি আমার জীবনদাতা, এ জন্মে এ ঋণ পরি-শোধ্য নয়। যদি জগদীশ্বর সদয় হন, যদি রণজিতের হস্ত হতে কাশ্মীর উদ্ধার কোরতে পারি, আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেব। আপনি বীরপুরুষ, বীরের যা প্রার্থনীয়, আপনি তাহাই প্রাপ্ত হবেন।

(ভীষ্মাচার্য্য এবং দুর্জ্জয় সিংহের উক্ত রূপে অবতরণ।)

বীর।—এখন আর এখানে বিলম্বের আবশ্যক নাই। আপনারা কোথায় যাবেন বলুন?

ভীষ্ম।—সকলেই বিচিত্রনিবাসে যাব, কিন্তু একবার লক্ষ্মী-খালের নিকট একটু অপেক্ষা কোরতে হবে।

বীর।—আপনাদের আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।

[সকলের তরী আরোহণে প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য।

কাশ্মীর—লক্ষ্মীখালের তীরস্থ ভীষ্মাচার্য্যের গুপ্তবাস-সংলগ্ন উপবন।

(সুরসুন্দরী আসীনা।)

সুরসুন্দরী।—(স্বগত) সে অমৃতময় রূপরাশি কেন আর হৃদয়ে উদয় হয়? একদিন একবার মাত্র যাঁর সেই মোহন ছবি দেখেছি, মন কেন তাঁরে ভুলেনা? এ যে দারুন যাতনা। আমি জানি আমার ভাগ্য মন্দ, আমি অনাথিনী, অভাগিনী, কেন তবে আবার আশা কুহকিনী আমায় মজায়? প্রাণ যারে চায়, প্রেমে যে নাচায়, সে যদি না চায়, তবে জীবনে কি ফল? প্রেম, প্রেম, প্রেম—প্রেম সুধাময়, প্রেম নির্জীবের জীবন, কিন্তু প্রেম সজীবকে দাহন করে কেন? কে বলে গরল আর অমৃত একত্রে থাকে না? প্রেমের প্রথমেই বিষের জ্বালায় কুলবালায় কাঁদায় দেখছি, শেষে অমৃত আছে কি না তাত জানিনা। কিন্তু প্রেম, সুধা, বিষ উভয়ই প্রসব করে। বিধির এ বিচিত্র বিধান! আমার যে প্রাণ যায়, বিধি তা বুঝবে কেন? পুরুষ, পুরুষেরই হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র জানে, রমণী, রমণীর হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখতে পায়। বিধি পুরুষ, সে রমণীর জ্বালা কি বুঝবে? বুঝতে পারে না বলেইত এ জগতে রমণীর এত দুর্গতি। আমার দুর্গতি কি দূর হবে না? সেই মন-চোর আমার মন চুরি কোরে অদৃশ্য, আমি তাঁর জন্য পাগলিনী, হুতাশ পবন, হৃদয়কে অনবরত উদাস কোচ্চে, শরতের জলের ন্যায় মন আমার এই আছে এই নাই। যারে চাই

তারে পাই কৈ ? আমি এই হৃদয়সিংহাসন পেতেছি, প্রেমব্রত উদ্‌যাপনের সমস্ত আয়োজন করেছি, মনচোরকে পেলে এই হৃদয়াসনে বসিয়ে, নয়ন জলে তাঁর কমলচরণ শিক্ত করে এই কেশে মুছাব, শেষে যৌবন নৈবেদ্যের সহিত এই প্রাণ দক্ষিণা দেব, আর মন ?—মন আগেই তিনি নিয়েছেন। তাঁরে কি পাব ? এ আশা কি পূর্ণ হবে ? না, বোধ হয় না। বিধির বিচিত্র বিধি ! যে যারে চায়, যার জন্যে যার প্রাণ, মন কাঁদে, সে তারে না পায় কেন ? উঃ ! এ প্রাণে এ যাতনা অসহ্য। সেই নিষ্ঠুর—সেই নিদয়কে—যারে আপন ভেবে মন দিলেম, সে কেন জীবন হরণ করে ? না, আমার প্রেমব্রত সাঙ্গ হল। সাধের ভালবাসা শূন্যে মিশাল।

গীত।

রাগিণী কামোদ—তাল রূপক।

মন প্রাণ যারে চায়,
সে কেন দহন করে অবলায় ?
আমি কাঁদি যার তরে, সেত না স্মরণ করে,
মন প্রাণ দিয়ে পরে, হল একি দায় !
হেরি যার রূপরাশি, আনন্দ-নীরেতে ভাসি,
গলে দিয়ে প্রেম ফাঁসী, সে কেন পালায় ঃ—
প্রেম-ব্রত সাঙ্গ হল, মুদিল সুখ কমল,
জীবন সদা বিকল, বিরহ-জ্বালায়।

ভীষ্মাচার্য্য এখন শ্রীনগরে বন্দী, কিন্তু এ কারাগার প্রহরী বেষ্টিত, পলায়নের কোন উপায় নাই, উপায় থাকলে সেই হৃদয়-

রাজের নিকট গিয়ে অভিসারিকা সেজে জীবন বিক্রয় কোরতেম। চন্দ্রিকা, প্রাণপ্রতিমকে আনবার জন্য শ্রীনগরে গিয়েছেন, যদি আমার ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয়, তবেই আশা পূর্ণ হবে, নচেৎ এ জীবনের শেষ সীমা আজই জগতকে দেখাব। বিরহ-বিকারেই আমার জীবনান্ত হবে।

(সহচরীগণের প্রবেশ।)

প্রথম-সহচরী।—একি! আজ যে দেখছি কেবল কমলের মিলন? নয়ন কমল হতে কমলাবলি পতিত হয়ে হৃদয়কমলকে প্লাবিত কোচ্চে। সত্য বটে আশাবাঁধ ভাঙ্গলেই দুঃখ-জলধি উথলে উঠে প্রবল তরঙ্গ বিস্তার করে, কিন্তু এখনওত আপনার আশা বিদূরিত হয় নাই। আপনি কেন বৃথা রোদন কোরে আমাদের তাপিত কোচ্চেন?

(সহচরীগণের নৃত্য ও গীত।)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

নীল নীরজ নয়নে নীর নিরখি কেন প্রাণসজনি?
সুধামাখা বিধু মুখ কেনগো মলিন কি দুঃখ গণি?
নবীন জীবনে প্রেম-পিপাসা,
গেঁথেছ হৃদে যে ভালবাসা,
পূরিবে অচিরে সে সুখ-আশা,
পোহাবে তব দুঃখ-রজনী।
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিয়ে তায়,
জুড়াবে জীবন জুড়াবে কায়,

ললিত রূপেতে ভুলাবে সে জনে
যে জন তোমারে প্রেমে নাচায় ঃ—
বিনোদ অধরে বিনোদ হাসি,
বিনোদ রূপ বিজলী বিকাশি,
বিনোদ শারদ সুধাংশু আসি,
উদয় হের রমণী-মণি।

দ্বিতীয় সহচরী।—মঞ্জুল বকুল কুঞ্জে গোপীরঞ্জন উদয় হয়ে যেমন রাসেশ্বরী রাধার হৃদয়াকাশ আলোকিত করেন, ঐ দেখুন সেইমত বীরবর রণধীর সিংহ মোহন বেশে উদয় হচ্চেন।

(রণধীর এবং চন্দ্রিকার প্রবেশ।)

চন্দ্রিকা।—সখি ! এ কি ? তুমি কি কাঁদছিলে ? প্রেম-কাননে প্রবেশ না কোরতে কোরতেই এত, না জানি এর পর বিচ্ছেদ কণ্টকে বিদ্ধ হলে কি হবে।

রণধীর।—বিচ্ছেদকে কণ্টক বোলনা। বিচ্ছেদই প্রেমের সুখের মূল। বিচ্ছেদ ব্যতীত প্রেমের মান বৃদ্ধি হয় না, ভালবাসা সজীব থাকে না। অন্ধকার যেমন তপনের মান প্রকাশক, বিচ্ছেদ সেইমত প্রেমের মহিমা বাড়ায়।

চন্দ্রিকা।—সে সব কথা আর আমাদের বুঝালে কি হবে ? সখি ! নাও, তোমার মনচোরকে নাও, প্রণয়-কাননে প্রবেশ কোরে মনের আশা মিটাও।

(সহচরীগণের গীত ও নৃত্য।)

রাগিণী জংলা আড়ানা—তাল খেমটা।

বিমল নব ঘনে নিরখি নব নলিনী নব তপনে,
বিকাশিয়ে সুধামাখা আনন হাসিল প্রমোদ মনে।

সাধের প্রেম পবন-হিল্লোলে,
মৃদুল মৃদুল মরি কি দোলে,
সুখাবেশে পড়িছে ঢলে,
দেখিয়ে সখি! জুড়া জীবনে।
উভয়ে উভয়ে চায়, আমরি কি শোভা পায়,
সুখ-সৌরভে আকুল দুজনে:—
সাধের মিলন সলিলে ভাসি,
বিষম বিরহ-বিকার নাশি,
অনুপম রূপ প্রকাশি,
বাঁধিছে চারু প্রেম বন্ধনে।

[রণধীর এবং সুরসুন্দরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সুরসুন্দরী।—বীরবর! তপন দেব, ভুবনে যে কিরণ বিতরণ করেন, তা আর পুনর্গ্রহণ করেন না। আপনি আমায় আশা দিয়ে, আপনিই আবার সে আশা হরণ করায় বড়ই দুঃখিত ছিলেম। পুরুষের লীলাই কি এইরূপ ?

রণধীর।—সুন্দরি! আমার জন্য সমগ্র পুরুষজাতিকে দুষ্বেন না। আপনারে কারাগার হতে উদ্ধার কোরতে পারি নাই বলে, আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত, তা আপনি সহজেই বুঝতে পারেন। আমি সে দিন জীবন পর্য্যন্তও পণ কোরতে প্রস্তুত ছিলেম, কিন্তু কি অবস্থায় পতিত হয়ে, প্রতিজ্ঞা সফল কোরতে পারি নাই, তাওত আপনি জানেন।

সুরসুন্দরী।—তা জানি, কিন্তু এতদিন যে আপনি দাসীরে বিস্মৃতি-সলিলে নিক্ষেপ করেছিলেন, ইহাই আমার পরম দুঃখ।

রণধীর।—লোকে মনে করে, বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে জলদ, সৌদামিনীকে পরিহার করে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। বর্ষাকালে নীরদ, চপলাকে অন্তরে রাখে, অন্য ঋতুতে অন্তরে গেঁথে রাখে। সেইমত আপনি জানবেন, এ হৃদয়পটে আপনার ঐ সুধাময়ী মূর্ত্তি দৃঢ়রূপেই অঙ্কিত।

সুরসুন্দরী।—ঠিক কথা, পুরুষদের মত তোষামোদকারী জগতে নাই।

রণধীর।—কিন্তু রমণীকুল যদি এত তোষামোদের অধীন না হত, তাহলে পুরুষদের এ দুর্নাম বহন করতে হত না। যাহক, আপনার প্রিয়সখী চন্দ্রিকাকে ধন্যবাদ। তিনি যে উপায়ে গুপ্তদ্বার দিয়ে আজ আমারে এখানে এনেছেন, তাতে তাঁকে বিশেষ বুদ্ধিমতী বলতে হবে। আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, পাপাত্মা ভীষ্মাচার্য্য বন্দী, এখন অনুমতি হয়ত আজই আপনারে এ কারাগার হতে মুক্ত করি।

(ভীষ্মাচার্য্য এবং তিন জন প্রহরীর প্রবেশ।)

ভীষ্ম।—রণধীর! তুই জানিস, ভগবতী দাক্ষায়ণীর কল্যাণে ভীষ্মাচার্য্য কখনই শত্রু-করে বন্দী থাকে না। কিন্তু আজ আর তোর নিস্তার নাই। তুই কোন্ সাহসে আবার শৃগাল হয়ে, সিংহ-বিবরে এসেছিস? মনে বড় আশা, ভীষ্মাচার্য্য বন্দী, সুরসুন্দরীকে উদ্ধার কোরে বাহাদুরী নিবি। এ জগতে আজ তোর সকল বাহাদুরীই শেষ হবে। প্রহরীগণ! তোরা কি আমার বেতন-ভোগী নস? কোন্ সাহসে এ পাপিষ্ঠকে আমার অবর্ত্তমানে আবাসে প্রবেশ কোরতে দিলি?

প্রথম-প্রহরী।—আমরা সকলেই নিজ নিজ দ্বার রক্ষা কোচ্চি,

এ কিরূপে এখানে প্রবেশ কোরলে ধর্ম্মের দিব্য আমরা জানি না।

ভীষ্ম।—আচ্ছা, নে, পাপিষ্ঠের প্রাণ নে।

রণধীর।—পাষণ্ড! আজ তোর সহস্র প্রহরী এলেও নিস্তার নাই। তোর মুণ্ডপাত কোরে সুরসুন্দরীকে উদ্ধার কোরবই কোরব।

ভীষ্ম।—আগে আত্ম-মস্তক রক্ষা কর, পরে যা মনে আছে কোরবি। (প্রহরীদিগের প্রতি) তোরা এখনও কেন দুরাচারের মুণ্ড ছেদন কোচ্চিস না? যে এর মুণ্ডপাত কোরতে পারবে, আমি তারে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দেব।

রণধীর।—দেখ্, তোদের যদি প্রাণের ভয় থাকে, সরে যা, নইলে রণধীরের নিকট আজ তোদের নিস্তার নাই।

(তিনজন প্রহরীর সহিত রণধীরের যুদ্ধ।)

ভীষ্ম।—পাপিনি! আয় তোরে পাষাণ-প্রতিমার নিকট বলি দিইগে। (সুরসুন্দরীর কেশাকর্ষণ)

সুরসুন্দরী।—পাপাত্মা! ছাড়, ছাড়, ও পাপকরে স্পর্শ করিসনে।

[সুরসুন্দরীকে লইয়া ভীষ্মাচার্য্যের প্রস্থান এবং স্বর্ণবর্ম্মাবৃত বীরের প্রবেশ।

বর্ম্মাবৃত বীর।—ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

প্র-প্রহরী।—কে তুমি?

বীর।—আমি যেই হই না কেন, তোমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। তোমরা তিনজন, ইনি একক, এরূপ যুদ্ধ নিতান্ত অন্যায়।

দ্বি-প্রহরী।—তোমার কাছে পরামর্শ চাই না।

বীর।—বটে, (রণধীরের প্রতি) আসুন, দেখি আমরা দুজনে তিনটা মূষিক বধ কোরতে পারি কি না।

(সকলের যুদ্ধ এবং প্রহরীত্রয়ের একে একে পতন ও মৃত্যু।)

রণধীর।—আপনি সেই গভীর রজনীতে সেই গহন বনে একবার আমার জীবনদান কোরেছিলেন, আর আজ আবার এই কালের কবল হতে আমারে উদ্ধার কোরলেন। শত জন্মেও আমি আপনার এ ঋণ পরিশোধ কোরতে পারব না।

বীর।—মহাশয়! সে সব কথা পরে হবে, এখন এ স্থান হতে প্রস্থান করি চলুন। আবার অতিরিক্ত প্রহরী এলে বিপদ ঘটবে।

রণধীর।—আপনি জীবনরক্ষক, আপনার আজ্ঞাই শিরো-ধার্য্য।

[উভয়ের প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

কাশ্মীর—বীরাঙ্গনগর-পার্শ্বস্থ ভূধর-শিখর।

(রণধীর সিংহ এবং বর্ম্মাবৃত বীরের প্রবেশ।)

রণধীর।—যে উদ্দেশে আপনার আগমন তা সফল হয়েছে কি ?

বর্ম্মাবৃত বীর।—অনেকটা হয়েছে বটে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি ভীষ্মাচার্য্যের আবাসে গিছলেন কেন ?

রণধীর।—দানবের পাপ হস্ত হতে পারিজাত উদ্ধার জন্য।

বীর।—পারিজাতটি কে ?

রণধীর।—সুরসুন্দরী।

বীর।—সুরসুন্দরী কে ? চিন্তে পারলেম না।

রণধীর।—ভারতবিদিতা রূপবতী সুরসুন্দরীকে আপনি চিনেন না ?

বীর।—আপনি কি তার প্রেমে মুগ্ধ ?

রণধীর।—সম্পূর্ণ নয়।

বীর।—অর্দ্ধেক ? হতে পারে, পুরুষের মন এক রমণীর প্রতি সমান থাকে না।

রণধীর।—আপনি কি পুরুষ নন ?

বীর।—না, তা বলছি না। সুরসুন্দরীর নিকট মন বিক্রয় করেছেন কি ?

রণধীর।—না, আমার একটি মন কয় জনকে দেব ?

বীর।—তবে আরও আছে না কি ? ব্রজদুলাল শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আপনিও কি প্রেমের ফাঁদ পেতেছেন ?

রণধীর।—আমি প্রেমের ফাঁদ পাতি নাই, কুরঙ্গিণীরা আপনারাই সাধ করে ফাঁদে পতিত হচ্চে।

বীর।—আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। কয়টি কুরঙ্গিণী আপনার প্রেমজালে পড়েছে ?

রণধীর।—আর তিনটি।

বীর।—আরও তিনটি ! আশ্চর্য্য নয়, আপনার এ অনঙ্গমোহন রূপ দেখে আমি পুরুষ, আমারই মন মুগ্ধ হয়, তা রমণী। আপনি কারে ভালবাসেন ?

রণধীর।—তাইত স্থির হচ্চে না। প্রথম প্রেতপ্রভা—তাঁর বিচিত্র সৌন্দর্য্য স্মরণ হলে অন্য কাহাকেই হৃদয়ে স্থান দিতে ইচ্ছা হয় না।

বীর।—সুরসুন্দরীর কি সৌন্দর্য্য ভূষণ নাই ?

রণধীর।—আছে, কিন্তু প্রেতপ্রভার গুণ অধিক। তার নয়ন যুগল যেন অমিয়মাখা।

বীর।—আর ?

রণধীর।—প্রেতপ্রভার সহোদরা সুরপ্রভা। জগতে এতদিন আমি দুইটি মনুষ্যের অবিকল মূর্ত্তি দেখি নাই, আপনিও দেখেন নাই, কিন্তু বিধি, প্রেতপ্রভা ও সুরপ্রভার সৃষ্টি কোরে লোককে তা দেখাচ্চেন। উভয়ের রূপে গুণে আকৃতি অঙ্গে কিছুমাত্র বিভেদ নাই।

বীর।—বলেন কি ? এ যে অতি বিচিত্র !

রণধীর।—সত্য বলছি, প্রভেদের মধ্যে সুরপ্রভার কেশজাল

নীবিড় কৃষ্ণ নীরদরাজির ন্যায়, আর প্রেতপ্রভার কেশ নবোদিত প্রভাকরের ন্যায় আরক্তিম।

বীর।—তাইত, সুরপ্রভা আর প্রেতপ্রভা জগতের মধ্যে অনুপ। আর কে আপনার মন মুগ্ধ কোরেছে ?

রণধীর।—অনুপলাবণ্যবতী অতুলনা ললনা অনুপকুমারী। অনুপকুমারীর সকলই অনুপ। আকর্ণবিস্ফারিত লোচন যেন সরলতাপূর্ণ, মুখখানি যেন প্রেমভরা, রূপরাশি যেন অকৃত্রিম প্রেমের জ্যোতিঃ। তারে ভুলতে পারি নাই। এ জন্মে পারবও না।

বীর।—আপনি তারে ভালবাসেন ?

রণধীর।—হৃদয়ে হৃদয়ে ঘাত প্রতিঘাত না হলে ভালবাসা রূপ বিদ্যুত দৃষ্ট হয় না। আমি তারে ভালবাসি, সে বাসে কি না জানি না।

বীর।—যদি সে ভালবাসে ?

রণধীর।—জীবন স্বার্থক জ্ঞান করি।

বীর।—যদি সে আজ এসে হৃদয় দান কোর্ত্তে চায় ?

রণধীর।—মনে করি পুনর্জীবন প্রাপ্ত হলেম।

বীর।—তবে মনে করুন, আমিই সেই অনুপকুমারী।

রণধীর।—আপনি উপহাস কোচ্চেন বটে, কিন্তু যদি আপনি বর্ম্ম পরিধান না কোরতেন, বদন কমলে কৃষ্ণ ভ্রমরের ন্যায় নবীন গোঁপ-রেখা না হত, তাহলে আপনাকে অনুপকারী বলে ভ্রম হত।

বীর।—আপনি কি বিরহবিকারের প্রলাপ দেখছেন ?

রণধীর।—আপনার স্বরও যেন ঠিক অনুপকুমারীর মত।

বীর।—তাইত, আপনি যে ক্ষেপে উঠলেন দেখছি ? যদি আবার সত্য সত্যই আমাকে অনুপকুমারী ভেবে আলিঙ্গন কোরতে

আসেন তাহলেই প্রতুল ! প্রেমের এমনি মহিমাই বটে। আপনার সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছি, আসুন উভয়ের অঙ্গুরী বিনিময় কোরে মিত্রতাবন্ধন দৃঢ় করি। আর আপনিও না হয়, ভাবুন যে, অনুপকুমারীর সহিত প্রেমের বিনিময় কোচ্চেন। (উভয়ের অঙ্গুরী বিনিময়।)

রণধীর।—আপনি দুইবার কালের করাল কবল হতে আমার জীবন রক্ষা করেছেন, আপনার ঋণ আমি এ জন্মে পরিশোধ কোরতে পারব না।

বীর।—যাহক ভাই ! আমরা যে মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হলেম, যেন আবার প্রেতপ্রভা, সুরপ্রভা প্রভৃতি আপনার প্রেমভিখারিণীদের তাড়নায় ছিন্ন না হয়। বিরহবিকারে আপনি আকুল হয়েছেন, মনে করুন, আপনার চারিজন প্রেমভিখারিণীর জন্য একজনই যেন প্রার্থনা কচ্চে,—

গীত।

রাগিণী শ্যাম—তাল একতালা।

মনে রেখো নাথ ! মিনতি চরণে।
বিকায়েছি মন, প্রাণ, এ যৌবনে।
নানা ফুলে রঙ্গ, কর তুমি ভৃঙ্গ !
যেন সুখ-ভঙ্গ, ঘটে না জীবনে।
হেরি রূপরাশি, সুখ-নীরে ভাসি,
প্রণয় প্রয়াসী, নব রসময় হে ঃ—
ও চরণে স্থান, চাহি তাই প্রাণ,
রেখো প্রেম-মান, পরম যতনে।

রণধীর।—আপনি যেমন বীর, তেমনি রূপবান, রসিক, এবং আপনার স্বরও সেইমত কমনীয়।

বীর।—আপনার মনকে শান্ত করবার জন্যই যা জানি তাই গাইলেম।—আপনি এ কাশ্মীরে আর কদিন থাকবেন?

রণধীর।—শিখরাজ কাশ্মীর জয় সমাধা কোরলেই তাঁর সঙ্গে লাহোরে যাব।

বীর।—তবে আপনার সঙ্গে এখন আরও দেখা হবার সম্ভাবনা। এখন চলুন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

কাশ্মীর—বীরাঙ্গনগর—বিচিত্রদুর্গ-সন্নিহিত শিখ-শিবির।

(রণজিৎ সিংহের প্রবেশ।)

রণজিৎ।—(স্বগত) যে রণজিৎ এই অসি-বলে সমগ্র পঞ্চনদ রাজ্য একছত্র করেছে, যে রণজিৎ রাজনীতি-কৌশলে দুর্দ্দান্ত শিখ সরদার দিগকে পদতলে দলন কোচ্চে, যে রণজিৎ চতুরচূড়ামণি ইংরাজ জাতিকে ভ্রূক্ষেপ করে না, আজ সামান্য মলহর সিংহ সেই রণজিতের প্রতিদ্বন্দ্বি! কি বিভ্রাট! সত্য বটে মলহর, কারাগার হতে অপূর্ব্ব উপায়ে পলায়ন করে, আমার চক্ষে ধূলি

নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু যদিও আমি তার প্রাণ দান কোরতেম, এখন আর তার নিস্তার নাই। এই অসি নিশ্চয়ই তার রক্তপান কোরবে। কাপুরুষ মলহর, আর কদিন বিচিত্রদুর্গ রক্ষা কোরবে? ভারত মহাসাগরের প্রবল তরঙ্গ-মুখে কতদিন বালির বাঁধ থাকবে? কাশ্মীরের সমগ্র হিন্দু উত্তেজিত, সকলেই স্বাধীনতা—জাতীয় স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য অসিহস্তে দণ্ডায়মান বটে, কিন্তু আমি বলছি, এ ভারতে হিন্দুর সুখসূর্য্য চিরদিনের মত অস্তগত। যেদিন সেই কাগ্গারের সমর-প্রাঙ্গণে আর্য্যকুলরাজ বীরবর পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর হস্তে জীবন দিয়েছেন, সেই দিন হতেই হিন্দুজাতির স্বাধীনতা দীপ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হয়েছে। আর যবন?— যে যবনের প্লাবনে ভারত ছার খার হয়েছে, যে যবনের বাহুবলে— অত্যাচারে ভারতের সুখ-নিশী বিগত, এখন আর সে যবন নাই। এখন সে যবন অলস—বিলাসী। বিলাসিতাই স্বাধীনতার পরম শত্রু। আমি আবার বলছি, হিন্দুর সুখসূর্য্য অস্তগত। রণজিতের এই অসি একদিকে কাবুল কান্দাহার, তিব্বত তাতার জয় কোরে শিখ-রাজ-পতাকা মৃদুলহিল্লোলে উড়াবে, অন্যদিকে চতুরচূড়ামণি ইংরাজ জাতি ভারতের অবশিষ্টাংশ গ্রাস কোরবে। হিন্দুর আর আশা নাই। যেখানে ধর্ম্মবিচ্ছেদ সেখানেই অবনতি। ভারতে যতদিন এক ধর্ম্ম ছিল, ততদিন শান্তি নৃত্য কোরেছে, এখন ভারতে নানা ধর্ম্ম প্রভুত্ব কোচ্চে, নানা জাতি বিরাজ কোচ্চে, যত দিন না এই ধর্ম্মবিচ্ছেদ বিদূরিত হবে, যত দিন না সকল জাতি এক হবে, ততদিন ভারতের মঙ্গল নাই। কিন্তু যতদিন রণজিৎ জীবিত থাকবে, ততদিন কি হিন্দু, কি যবন, কি ইংরাজ কোন্ জাতির সাধ্য রণজিৎ সিংহের কবল হতে এক খণ্ড রাজ্য গ্রহণ করে?

(দেওয়ান চাঁদের প্রবেশ।)

রণজিৎ।—কি সংবাদ ?

দেওয়ান চাঁদ।—বড় সুবিধা নয়। এ বিচিত্রদুর্গ অভেদ্য। ক্রমাগত দুই দিন যাবত গোলা বর্ষণ করা যাচ্চে, কিন্তু একস্থলও ভেদ করা গেল না।

রণজিৎ।—দুর্গে কত সৈন্য আছে বোধ হয় ?

দেওয়ান চাঁদ।—নিশ্চিত বলতে পারি না। শুনা যায় দশ সহস্রাধিক সৈন্য আছে।

রণজিৎ।—সেনাপতি! মলহর, কয়দিন এই দশ সহস্র সৈন্য লয়ে দুর্গে অবস্থান কোরবে ?

দেওয়ান চাঁদ।—এখন কি করা কর্ত্তব্য ?

রণজিৎ।—যেমন অবরোধ করে গোলা বর্ষণ কোচ্চ, ক্রমাগত তাই চলতে থাকুক। মলহর, কয়দিন আত্মসমর্পণ না কোরে দুর্গে থাকবে? খাদ্য ও বারুদ, গোলা, সকলই শীঘ্র শেষ হবে। কাজেই তখন আত্মসর্পণ ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই।

দেওয়ান চাঁদ।—কিন্তু যেরূপ দেখছি, তাতে এরা অনাহারে মরবে, তথাপি আত্মসমর্পণ কোরবে না।

রণজিৎ।—ও তোমার বুঝবার ভ্রম। খাদ্য শেষ হলে সৈন্যেরা কখনই মলহরের আজ্ঞায় অনাহারে মরবে না। তারা তখন জীবন রক্ষার জন্য অবশ্যই বিনা বন্দোবস্তে দুর্গ সমর্পণ কোরবে।

দেওয়ান চাঁদ।—যদি সন্ধি কোরতে প্রস্তুত হয় ?

রণজিৎ।—সন্ধি ?—সন্ধি কারে বলে? কাশ্মীরের রাজধানী জয় করে আবার সন্ধি ? আমি কি সন্ধি করবার জন্যে এই দূরদেশে এসে কাশ্মীরকে নররক্তে প্লাবিত কোচ্চি ? দিগ্বিজয় যার বাসনা, সে কি সন্ধির নাম শুনে? আর সন্ধি কোরবই বা কার সঙ্গে ?

মলহর, কি কাশ্মীরের অধিপতি ? ধনবান্ সরদার মাত্র, তার সঙ্গে রণজিৎ সিংহ সন্ধি কোরবে ? তুমি যাও, যতক্ষণ না মলহর আত্মসমর্পণ করে, ততক্ষণ এক মুহূর্ত্ত যেন গোলাবর্ষণ নিবৃত্তি না হয়।

দেওয়ানচাঁদ।—যথাজ্ঞা—

[দেওয়ান চাঁদের প্রস্থান।

রণজিৎ।—(স্বগত) জগতে যে পুরুষ, সাহস আর বীরত্বে ভূষিত, সে পুরুষ যদি সেইমত রাজনীতিকুশলী হয়, তাহলে তার অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। শুনেছি, চতুরচূড়ামণি ক্লাইব, এইমত ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। তিনি বিজাতীয় হলেও বীর বলে আমি তাঁরে সহস্রবার প্রণাম করি। রণজিৎ যদি ক্লাইবের মত আর একটি সহচর পায়, তা হলে দেখে,স—মগ্র ভারত দূরে থাক, সমগ্র জগত জয় কোরতে পারে কি না।

(কুমার খড়্গসিংহ এবং শ্বেতপতাকাহস্তে জনৈক দূতের প্রবেশ।)

খড়্গসিংহ।—বিচিত্রদুর্গ হতে মলহর সিংহের প্রেরিত এই দূত উপস্থিত।

রণজিৎ।—শ্বেতপতাকা হস্তে দেখছি। সন্ধিপ্রার্থী ?

খড়্গসিংহ।—আজ্ঞা হাঁ।

রণজিৎ।—দূত ! তোমার প্রভুর কি অভিপ্রায় ?

দূত।—সরদার মলহর সিংহ, যথাবিহিত অভিবাদন করে, এই প্রস্তাব উপস্থিত কোচ্চেন যে, মহারাজ রণজিৎ সিংহ যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হন। সরদার মলহর সিংহ, এই যুদ্ধের ব্যয় কারণ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা দান কোরতে প্রস্তুত, এবং প্রতি বৎসর রাজকর স্বরূপ বিংশতি খণ্ড উৎকৃষ্ট কাশ্মীরী শাল এবং দশ লক্ষ মুদ্রা দান কোরতে বাসনা করেন।

রণজিৎ।—রণজিৎ সিংহ এই প্রস্তাবের উত্তরে বলছে যে, কাশ্মীর-দুর্গে শিখরাজ-পতাকা চিরদিনের জন্য উড্ডীয়মান কোরতেই শিখসৈন্যদল এখানে উপস্থিত। সন্ধি বন্ধন করা প্রার্থনীয় নয়।

দূত।—সরদার মলহর সিংহ এ প্রশ্নের এই উত্তর দান কোচ্চেন যে, শিখরাজ যদি সন্ধি বন্ধন কোরতে অস্বীকৃত হন, তাহলে তাঁর কাশ্মীর শাসন করা দুরূহ হবে। কাশ্মীরের প্রত্যেক হিন্দু, সময়ে অবশ্যই আবার অসি ধারণ করে শিখরাজকে উচিত শিক্ষা দেবে।

রণজিৎ।—রণজিৎ সিংহ এ উত্তর শ্রবণে ভীত নয়। কাশ্মীরের সমস্ত হিন্দু ষড়যন্ত্র কোরে রণজিতের বিরুদ্ধে অসি ধারণ কোরেছিল, তারা এখন কোথায়? তোমার প্রভুকে বোলো স্বাধীনতার নামে সকল জাতিই সহজে উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু জগদীশ্বর যাদের পদে পরাধীনতা-শৃঙ্খল দিয়েছেন, তারা সহস্র চেষ্টা কোরলেও অসময়ে স্বাধীনতা উপার্জ্জন কোরতে পারবে না। রণজিৎ, যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন মলহর সিংহ, সহস্রবার চেষ্টা কোরলেও জাতীয়-স্বাধীনতা উদ্ধার কোরতে পারবে না।

দূত।—সরদার মলহর সিংহ, এ কথার এই উত্তর দেন যে, যদি শিখরাজ সহজে সন্ধি কোরতে প্রস্তুত না হন, তাহলে তিনি যেন ভাবেন না যে, বিচিত্রদুর্গ তাঁর হস্তগত হবে। এক্ষণে আমি বিদায় হই।

[দূতের প্রস্থান।

খড়্গসিংহ।—চর-মুখে শুনলেম, শ্রীনগরের কতক অধিবাসী

না কি পলায়িত সৈন্য সংগ্রহ করে আমাদের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ কোরতে বাসনা কোরেছে।

রণজিৎ।—যে রাজ্যের প্রজারা স্বাধীনতার জন্য উদ্দীপ্ত, তাদের সহজে বশ করা যায় না। তুমি এই দণ্ডেই দশ সহস্র সৈন্য লয়ে শ্রীনগর অভিমুখে যাও। রাজধানীতে গিয়ে ঘোষণা করে দাওগে যে, যে প্রজা শিখ-সৈন্যের বিরুদ্ধে অসি ধারণ কোরবে, যুদ্ধ সমাপ্তির পর তার বংশের একজনও জীবিত থাকবে না।

খড়্গ সিংহ।—যথাজ্ঞা।

[খড়্গ সিংহের প্রস্থান।

রণজিৎ।—(স্বগত) কাশ্মীরবাসী হিন্দুরা স্বাধীনতার নামে পাগল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এরা ভাবে না যে, এরূপ অবস্থায় স্বাধীনতা অর্জ্জন দুরূহ। যখন প্রত্যেক অধিবাসীর শিরায় শিরায় স্বাধীনতার আশা প্রবাহিত হবে, যখন প্রাণকে অসার ভেবে জন্মভূমির জন্য বলি দিতে উদ্যত হবে, যখন ক্ষণজন্মা বীরবৃন্দে জন্মভূমি ভূষিত হবে, তখন একদিন এ আশা সফল হতে পারে। নচেৎ দেহে বল নাই, সমাজে ঐক্যতা নাই, গৃহে অন্ন নাই, দাসত্ব যখন সার, তখন সে জাতির আরও শত বৎসর অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য।

(স্বর্ণবর্ম্মাবৃত বীরকে লইয়া দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।)

প্রথম-সৈনিক।—এই অস্ত্রধারী, প্রধান সেনাপতির বস্ত্রাবাসের পশ্চাতে এক বৃক্ষতলে গুপ্তভাবে অবস্থান কোচ্ছিল। মহারাজের নিকট বিচারার্থ আনয়ন কোল্লেম।

রণজিৎ।—তুমি কে?

বীর।—সত্য কথা বোললেও আপনি আমারে শত্রুপক্ষীয় ভাববেন।

রণজিৎ।—বুঝেছি, তুমি একজন বড় চতুর লোক। তোমার অঙ্গ বর্ম্মাবৃত, সঙ্গে অস্ত্র, তুমি শত্রুপক্ষের চর নওত কি? কেন তুমি শিবিরের পার্শ্বে অবস্থান কোচ্ছিলে? তোমার উদ্দেশ্য কি?

বীর।—আমার কোন উদ্দেশ্যই নাই। আমি বৃক্ষতলে বসে বিশ্রাম কোচ্ছিলেম মাত্র।

রণজিৎ।—যদি প্রাণের আশা রাখ, সত্য বল, নচেৎ সামরিক বিচারে তোমার কি দণ্ড দেওয়া উচিত তা জান?

বীর।—আমি এ জন্মে একবারও সামরিক বিচারে দণ্ড পাই নাই। সামরিক বিচারালয় যে আছে, তাও জানি না।

রণজিৎ।—আমার নিকট ছলনা? তুই শত্রুপক্ষের গুপ্ত চর, তোর প্রাণ দণ্ড বিহিত।

বীর।—সত্য বলছি, আপনার শত্রুপক্ষের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই।

রণজিৎ।—আবার মিথ্যা কথা। তোর আর নিস্তার নাই। বল তুই কে?

বীর।—আমি শ্রীনগর হতে আসছি, যুদ্ধ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

রণজিৎ।—তবে রে পাপাত্মা! (কাটিতে উদ্যত)

বীর।—মহারাজ! কাটবেন না, কাটবেন না, বলছি, বলছি।

রণজিৎ।—বল, তুই কে?

বীর।—(কৃত্রিম গোঁপ এবং উষ্ণীষ নিক্ষেপ) মহারাজ! দেখুন আমি কে।

রণজিৎ।—একি! তুমি রমণী! বালিকা! তুমি এ বীর-

বেশে ভূষিতা কেন? শান্তি সতীর এ বিদ্রোহ ভূষণ কেন?

বীর।—(নিজ বক্ষস্থল হইতে স্বর্ণকৌটা বাহির করিয়া রণজিতের হস্তে প্রদান।) মহারাজ! এই নিন, জানুন আমি কে।

রণজিৎ।—(কৌটা খুলিয়া কেশ ও অঙ্গুরী দর্শনে স্বগত) একি! হা! বিবাহ-রজনীতে প্রাণেশ্বরী হিঙ্গণকুমারীর অঙ্গুলীতে যে এ অঙ্গুরী দিয়েছিলেম! আজি পঞ্চদশ বর্ষ হল সে প্রাণময়ীর কোন সংবাদ নাই! ওঃ! প্রিয়া এ জগতে নাই। উঃ! হৃদয়ের নির্ব্বাপিত শোকানল আবার জ্বলে উঠল।

বীর।—(স্বগত) একি? শিখরাজ এমন বিমর্ষ হলেন কেন? এত বীরত্ব, এত উত্তেজনা, এত ভীতি প্রদর্শন, এক সামান্য অঙ্গুরী আর কেশ গুচ্ছ দর্শনে দূর হল। কি বিচিত্র! আমিত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। বীরের হৃদয় পাষাণে গাঁথা। যাঁদের নিজের প্রাণের প্রতি মমতা নাই, সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ যাঁরা হাস্যবদনে হরণ করেন, তাঁদের সেই হৃদয়কে ভিন্নভাবে পরিণত করে, জগতে এমন কি পদার্থ আছে?

রণজিৎ।—তুমি এ অঙ্গুরী আর কেশ কোথায় পেলে?

বীর।—বিচিত্রনিবাসের এক বৃদ্ধ ভৃত্য ধরম সিংহ আমায় দিয়েছে।

রণজিৎ।—ধরম সিংহ?—এখনও সে জীবিত আছে?

বীর।—আজ্ঞা হাঁ।

রণজিৎ।—তুমি কে?

বীর।—ধরম সিংহ বলেছে যে, এই অঙ্গুরী ও কেশ যার, আমি তাঁর অভাগিনী তনয়া। আমার নাম অনুপকুমারী।

রণজিৎ।—অঁ্যা! তুমি তাঁর অভাগিনী তনয়া। (দূরে অসি নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বগত) ওঃ! আজ কি পাপ-পঙ্কেই লিপ্ত

হচ্ছিলেম। নিজ হস্তে নিজ তনয়ার প্রাণবধ! বৎসে! অনুপকুমারী! তুমি অভাগিনী নও, আমিই অভাগা—আমিই তোমার পাপিষ্ঠ পিতা—

অনুপকুমারী।—(রোদন স্বরে) পিতা!—পিতা!—পিতা! আমার মা কোথায়?

রণজিৎ।—(স্বগত) যে কাষ্ঠ খণ্ড একবার প্রজ্জ্বলিত হয়ে নির্ব্বাপিত হয়েছে, সে কাষ্ঠ-মুখে অগ্নি-কণা পতিত হবা মাত্রেই দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হয়। আজ আমার শোকানল-দগ্ধ হৃদয়ের দশাও সেইমত। প্রিয়তমা হিঙ্গণকুমারির শোকে হৃদয় এক সময়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে জীবনকে আকুল করেছিল, সময়ের গতিতে সে কাতরতা নিবারিত হয়, আজ আবার সেই যাতনা—সেই ভীম বজ্রাঘাত পুনঃ পতিত হল! হিঙ্গণকুমারী যে নাই, বোধ হয় অনুপ তা এখনও জানতে পারে নাই, এখন এরে সে কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু আমি আর স্থির থাকতে পাচ্চি না। সহস্র বৃশ্চিক যেন আমার হৃদয়কে দংশন কোচ্চে। উঃ! কি যাতনা! (প্রকাশ্যে) অনুপ! উতলা হয়োনা, অচিরে বিচিত্রনিবাস জয় হলে বৃদ্ধ ধরম সিংহের নিকট সমস্ত বিষয় জানতে পারবে। এখন চল, তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা খড়্গা সিংহের সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিইগে। আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে তোমার ন্যায় হারানিধিকে প্রাপ্ত হলেম। আমি বীর, কিন্তু কাশ্মীর বিজয়ে আমি যতদূর না আনন্দিত হয়েছি, তোমারে প্রাপ্ত হয়ে তার সহস্রাংশে প্রমোদ-পারিজাত-সৌরভে পুলকিত হলেম। তোমার এ নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্র যে দেখতে পাব, এ জীবনে আমার এ আশা ছিল না।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চদশ দৃশ্য।

কাশ্মীর—বীরাঙ্গনগর—শিখ-শিবির-সন্নিহিত কুঞ্জবন।

(অনুপকুমারীর প্রবেশ।

অনুপকুমারী।—(স্বগত) ভালবাসা ভাল কে বলে ? ভালবাসার যত জ্বালা, জগতে এমন জ্বালা আর কিছুতেই নেই। আমি ছিলেম অনাথিনী—কৃষক-বালা, এখন শিখরাজ-নন্দিনী! বলতে পার, এমন সৌভাগ্য পরিবর্ত্তনে আবার দুঃখ কিসের ? কিন্তু আমার দুঃখ কে বুঝবে ? আমি বনে বনে বেড়াতেম, বন-ফল খেতেম, বন ফুলের হার গেঁথে পরতেম, বন-লতার বিবাহ দিয়ে কাল কাটাতেম, মনে কোন জ্বালাই ছিল না, কিন্তু যে দিন (হা! যে দিন স্মরণ হলে এখনও হৃদয় নৃত্য করে!) যে দিন সেই গভীর রজনীতে গহন কাননে বীরবর রণধীর আমায় দস্যুহস্ত হতে উদ্ধার করেন, সেই দিন—সেই মুহূর্ত্ত হতেই আমার শূন্য হৃদয়ে যেন পাযাণভার পতিত হয়। রণধীর—আমার রণধীর সেই মোহন বেশে—সেই হেসে হেসে যখন আমায় অভয় দেন, তখনই যেন কে আমার হৃদয়ে সেই পাষাণভার অর্পণ করে। সে ভালবাসা-পাষাণ-ভার আর নড়ে না, কিন্তু আমার প্রাণ যে যায়। হা! সেই রণধীর, যখন সেই পর্ণকুটীর হতে বিদায় হন, সেই স্বর্গীয়রূপে মন মুগ্ধ করে ধীরে ধীরে গমন করেন, সেই দিন, হাঃ! সে দিন কি আর আসবে ? রণধীর যতই ধীরে ধীরে নয়নের অন্তর হলেন, ততই যেন সেই ভালবাসা পাষাণ আমার অন্তরে অন্তরে বদ্ধ হল।

রণধীর—সেই রণধীর, এখন কার? আমার?—না—বীরবেশে পরীক্ষা কোরেও দেখলেম, রণধীর কেবল আমার নন, রণধীর পরের। রণধীরকে কি পাব না? যদি না পাই, তবে কেন সে রণধীর, আমার সরল মনে এ ভালবাসা অঙ্কিত কোরলেন? ভালবাসার এই দশা জানলে কখনই রণধীরকে অমৃতময় ভেবে, মনে মনে বরণ কোরতেম না।

গীত।

রাগিণী কোকভ—তাল আড়াঠেকা।

সুখ-সাধ তরী,
ডুবিল কি করি!
ভালবেসে পরে, দহিল অন্তরে,
বিরহ-বিকারে, বুঝি প্রাণে মরি।
ভাবিনে কখন, পুরুষ এমন,
করে জ্বালাতন, অবলা বালারে ঃ—
ভালবাসা ভাল, হল বুঝি কাল,
অকালে শুকাল, প্রণয়-বল্লরী!

(রণধীর সিংহের প্রবেশ।)

রণধীর।—(স্বগত) একি! এযে সেই প্রাণপ্রতিমা অনুপ কুমারী! আমি মনে করেছিলেম প্রেতপ্রভা। আহা! স্বর্গীয়রূপে কানন কি জ্বলন্ত জ্যোতিই বিকাশ কোচ্চে। (প্রকাশ্যে) সুন্দরি! আপনি যে এখানে?

অনুপকুমারী।—আপনার অন্বেষণে।

রণধীর।—আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে যে, আপনার ন্যায়

স্বর্গীয়রূপ-ভূষণে ভূষিতা রমণীরত্ন, আমার ন্যায় হতভাগ্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হবেন ?

অনুপকুমারী।—বীরবর! জগতে এমন কোন ভাষা নাই, এবং সে ভাষায় এমন কোন শব্দ নাই, যাতে আমার মনের ভাব আপনারে জ্ঞাত করি। আমি কৃষক-বালা, আপনি সম্ভ্রান্ত বীর, আপনার ওরূপ বাক্য প্রয়োগ আমার পক্ষে লজ্জাকর। যাহক, আপনি এতদিন বোধ হয় পরমানন্দে ছিলেন।

রণধীর।—সুন্দরি! আনন্দ যে জগতে আছে, তা এখনও জানতে পারি নাই। এতদিন কেবল আপনার এই অমিয়মাখা রূপরাশি ধ্যান কোরেই জীবিত ছিলেম।

অনুপকুমারী।—ভারতবিদিতা রূপবতী সুরসুন্দরী কি আপনার নবীন জীবনে নবীন সুখ দান করে নাই ?

রণধীর।—সুরসুন্দরী—সুরসুন্দরী—হাঁ, তাঁরে কারাগার হতে উদ্ধার কোরতে চেষ্টা করেছিলেম বটে, কিন্তু—কিন্তু—

অনুপকুমারী।—আর প্রেতপ্রভা ? গুণবতী প্রেতপ্রভার অনুপ রূপজ্যোতিতে আপনার নয়ন কি প্রভাহীন হয় নাই ?

রণধীর।—প্রেতপ্রভা, বটে তাঁরে এই শিখরাজের শিবিরে দেখেছি। কিন্তু—

অনুপকুমারী।—আর সুরপ্রভা ? সে কি আপনার হৃদয়কে বিচলিত করে নাই।

রণধীর।—(স্বগত) তাইত, এসকল বৃত্তান্ত অনুপ জানলেন কি করে ?

অনুপকুমারী।—বীরবর! নীরবে রৈলেন যে ?

রণধীর।—সুন্দরি! আমি এই অসি স্পর্শ কোরে বলছি, আমার মন কখনই আপনাকে ক্ষণমাত্র বিস্মৃত হয় নাই। শরতের

নীল নৈশাকাশে উজ্জ্বল তারকাবলি নয়নকে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু সিত চন্দ্রিকা উদয় হলে আর সে তারকার প্রতি নয়নের দৃষ্টি পতিত হয় না। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি এ সমস্ত বিষয় কিরূপে জানলেন ?

অনুপকুমারী।—ভাগ্যবলেই আপনার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেম।

রণধীর।—(স্বগত) এ কি কথা ? আমার সঙ্গে সঙ্গে ? কিছুইত বুঝতে পাচ্চি না। (প্রকাশ্যে) সুন্দরি ! উপহাস কোচ্চেন ?

অনুপকুমারী।—উপহাস নয়। মনে পড়ে—সেই গহন বনে আপনি ধরাসনে পতিত ? সেই প্রেমের জন্যে জীবন দানে উদ্যত হয়েছিলেন ? মনে পড়ে—সেই ভীষ্মাচার্য্যের আবাসে সুরসুন্দরীকে উদ্ধারের জন্যে গমন কোরেছিলেন ? সেই প্রহরীদের সঙ্গে যুদ্ধ ? মনে পড়ে—সেই ভূধরশিখরে দুই বীরের আলাপ ?—সেই অঙ্গুরী পরিবর্ত্তন ?—সেই হৃদয়ের কথা ?

রণধীর।—(স্বগত) তাইত, কিছুই যে অজ্ঞাত নাই। অঙ্গুরী পরিবর্ত্তনের কথা জানলেন কি করে ? সেই বীরবর কি অনুপকুমারীর হৃদয়ের ধন ? তিনিই কি এ সব কথা বলেছেন ? না, এই যে, আমার সেই অঙ্গুরী অনুপের চম্পকাঙ্গুলীতে রয়েছে ! আমার অনুমান সত্য হল না কি ? সেই বর্ম্মাবৃত বীর যখন হেসে হেসে আলাপ করেন, তখনই আমি বলেছিলেম যে, আপনার স্বর সেই অনুপকুমারীর মত। ইনিই কি সেই বীর ? (প্রকাশ্যে) সুন্দরি ! দেখছি আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। আপনিই কি বীরবেশে এ দাসকে বার বার দুইবার মৃত্যু-মুখ হতে উদ্ধার করেন ?

অনুপকুমারী।—উদ্ধার কোরেছি বটে, কিন্তু আপন ভেবেই উদ্ধার কোরেছিলেম, এখন জেনেছি যে, আপনি পরের প্রাণ।

রণধীর।—আমি এই অসি স্পর্শ কোরে পুনরায় বলছি যে, যদিও আমি অন্য রমণীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান কোরতে উদ্যত হয়েছিলেম, কিন্তু তথাপি আপনার ঐ সহাস আনন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারি নাই। আপনিত বীরবেশে জানতে পেরেছেন যে, আপনার জন্য আমার হৃদয় কাতর কি না? আপনি আমার জীবন রক্ষক, আপনার ঋণ আমি সহস্র জন্মেও পরিশোধ কোরতে পারব না। এই অসি আপনার চরণে অর্পণ কোরলেম—এ জীবন আপনাকে বিক্রয় কোরলেম—সুরপ্রভা, প্রেতপ্রভা, সুরসুন্দরী সকলকেই হৃদয়াকাশ হতে বিদূরিত কোরলেম, এখন বলুন আপনি কি আমার?

অনুপকুমারী।—আমি দুঃখিনী কৃষকবালা, আপনি সম্ভ্রান্ত বীর—

রণধীর।—সুন্দরি! আপনি কৃষক-বালা বটেন, কিন্তু আপনার ন্যায় রূপবতী রমণী ভারতে নাই। বীর-বালা অপেক্ষা আপনার সাহস, আপনার ক্ষমতা বীরবালা অপেক্ষা অধিক। যেদিন আপনি সেই বনমধ্যে দস্যু-হস্তে পতিত হন, সেদিনকার আপনার সেই মূর্চ্ছাপন্নভাব স্মরণ হলে বোধ হয় আপনি সে অনুপকুমারী নন। তপন কিরণ আর জলদকণা মিশ্রিত হলে যেমন নয়নরঞ্জন রামধনুর উদয় হয়, সেইমত আপনার সরলতাময় স্বভাব, আর বীরত্ব একত্র মিশ্রিত হয়ে, বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রকাশ কোচ্চে। আবার বলি, আমি এ জীবন আপনার চরণে বিক্রয় কোরলেম, আপনি যদি কৃপা না করেন, বলুন, এই অসি এখনই আমার জীবনের শেষ সীমা আপনারে দেখাবে।

অনুপকুমারী।—বীরবর! আপনি যদি আমারে কৃষক-বালা বলে ঘৃণা না কোরে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ কোরতে চান, তাহলে আমার পিতার অনুমতির অপেক্ষা কোরতে হবে।

রণধীর।—আপনার পিতা সেই উদারহৃদয় শিবদয়াল সিংহ বোধ করি কখনই অমত কোরবেন না। আমি আজই তাঁর নিকট গমন কোরতে প্রস্তুত আছি।

অনুপকুমারী।—তাঁর নিকট গমন করা বৃথা। তিনি আমার পালক পিতা।

রণধীর।—সে কি? তবে আপনার জনক কে?

অনুপকুমারী।—মহারাজ রণজিৎ সিংহ।

রণধীর।—মহারাজ রণজিৎ সিংহ? কি বিচিত্র কথা! তবে আপনি এতদিন কৃষক-বাসে ছিলেন কেন? কোথায় লাহোর, কোথায় কাশ্মীর, কোথায় রাজপ্রাসাদ, কোথায় পর্ণ কুটির, কোথায় রাজচক্রবর্ত্তী, কোথায় কৃষক, এর মধ্যে কি রহস্য আছে বুঝতে পাচ্চি না।

অনুপকুমারী।—আমিও এ রহস্যের অর্থ অনবগত। পিতা যেদিন বিচিত্রদুর্গ জয় কোরবেন, সেই দিন এই রহস্য প্রকাশ পাবে, তিনি এমন আশা দিয়েছেন।

(সুরপ্রভার ধীরে ধীরে প্রবেশ।)

সুরপ্রভা।—(স্বগত) কে বলে পুরুষ, রমণীর শত্রু? কে বলে পুরুষেরাই রমণীদের জ্বালাতন করে? কে বলে পুরুষদের নিষ্ঠুরাচরণেই রমণীরা চিরদিন যাতনানলে দগ্ধ হয়? না, কখনই না। রমণীর শত্রু—রমণী। প্রত্যেক রমণীই নিজ নিজ রূপরূপ অনলকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত কোরে বসে আছে, পুরুষ পতঙ্গেরা তাতে ঝম্প প্রদান কোচ্চে। যে রমণীর রূপাগ্নি অপরের অপেক্ষা সমধিক প্রজ্জ্বলিত, সেই রূপানলপ্রিয় পুরুষ পতঙ্গ অমনি সেই কুণ্ডে পতিত হবার জন্য উড্ডীয়মান হয়। আমার হৃদয়ের নিধি, জীবন-সর্ব্বস্ব,

রণধীর আমার রণধীর আজ পরের! এ কে? এ রাক্ষসী কোথা-হতে এসে আমার হৃদয়াকাশের মোহন শশীকে কেড়ে নিলে? (ধীরে ধীরে অগ্রসর) এ মহারাজ রণজিৎ সিংহের শিবির—এ শিবিরে রণধীরই বা কি সাহসে এ চণ্ডালিনীকে এনে আমার শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ কোচ্চে?

রণধীর।—সুরপ্রভা! এতদিন তোমরা দুই ভগ্নী ছিলে, এই নাও আর এক ভগ্নী।

সুরপ্রভা।—(স্বগত) কি! এতদিন "আপনার, আপনি" শুনতেম, আজ কি না "তোমার" শুনতে হল। দেখছি প্রেম একটি চষমা বিশেষ, যতক্ষণ পুরুষের চক্ষে থাকে, ততক্ষণ ভাল-বাসা—আর চষমা ভাঙ্গলেই পর।

রণধীর।—ইনি মহারাজ রণজিৎ সিংহের নন্দিনী।

সুরপ্রভা।—কি! মহারাজ রণজিৎ সিংহের নন্দিনী? না, কখনই না।

(রণজিৎ সিংহের প্রবেশ।)

রণজিৎ।—হাঁ সুরপ্রভা, অনুপ আমার কন্যা—হারানিধি। অনুপ! সুরপ্রভাকে আমি তনয়ার ন্যায় জ্ঞান করি। ভগ্নী বলে এঁরে মান্য কোরো। (সুরপ্রভার হস্তে অনুপকে দান)

অনুপকুমারী।—(স্বগত) ইনিই কি রণধীরের হৃদয় অধিকার কোরেছিলেন? এঁকে স্পর্শ কোরতেই যে হৃদয় কাতর হয়।

সুরপ্রভা।—(স্বগত) এতক্ষণ দূরে থেকে এ রাক্ষসীকে দেখেই কেবল আমার হৃদয় জ্বলে যাচ্ছিল, এখন রাক্ষসীর অঙ্গ স্পর্শ কোরে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে। আমার সাক্ষাতে আমার হৃদয়ের নিধিকে কেড়ে নিলে! এ যাতনা কি সহ্য হয়?

রণধীর।—মহারাজ! অনুপকুমারী যে আপনার তনয়া, তা আমি ভ্রমেও ভাবি নাই। এঁরে আমি বৃদ্ধ কৃষক শিবদয়াল সিংহের আবাসে দেখেছিলেম। কিন্তু তখন এঁরে দেখে আমার মনে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়। কারণ এরূপ পরমাসুন্দরী গুণবতী রমণীর কৃষক-ঔরষে জন্ম গ্রহণ করা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়।

রণজিৎ।—আপনি সে কৃষক-বাসে গিছলেন কেন?

রণধীর।—অনুপকুমারীর নিতান্ত অনুরোধেই আমি তথায় যেতে বাধ্য হই।

অনুপকুমারী।—পিত, আমি একদিন সন্ধ্যার সময়ে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই, ইনিই আমারে সেই বিপদ হতে উদ্ধার কোরে আমার জীবন রক্ষা করেন।

রণজিৎ।—বটে?—বীরবর! আপনি আমার তনয়ার প্রাণ-রক্ষক; এতদিন আপনারে কেবল মিত্র বলে জানতেম, এখন জানলেম যে, আপনার এ ঋণ অপরিশোধনীয়। আপনি এক পক্ষে সুরপ্রভার প্রাণ রক্ষা করেছেন, আবার অন্য পক্ষে আমার নয়নের তারা হারানিধি অনুপের জীবন রক্ষা কোরেছেন, আমি এ জন্মে আপনার এ ঋণ পরিশোধ কোরতে পারব না। অনুপ! জিজ্ঞাসা করি, দস্যুরা তোমাকে কেন আক্রমণ কোরলে? আর তারা কে?

অনুপকুমারী।—পিত! পাপিষ্ঠের নাম উচ্চারণ কোরতে ঘৃণা বোধ হয়। মলহর সিংহের পুত্র পাপাত্মা সুন্দর সিংহ নিজে চারিজন দস্যু লয়ে আমারে আক্রমণ করে।

রণজিৎ।—কি! পাপাত্মা সুন্দর সিংহের হৃদয় এত কলুষিত? এর উচিত ফল অবশ্যই পাবে।

রণধীর।—মহারাজ! প্রবল পরাক্রান্ত শিখরাজের কন্যা কাশ্মীরে কৃষক-কুটীরে কেন ছিলেন, এটি জানতে বড়ই বাসনা হচ্চে।

রণজিৎ।—অবশ্য, রাজকন্যার কৃষক-বাসে অবস্থান অতি বিচিত্র। কিন্তু অনুপকুমারী যে, এতদিন কৃষক-বাসে ছিল, তা আমি জানতেম না। জানলে বোধ হয় মাকে এত কষ্ট ভোগ কোরতে হত না। আপনি অনুপের জীবন রক্ষক, অতএব এক্ষণে এ সম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ গূঢ় রহস্য প্রকাশ কোরতে বাধ্য হচ্চি। আপনি আমার পরম মিত্র, পরমোপকারী, আপনার নিকট কোন কথা আর গোপন করাও আমার উচিত নয়। চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হল, অনুপের মাতা রাণী হিঙ্গণকুমারীকে আমি হারায়েছি।

রণধীর।—কারণ?

রণজিৎ।—অতি বিচিত্র ঘটনা তাহার কারণ। আমার সংসারের কতকগুলি রমণী রব তুলে যে, রাণী হিঙ্গণকুমারী, কোন গুপ্ত উদ্দেশে আমার প্রাণহরণের ষড়যন্ত্র কোচ্চেন। যে সকল রমণী একথা উত্থাপন করেন, তাঁরা এই কথার সমর্থন জন্য অনেক প্রমাণও আমারে দেখান। আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রোধান্ধ হয়ে, রাণী হিঙ্গণকুমারীকে যথেষ্ট তিরস্কার কোরে তাঁরে তাঁর পিত্রালয়ে পাঠায়ে দিই। পরে পাঁচবৎসর কাল আমি তাঁর আর কোন সংবাদ রাখিনা। এই পাঁচবৎসর পরে যে রমণী, রাণীর এই ষড়যন্ত্রের কথা আমারে শুনায়, দারুণ রোগে তার মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে, সে সেই মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে সমস্ত আত্মীয়গণের সমক্ষে প্রকাশ করে যে, রাণী হিঙ্গণকুমারী সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী।

অনুপকুমারী।—(স্বগত) মা!—মা!

রণধীর।—তার পর ?

রণজিৎ।—সেই কথা শুনে আমার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হয়। অকারণে নিরপরাধিনী সহধর্ম্মিণীকে পরিহার কোরেছি বলে, হৃদয় ভয়ানক অনুতাপে দগ্ধ হয়। সেই দণ্ডেই রাণীর পিত্রালয়ে লোক প্রেরণ করি, কিন্তু সেখান হতে রাণীর কোন সংবাদই পাই না।

অনুপকুমারী।—পিত ! আমার মা ?—মা কি নাই ? (রোদন)

রণজিৎ।—কেঁদোনা, মা, কেঁদোনা, স্থির হও। বিচিত্রদুর্গ জয় হলেই ধরম সিংহের মুখে সমস্ত শুনবে।

অনুপকুমারী।—ভাগ্যগুণে যদিও আপনারে পিতা বলে ডাকতে পেলেম, মাকে কি দেখতে পাব না ? এতদিন কুটীরে থেকে শুনতেম যে আমার মা জীবিতা আছেন। কিন্তু তিনি কোথায় তা কেউ বলতে পারত না।

রণজিৎ।—কেঁদনা, কেঁদনা, শান্ত হও।

রণধীর।—মহারাজ রাজ্ঞী হিঙ্গণকুমারীর নামে সে রমণী কেন এ কলঙ্ক অর্পণ কোরেছিল ?

রণজিৎ।—মৃত্যুকালে তা প্রকাশ পায়। আমার অন্য এক স্ত্রী বসন্তকুমারীর সঙ্গে রাণী হিঙ্গণকুমারীর বিবাদ ঘটে ; বসন্তকুমারীর পরামর্শেই সেই রমণী এই কলঙ্ক দিয়ে রাণীর প্রতি অকারণে আমার ক্রোধোদয় করিয়ে দেয়। বীরবর ! রাণী হিঙ্গণকুমারীকে অকারণে মনস্তাপ দিয়ে, আমি যে পাপ করেছি, এ জগতে আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

রণধীর।—সমস্তই অদৃষ্টে ঘটে। মনুষ্য উপলক্ষ মাত্র, কার্য্যের ফলাফল ঈশ্বরই দান করেন। যে রমণী, সাধ্বী সতীর নামে এ কলঙ্ক অর্পণ করে, তার ফল যখন সে সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয়েছে, তখন আপনার শোক অবশ্যই লাঘব হবে।

রণজিং।—বীরবর! এখন চলুন, আমরা শিবিরে যাই। যাতে আজই বিচিত্রদুর্গ জয় হয়, যাতে আজই বৃদ্ধ ধরম সিংহের মুখ হতে রাণী হিঙ্গণকুমারীর শেষ সংবাদ জানতে পারি, চলুন তার উপায় করিগে।

[রণজিৎ, রণধীর এবং অনুপকুমারীর প্রস্থান।

স্বরপ্রভা।—(স্বগত) যাও, রণধীর! দুজনে যাও, হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে মিশিয়ে যাও, আর আমিও যাই। আর আমার এ জগতে—এ দেহে—এ প্রাণে কি প্রয়োজন? মনে মনে যার চরণে দেহ, প্রাণ, মন উৎসর্গ করেছিলেম, সেই তুমি আজ আমারে হিমালয়-শিখর হতে উপত্যকায় নিক্ষেপ কোরলে! অনুপকুমারী!—চণ্ডালিনি! তুই কোথা হতে এসে আমার হৃদয়ের নিধি—সর্ব্বস্বধনকে কেড়ে নিলি? না—আর এ প্রাণ রাখব না। শতবার—সহস্রবার জন্ম লয়ে দেখব, রণধীরকে পাই কি না। রণধীর! তুমি আমায় ভুললে, ভোল, আমি কিন্তু ভুলি নাই, ভুলব না, এজন্মে না, সহস্র জন্মেও না। তুমি তোমার অন্তর হতে আমাকে যতই অন্তর করনা, আমি তোমারে কোন জন্মেই অন্তর হতে অন্তর কোরতে পারব না। দেখবো, সহস্র জন্মে দেখবো—তোমায় পাই কি না। আর চণ্ডালিনি!—অনুপকুমারি! তুইও দেখবি—যদি ভিন্ন জগতে দেখা হয়, তুইও দেখবি—আমার হৃদয়ের নিধিকে হৃদয়ে বসাতে পারব কি না।

[স্বরপ্রভার প্রস্থান।

ষোড়শ দৃশ্য।

কাশ্মীর—বীরাঙ্গনগর—বিচিত্রনিবাসের মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ তমসাবৃত পাষাণময় গৃহের মধ্যস্থলে

পাষাণ-প্রতিমা।

(ভীষ্মাচার্য্য কুশাসনে আসীন, মলহর সিংহ এবং সুন্দর সিংহ দণ্ডায়মান।)

মলহর।—আচার্য্য! দেবির কি করুণা হবে না? প্রতি পলেই আশাদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হচ্চে। রণজিৎ বিষম বিক্রমের সহিত গোলা বর্ষণ কোচ্চে। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমি পরাজয়ের অপেক্ষা কোচ্চি। গুরো! উপায় কি?

ভীষ্ম।—আমি বার বার বলছি, আপনি কেন এত কাতর হচ্চেন? মহামায়া অবশ্যই করুণা কোরবেন। পূজা সাঙ্গ হল্ল, এক্ষণে নরবলি দিলেই মা চামুণ্ডা কৃপা-চক্ষে চাইবেন।

মলহর।—দেব! সুরসুন্দরী অনুঢ়া, তারে বলিদান—

ভীষ্ম।—ঐত দোষ; মনোমধ্যে খুঁট থাকলে কখনই শুভকর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। সহস্রবার নরবলি দেওয়া গেছে, আপনিত এক দিনও এসব কথা কন নাই। যদি রাজমুকুট ধারণ করবার বাসনা থাকে, আপনি মনের মালিন্য দূর কোরে মার চরণে মনের দুঃখ জানান। সংগ্রামে বিজয় প্রার্থনা করুন।

(সুরসুন্দরীকে লইয়া দুইজন প্রহরীর প্রবেশ।)

ভীষ্ম।—এসেছিস, আয়। আজ তোর জন্ম সার্থক হবে,

আজ তোরে চামুণ্ডার প্রীতির জন্য বলি দেব। আজ তোর শুভদিন।

সুরসুন্দরী।—আমায় বলি দেবে? অ্যাঁ! কেন?—কেন? আচার্য্য! কেন আমায় বলি দেবে? আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করেছি? সরদার মলহর সিংহ! তুমি আমায় বলি দেবে? এ অবলা—অনাথিনীকে বলি দিয়ে তোমার কি সুখ হবে? তুমি রাজ-সিংহাসন চাও, তোমার কি এ বিচার? আমি রমণী—অনাথিনী, আমায় কেন বলি দেবে? মা! চামুণ্ডে! নিরপরাধিনী অবলার রক্তপান করে কি তোমার তৃষ্ণা দূর হবে? মা! দাক্ষায়ণি! তুমি রমণী, সতীপ্রধানা, কুমারী, তুমি এত নিদয়া হলে কেন মা?

ভীষ্ম।—থাম, থাম, কাঁদিসনে। ভক্তিভরে দেবীকে প্রণাম কর। তোকে আর এ জগতে আসতে হবেনা। এখন প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত হ।

সুরসুন্দরী।—ভীষ্মাচার্য্য! পাষণ্ড! তুই আমায় বলি দিবি? বলি দেবার জন্যেই কি তুই এত দিন আমারে কারাগারে বদ্ধ কোরে রেখেছিলি? আমার তাপিত হৃদয়ে আশাবীজ বপন কোরেছিলি? ধিক! তোরে শত ধিক! মলহর সিংহ! তোমায় সহস্র ধিক! তুমি একজন বিজ্ঞ হয়ে, কোন্ হৃদয়ে এই ভণ্ড পাষণ্ডের কথায় ভুলে অবলা রমণীর প্রাণ হরণ কোরতে উদ্যত হয়েছ? মা! চামুণ্ডে! আমার রক্ত পান করে যদি তুমি তুষ্ট হও, নাও, আমার প্রাণ নাও। তোমার হস্তের অসি দাও, আমি নিজ মুণ্ড নিজ হস্তে কেটে তোমার রক্ত-পিপাসা শান্তি করি। আর না, এ জগতে আর আমার কোন আশা নাই। মা! আমি দুঃখে জন্মেছি, দুঃখে শৈশব, বাল্য কাটিয়ে, দুঃখে যৌবন-মুখে উপনীত

হয়েছি, মা ! তুমি অদ্যাপি আমার দুঃখের শেষ কোরলেনা ! মা ! তুমি সতীপ্রধানা, আদ্যাশক্তি, আমার দুঃখ হরণ কোরতে তোমার সকল শক্তিই কি ফুরাল ? নাও, এখন দুঃখিনীর জীবন নাও। আর রণধীর ! প্রাণপতি! আমি তোমায় মনে মনে পতিপদে বরণ করেছিলেম, কিন্তু তোমায় আর পাবনা, এ জন্মে না, আমি চল্লেম। এ জগতে তোমার চরণ সেবা কোরতে পারলেমনা, মনে এই দুঃখ রৈল। পাষণ্ড ভীষ্মাচার্য্য ! দেখছি, তুই নিশ্চয়ই আমার প্রাণ বলি দিবি ; আমার রোদনে—বিলাপে তোর পাষাণ মন কখনই কাতর হবে না। দে, তরবারি দে, আমি নিজ হস্তে নিজ হৃদয় চিরে মহামায়াকে রক্তপান করাই।

ভীষ্ম।—তোমরা বস্ত্র দ্বারা ওর মুখ বন্ধন কর, নতুবা বলি দেওয়া দুষ্কর হবে।

সুরসুন্দরী।—পাতকি ! আমি নিজেই নিজ প্রাণ বলি দেব। ছাড়—ছাড়—

(প্রহরীদ্বয় কর্ত্তৃক বস্ত্র দ্বারা সুরসুন্দরীর মুখ বন্ধন।)

ভীষ্ম।—মা ! ভদ্রকালিকে ! ব্রহ্মাণি ! হরপ্রিয়ে ! দয়াময়ি ! দয়া কর। মা ! চারিদিকে শত্রু অনবরত গোলা বর্ষণ কোচ্চে, শত্রুভয় হরণ কর। বরদে ! বর দাও, মা ! সংগ্রামে বিজয় দাও। মা ! তুমি যে চণ্ডীরূপে মহাচণ্ডকে মহাসমরে নিধন কোরেছিলে, সেই বেশে একবার সমর-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়ে শিখবংশ ধ্বংস কর। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। তোমরা এরে দৃঢ়রূপে ধরে বসাও।

(প্রহরীগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক সুরসুন্দরীকে মধ্যস্থলে উপবিষ্ট করন এবং সুরসুন্দরীর অস্ফুট রোদন।)

ভীষ্ম।—স্থির হও, এখনি তুমি স্বর্গধামে যাবে।

(ভীষ্মাচার্য্যের বধোদ্যম এবং সকলের অজ্ঞাতে রণজিতের প্রবেশ।)

রণজিৎ।—কর কি ?—কর কি ?

ভীষ্ম।—কে তুই ? রণজিৎ ? ধর, ব্যাটাকে ধর।

(প্রহরীগণ কর্ত্তৃক রণজিতকে ধারণ এবং সুন্দর সিংহ কর্ত্তৃক রণজিতের অসি কাড়িয়া লওন।)

মলহর।—এ এল কোথা হতে ?

ভীষ্ম।—এর আয়ু শেষ হয়েছে, মহামায়া আপনিই একে আনিয়ে দিয়েছেন। দাও, সুরসুন্দরীকে ছেড়ে দাও।

[সুরসুন্দরীর বেগে প্রস্থান।

রণজিৎ।—তোমরা আমায় বন্দী কোরলে ? কর, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এখন তোমরা কি চাও ?

ভীষ্ম।—ব্যাটার সাহস দেখ, বন্দী হয়ে আবার জিজ্ঞাসা কোচ্চে "কি চাও ?" কি চাই, এখনি দেখবি। তোর ইষ্টদেব নানককে স্মরণ কর, এখনই এই মহামায়ার নিকট তোরে বলি দেব। ব্যাটাকে কসে ধর, যেন না ছাড়াতে পারে। মহারাজ মলহর সিংহ! দেখলেন, দেবীর অনুগ্রহ দেখলেন। আজ আপনার আশা পূর্ণ হল। আজ আপনি কাশ্মীরের অধীশ্বর হলেন। জয় মহারাজ মলহর সিংহের জয়।

সকলে।—মহারাজ মলহর সিংহের জয়।

ভীষ্ম।—এখনি রণজিতকে বলি দিয়ে আপনার কপালে রাজটীকা দেব। বসাও, ব্যাটাকে কসে ধরে বসাও। নে, ব্যাটা এইবার ভেবেনে—তোর লাহোর রাজধানী, ভেবেনে—তোর যত রাণী, আর যে যেখানে আছে।

(রণজিতকে বলপূর্ব্বক উপবেশন করাইবার চেষ্টা এবং রণজিতের ইঙ্গিত মাত্র রণধীর সিংহ এবং শিখ-সৈন্যগণের প্রবেশ ও মলহর, ভীষ্মাচার্য্য এবং সুন্দর সিংহকে ধৃত করন।)

রণধীর।—(ভীষ্মাচার্য্যের গলদেশ ধরিয়া) মহারাজ! অনুমতি হয়ত এই পাষণ্ডের মস্তকচ্ছেদন করে মনের ক্ষোভ মিটাই। পাপাত্মা, শত সহস্র নরনারীকে—শত সহস্র জীবকে অকারণে এই খানে বলি দিয়েছে।

ভীষ্ম।—না, বাবা! আমায় কেটোনা। আমায় ছেড়ে দাও। আমি পালাই। কোন্ শালা আর কাশ্মীরে থাকবে। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও।

রণজিৎ।—আমায় না বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলে?

ভীষ্ম।—আমি কিছু জানিনা বাবা, এই পাজি ব্যাটা মলহর সিংহই এর মূল। ঐ ব্যাটাইত রাজা হবে বলে এত কাণ্ড করেছে। আমাকে রাজগুরুর পদ দেবে বলেই আমি এ কাণ্ডে হাত দিয়েছিলেম। আমায় ছেড়ে দাও বাবা, কেটোনা, আমি এক ঘটী জল খেয়ে প্রাণটা বাঁচাই বাবা।

রণধীর।—কেন? মনে নাই—তুমি যে আমার মুণ্ডপাত জন্য সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিতে চেয়েছিলে? মনে নাই—সুরপ্রভাকে

মহারাজের শিবির হতে হরণ করবার জন্যে চর পাঠিয়েছিলে? এখন তোমার মুণ্ড রাখে কে?

ভীষ্ম।—দোহাই বাবা!—দোহাই মহারাজ রণজিৎ সিংহ! আমায় বাঁচাও, আমি দুঃখী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর আর কেউ নাই বাবা।

রণধীর।—পাপাত্মা! এ জগতে তোর আর এ পাপদেহ রাখবার প্রয়োজন নাই। যে মুখে তুই সতী রমণীর প্রতি কুবাক্য বর্ষণ কোরেছিস, বীরের নিন্দা করেছিস, কুমন্ত্রণার কথা উচ্চারণ করেছিস, তোর সে পাপমুখ দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করাই বিহিত। (ভীষ্মাচার্য্যের মস্তক ছেদন)

রণজিৎ।—মলহর সিংহ! তুমি বড় আমার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ কোরে গোপনে কারাগার হতে পলায়ন কোরেছিলে, এখন তোমার উপায়? কাশ্মীর-সিংহাসনে বসে রাজমুকুট শিরে ধারণ কোরতে বড়ই বাসনা কোরেছিলে, সমগ্র হিন্দু অধিবাসীকে উত্তেজিত কোরে সংগ্রামে রণজিতকে পরাস্ত কোরতে বড়ই সাধ ছিল, এখন?—এখন কি হয়? এখন তোমার কি বাসনা বল?

মলহর।—বাসনা একবার শিখরাজের সহিত অসিযুদ্ধ করে মনের ক্ষোভ মিটাই।

রণজিৎ।—শৃগাল হয়ে সিংহের সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা? তুমি ঘোর মূর্খ, নির্ব্বোধ, অজ্ঞান, তা নইলে এ অবস্থায় তোমার মুখ দিয়ে অমন কথা বেরবে কেন? দেখ, যার বংশে কোন কালে কাহারও শিরে রাজছত্র শোভিত হয় নাই, তার রাজা হবার আশা করা নিতান্ত অনুচিত।

মলহর।—রণজিতের কোন্ পূর্ব্বপুরুষ সমগ্র পঞ্চনদ রাজ্যের অধীশ্বর ছিল? আমি কেবল রাজা হবার আশায় সমগ্র হিন্দু-অধিবাসীকে উত্তেজিত করি নাই। আমি স্বাধীনতার জন্যে—

জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির জন্যে—জন্মভূমির দুর্গতি দূর করবার জন্যেই তোমার বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেছিলেম, যদিও আমাদের আশা পূর্ণ হল না, তাতে আমাদের দুঃখ নাই। কাশ্মীরের প্রত্যেক অধিবাসী—প্রত্যেক ভ্রাতা মিলিত হয়ে, পরিণামপুণ্যজনক কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিলেম, ভাগ্যবশেই সফল হলেম না, এতে আর দুঃখ কি? তুমি আমার প্রাণবধ কোরতে চাও, কর, তাতেও আমার দুঃখ নাই। জন্মভূমির জন্যে আমি এইরূপ সহস্রবার অসি ধারণ কোরে অসার প্রাণকে বলি দিতে কাতর নই। যে ব্যক্তি, আমার ন্যায় জন্মভূমির উদ্ধার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত নয়, তারে আমি মনুষ্য বলি না। রণজিৎ! তুমি মনে কোরনা যে, তুমি চিরদিনের জন্য এই কাশ্মীর জয় কোরলে। মনে কোরনা যে এই কাশ্মীর-দুর্গে তোমার জয়পতাকা অনন্তকাল উড্ডীয়মান হবে। মনে কোরনা যে, তুমি নিষ্কণ্টকে কাশ্মীর শাসন কোরতে পারবে। তুমি আমার প্রাণ নাও, আমার পুত্র এই সুন্দর সিংহের প্রাণ নাও, কিছুতেই তুমি নিরাপদে কাশ্মীর শাসন কোরতে পারবেনা। আজ না হক, দুদিন পরে—সময়ে অবশ্যই আবার কাশ্মীরবাসী হিন্দুরা তোমায় উচিত শিক্ষা দেবে।

রণজিৎ।—মলহর সিংহ! তুমি ঘোর বিদ্রোহী। তুমি অকারণে আমার অনেক ক্ষতি সাধন করেছ। যদিও তোমার প্রাণের প্রতি আঘাত কোরতেম না, কিন্তু তুমি এত দিন যে পাপ সঞ্চয় কোরেছ, তাতে তোমার এ জগতে থাকবার আর আবশ্যক নাই। শুনলেম, তুমি দুই বৎসর ধরে চক্রান্তজাল পেতে গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র চালনা কোরেছ। মুসলমান সম্রাট জব্বর খাঁর সর্ব্বনাশ জন্য তুমি এই অজ্ঞাত স্থানে এই "পাষাণ-প্রতিমা" স্থাপন করে, রাজ্যের প্রধান প্রধান সরদারের সঙ্গে মন্ত্রণা করে, বিদ্রোহ-বহ্নি

প্রজ্জ্বলিত করবার চেষ্টা করেছ। যে সরদার বা যে লোক তোমার মোহন বাক্যে মুগ্ধ হয় নাই, তারেই তুমি এখানে এনে এই পাষাণ-প্রতিমার নিকট বলি দিয়েছ। এই পাপের জন্য তোমারে অনন্তকাল নরক যাতনা ভোগ কোরতে হবে। অদ্য বৈকালেই তোমার প্রাণদণ্ড হবে, এখন তোমার স্মরণীয়—এই ভীমা পাষাণ-প্রতিমা। একবার নয়ন মুদিত কোরে, ভূত পাপচিত্র স্মরণ কোরে হৃদয়ে ধ্যান কর এই—পাষাণ-প্রতিমা। সুন্দর সিংহ! তুমি তোমার পাপিষ্ঠ পিতা মলহর অপেক্ষাও পাপী। তুমি অনেক সাধ্যাসতীর সর্ব্বস্বধন হরণ কোরেছ। আমি এখনি স্বহস্তে তোমার প্রাণ বলি দিতেম, কেবল একবার ভূত পাপচিত্র স্মরণ করে দেখবে বলে সময় দিলেম। তোমার পিতার সঙ্গেই তোমারও প্রাণদণ্ড সমাধা হবে। এখন তোমারও স্মরণীয়—এই ভীমা পাষাণ-প্রতিমা।

(অনুপকুমারী, ধরম সিংহ এবং শিবদয়াল
সিংহের প্রবেশ।)

অনুপকুমারী।—পিত! এই সদয়হৃদয় শিবদয়াল সিংহের কল্যাণেই আমি এত দিন জীবিত ছিলেম। আর এই সাধু ধরম সিংহের মন্ত্রণাতেই আমি আপনারে আজ পিতা বলে সম্ভাষণ কোরতে সমর্থ হয়েছি।

রণজিৎ।—ধরম সিংহ! তোমারি কল্যাণে আমি নিরপরাধিনী রাণী হিঙ্গণকুমারীর-গর্ভজাতা অনুপকুমারীকে আজ প্রাপ্ত হয়েছি। রাণী হিঙ্গণকুমারী এখন কোথায়, আর এই অনুপই বা এত দিন কিরূপে জীবিত ছিল, প্রকাশ করে উৎকণ্ঠিত প্রাণ শীতল কর।

ধরম।—মহারাজ! দুর্ভাগ্যবশে রাণী হিঙ্গণকুমারী রাজধানী

পরিত্যাগ কোরলে আমি তাঁরে তাঁর পিত্রালয়ে লয়ে যাবার জন্য অনেক যত্ন করি, তিনি কোন মতেই যেতে সম্মত হন না। শেষ পাদচারে ভ্রমণ করে করে মুলতানের এক সরাইয়ে এসে উপনীত হই। রাণী সেখানে দারুণ রোগে শয্যাগত হয়ে শেষে স্বর্গধামে গমন করেন।

অনুপকুমারী।—অ্যা!—আমার মা তবে নাই! (রোদন)

রণজিৎ।—উঃ! তবে নিশ্চয়ই রাণী নাই? মধ্যে এক অস্বাক্ষরিত পত্রে রাণীর মৃত্যুসংবাদ পাই বটে, কিন্তু তাতে আমি বিশ্বাস করি নাই।

ধরম।—আমিই সেই পত্র লিখেছিলেম। মহারাণী মৃত্যুকালে একটি স্বর্ণ কৌটা আমার হাতে দিয়ে বলেন, ধরম সিংহ! এইটি তোমার নিকট রাখ, আর আমার মৃত্যুসংবাদ মহারাজকে দিও। যদি কখন এ জগতে এ সাধ্যা সতীর এ কলঙ্ক দূর হয়, তবে আমার অনুপকুমারী রৈল, এরে কন্যার ন্যায় পালন কোরো, সেই কলঙ্ক মোচনের পর মহারাজের সম্মুখে এরে উপস্থিত করে, এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা প্রার্থনা কোরো।

রণজিৎ।—উঃ! আমি কি নরাধম—নরপিশাচ। হা! প্রিয়ে! তুমি সতীপ্রধানা ছিলে, তুমি অনন্তকাল সতীলোকে বাস কোরবে, কিন্তু আমার এ পাপের ফলভোগ কখনই শেষ হবে না।

অনুপকুমারী।—পিত! আমি অভাগিনী, যদিও আপনার চরণ দর্শন পেলেম, কিন্তু আমার মাকে—(রোদন।)

রণধীর।—তার পর কি হল ধরম সিংহ?

ধরম।—তার পর মুলতান হতে কাশ্মীরে এসে এ পর্য্যন্ত বাস কোচ্চি। শিবদয়াল আমার পরম মিত্র, এঁর করে অনুপকে অর্পণ করে নিজে এই বিচিত্রনিবাসে এই সরদার মলহর সিংহের

ভৃত্যপদে নিযুক্ত হই। যে বেতন পেতেম, তা সংগোপনে শিবদয়ালের হস্তে দিতেম। অনুপের পিতা মাতা কে, তা শিব-দয়াল জানতেন না ও অপর কেহই জানতনা। অনুপ দুইবর্ষ বয়ঃক্রম কালে শিবদয়ালের আবাসে আসেন, অনুপও জানতেননা যে, কে তাঁর পিতা মাতা। তবে হিঙ্গণকুমারী মাতা হন, এইটিই জানতেন। কিন্তু হিঙ্গণকুমারী কে তা জানতেন না। এক্ষণে জগদীশ্বরের করুণাতে আজ রাণী হিঙ্গণকুমারীর আশা পূর্ণ হল।

শিবদয়াল।—মহারাজ! আমি জানতেম না যে, আমার হৃদয়ের অনুপ আপনার তনয়া। আমার পর্ণকুটীরে এত দিন যে প্রবল প্রতাপান্বিত শিখরাজ-নন্দিনী অবস্থান কোরলেন, এতে আমার জীবন পবিত্র হয়েছে। মা অনুপকুমারী! তোমারে অনেক সময়ে অনেক কটু কথা বলেছি, স্নেহভরে কত কি বলেছি, আজ আমার সে দোষ মার্জ্জনা কর।

অনুপকুমারী।—আপনি আমার পালক পিতা, আপনার ঋণ এ জন্মে পরিশোধ্য নয়।

রণজিৎ।—ধরম সিংহ! তুমি যেমন সাধু, শিবদয়ালও সেই-মত পরম সাধু। তোমাদের দুজনের কল্যাণেই আজ আমি এই হারানিধিকে পেলেম। রাজ্ঞীর মুখাকৃতিতে অনুপের মুখাকৃতির কিছুমাত্র বিভেদ নাই। অনুপ যখন প্রথম আমারে স্বর্ণকৌটা দিয়ে পরিচয় দিলে, তখনই আমি জেনেছি যে, ধরম সিংহের অনুগ্রহে মা জীবিতা। এই দেখ মায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর পার্শ্বে ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড, এইটি দেখেই আমার সে প্রতীতি আরও প্রবল হয়। অনুপের বয়স যখন দেড় বৎসর তখন আমি অনুপকে হারা হয়েছি, কিন্তু আজ যদি রাণী হিঙ্গণকুমারীর দেখা পেতেম,

তাহলে হৃদয়ভরে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাপিত প্রাণ শীতল কোরতেম। যাহক, আজ অবধি তোমাদের দুজনের আর কোন কষ্ট থাকবে না, উভয়েই উপযুক্ত জায়গীর প্রাপ্ত হবে।

ধরম।—মহারাজ! আমরা উভয়েই বৃদ্ধ হয়েছি, সংসারের বাসনা আমাদের শেষ হয়েছে। এক্ষণে যতদিন জীবিত থাকব, মহারাজের চরণ সেবা করেই কাল কাটাব। এক্ষণে প্রার্থনা যে, অনুপকুমারী উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত হয়ে পরমসুখে কালযাপন করেন।

রণজিৎ।—ধরম সিংহ! তোমরা জান ইনি কে?

ধরম।—শুনেছি, ইহাঁর নাম বীরবর রণধীর সিংহ।

শিবদয়াল।—মহারাজ! ইনি সামান্য ব্যক্তি নন, ইনি মহা-বীর, উদারহৃদয়। ইহাঁরই কল্যাণে মা অনুপকুমারীর এক সময়ে জীবন রক্ষা হয়।

রণজিৎ।—আমি তা শুনেছি, এই পাপিষ্ঠ সুন্দর সিংহই দস্যু লয়ে গহনবনে মারে আক্রমণ করে, তার উচিত ফল ক্ষণ বিলম্বেই পাপিষ্ঠ প্রাপ্ত হবে। ধরম সিংহ! এই বীরবর রণধীর সিংহ, কোটাগিরির রাজকুমার। ইনি যেরূপ বীর, সেইরূপ সরল, সভ্য। উভয়ের মনে প্রণয়াঙ্কুর বপিত হয়েছে, তা আমি জানতে পেরেছি। সেই জন্য ইচ্ছা করি যে, অনুপকে রণধীরের করে অর্পণ করে সুখী হই।

ধরম।—বীরবর রণধীরের করে অনুপকে অর্পণ কোরলে সক-লেই সুখী হবেন।

শিবদয়াল।—মহারাজ! বীরবর যে দিন অনুপকে উদ্ধার করেন, সেই দিনই আমি মনে করেছিলেম যে, এই বীরের ন্যায় পাত্রের করে অনুপকে অর্পণ কোরব। আমি দীন কৃষক, ইনি সম্ভ্রান্ত বীর, অতএব আমার আশা ইনি পূর্ণ কোরবেন কি না

ভেবেই আমি ইহাঁর নিকট সে প্রস্তাব কোরতে পারি নাই। এখন আপনি রতনের সঙ্গে রতন মিশিয়ে সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

রণজিৎ।—বীরবর রণধীর! আমার অনুপকে আজ তোমার করে অর্পণ করলেম। উভয়ে পরমানন্দে কাল যাপন কর ইহাই আমার প্রার্থনা। (রণধীরের করে অনুপকুমারীকে অর্পণ।)

(বেগে প্রেতপ্রভার প্রবেশ।)

প্রেতপ্রভা।—রণজিৎ সিংহ! কে বলে তুমি নরসিংহ? তুমি প্রেতসিংহ। তোমার হৃদয় ঘোর পাষাণে গাঁথা। এই যে পাষাণ-প্রতিমা দেখছ, এ অপেক্ষাও তোমার হৃদয় পাষাণ। আমি তোমারে ন্যায়বান রাজা—পিতার পরমমিত্র বলে, ভীষ্মাচার্য্যের কারাগার হতে পালিয়ে এসে তোমার চরণে আশ্রয় লই, তুমি আমায় অশেষ আশা দিয়ে, কত কথায় ভুলিয়ে, শেষে আমার হৃদয়ের ধন—জীবনের জীবন রণধীরকে রাক্ষসীর করে অর্পণ কোরলে? ধিক! তোমারে শত ধিক! রণধীর!—প্রাণেশ্বর! তুমি এখন এই রাক্ষসীর প্রাণেশ্বর হলেও আমার প্রাণেশ্বর। প্রাণেশ্বর! তুমি জান আমি প্রেতপ্রভা—কিন্তু আমি প্রেত-প্রভা নই। শুন আমার গুপ্ত রহস্য—আমার জীবনের বিচিত্র ইতিহাস। যথার্থই আমার পিতার নাম বলেন্দ্র সিংহ, যথার্থই তিনি একজন মহাবীর ছিলেন, যথার্থই তিনি এই পিশাচের মহোপকার করেন, যথার্থই রণজিৎ তারে পরম মিত্র পদে বরণ করে, আমি সেই আশাতেই এর আশ্রয় লই। কিন্তু এই নরপ্রেত রণজিৎ, তোমার আগমন বার্ত্তা পেয়ে, পাছে তুমি সরদার মলহর সিংহের সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হয়ে, কাশ্মীর জয়ের ব্যাঘাত দাও, এই জন্যে

এই পাপাত্মা আমারে প্রেতপ্রভা সাজিয়ে তোমার মন হরণ কোরতে উপদেশ দেয়। আমি কিন্তু জগদীশ্বরের দিব্য দিয়ে বলছি, এর উপদেশেই হক বা ভাগ্যবশেই হক, যে ক্ষণে তোমার চারু রূপরাশি আমার নেত্রপথে পতিত হয়, সেই ক্ষণেই আমি তোমারে হৃদয়রাজ রূপে মনে মনে বরণ করি। আমি সেই ক্ষণেই তোমার অনুগামিনী হতেম, কেবল এই রণজিতের প্রলোভনে—আশায় মুগ্ধ হয়েই মনের বেগ সম্বরণ করি। জানি না, কি কারণে এই নরপ্রেত আমারে উপদেশ দিয়ে তোমারে গহনবনে প্রেতের সহিত সংগ্রাম কোর্ত্তে পাঠায়। রণধীর! সে প্রেত আর কেউ নয়, এই সেই নরপ্রেত রণজিৎ সিংহ। সেই প্রেত, আজ তোমারে রাক্ষসীর করে অর্পণ কোরলে। তুমি জান, আমি প্রেতপ্রভা, আর আমার এক ভগ্নী আছে, তার নাম সুরপ্রভা। কিন্তু তা নয়, এই দেখ দেখি আমি কে? (কৃত্রিম রক্তিমকেশ উন্মোচন) এই দেখ রণধীর! আমি কে?—আমি সেই সুর-প্রভা। আমি এইরূপেই তোমার মন পরীক্ষা কোরেছি, এই সুর-প্রভারূপেই জেনেছি তুমি আমার। পাছে পাপাত্মা ভীষ্মাচার্য্যের চরেরা আমারে চিন্তে পারে, এই জন্যেও রণজিৎ আমারে প্রেত-প্রভা নাম দিয়ে নূতন কেশ পরায়। রণধীর! এখন তুমি জানলে আমি কে? আমি প্রেতপ্রভা নই, আমি সুরপ্রভা। প্রাণেশ্বর! তুমি আমারে প্রেমভরে আশার উচ্চ সোপানে তুলে অতল জলে নিক্ষেপ কোরলে, কর, তুমি যাতে সুখে থাক, আমি তাই চাই, তাতেই আমার সুখ। কিন্তু তোমার হৃদয় যে পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন তা জানতেমনা। এখন আমার শেষ ভিক্ষা—মনে রেখো, ভুলোনা। আর চণ্ডালিনি!—অনুপকুমারী! তুই আমার হৃদয়ের নিধিকে কেড়ে নিলি! নে—কিন্তু জানিস, এ জন্মে যারে পেলেম

না, শতজন্মে চেষ্টা কোরব—তারে পাই কি না। তুই ঘোর পাত-কিনী। এই যে পাষাণ প্রতিমা দেখছিস, এ অপেক্ষাও তোর হৃদয় দৃঢ় পাষাণে গাঁথা। তুই পাষাণ-প্রতিমা। ত্রিজগত চিরদিন সাক্ষ্য দেবে, তুই রাক্ষসী—অনুপমা পাষাণ-প্রতিমা। (নিজ বক্ষে ছুরী-কাঘাত ও প্রাণত্যাগ।)

(বেগে সুরসুন্দরীর প্রবেশ।)

সুরসুন্দরী।—রণধীর! এ কে? সুধাকরের বামে এ চণ্ডা-লিনী কে? রণধীর! তুমি না আমার? তুমি না আমারে কারা-গার হতে উদ্ধার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কোরেছিলে? এখন তুমি কার? এ চণ্ডালিনী—রাক্ষসীর?—রণধীর! তুমি এত নিষ্ঠুর? তুমি মৃতপ্রায় মাধবীলতাকে আশাবারি সিঞ্চনে জীবিত কোরে, শেষ সহস্তে তার জীবন নাশ কোরলে? রণধীর! আমি তোমারে আমার ভেবেছি, এখনও আমার ভাবছি। তুমি আমার—যতক্ষণ বাঁচব, ভাববো, তুমি আমার। এ দেহ পরিহার করে ভিন্ন জগতে গিয়ে ভাববো—তুমি আমার। কিন্তু তুমি আমার বলে পরিহার কোরলে? হা নিষ্ঠুর! হা নির্দয়! তোমায় আর কি বলব? এখন শোন আমি কে? এই যে প্রেমের জন্যে—তোমার জন্যে বক্ষে ছুরীকাঘাত কোরে মল এ কে? আমার সহোদরা। এ সুরপ্রভা, আমি অনাথিনী সুরসুন্দরী। সুরপ্রভা সৌভাগ্য-বশে পাপাত্মা ভীষ্মাচার্য্যের কারাগার হতে পলায়ন করেন, আর আমি তোমার প্রেমের ভিখারিণী হয়ে, তোমার আশায় সেই কারা-গারে ছিলেম। রণধীর! আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই। শেষ ভিক্ষা—মনে রেখো। অনুপকুমারী!—পাতকিনি! তুই আমার হৃদয় কাননের ফুল্ল পারিজাতকে হরণ কোরলি! হা! তোর দেহ

পাষাণে নির্ম্মিত, তুই অনুপমা পাষাণ-প্রতিমা। দিদি!—সুর-প্রভা! তুমি যে উদ্দেশে যে পথে গিয়েছ, আমারও সেই পথে গতি। দিদি! মনে রেখো, ভুলোনা—এই পাষাণ-প্রতিমা। (সুরপ্রভার বক্ষ হইতে ছুরীকা লইয়া নিজ বক্ষে আঘাত ও প্রাণত্যাগ।)

যবনিকা পতন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

পাষাণ-প্রতিমার সংগীত গুলি কলিকাতা বঙ্গ সংগীত বিদ্যালয়ের সংগীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন বর্ম্মণ কর্ত্তৃক অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদত্ত স্বরানুসারে রচিত।

দৃশ্যকাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

রণজিৎ সিংহ … …	পঞ্জাব-পতি।
মলহর সিংহ … …	কাশ্মীরের অন্তর্গত বীরাঙ্গ নগরের সরদার।
সুন্দর সিংহ … …	ঐ পুত্র।
দুর্জ্জয় সিংহ … …	কাশ্মীরের অন্তর্গত পর্ণ-পুরের সরদার।
অর্জ্জুন সিংহ … …	গুণর নগরের সরদার।
রণধীর সিংহ … …	পঞ্জাবের অন্তর্গত কোটা-গিরির রাজকুমার।
খড়্গ সিংহ … …	রণজিৎ সিংহের পুত্র।
দেওয়ানচাঁদ … …	ঐ সেনাপতি।
ভীষ্মাচার্য্য … …	মলহর সিংহের গুরু।
ধরম সিংহ … …	ভৃত্য।
শিবদয়াল সিংহ … …	কৃষক।

সেনাপতিগণ, দূত, প্রহরীগণ এবং সৈন্যগণ।

স্ত্রীগণ।

অনুপকুমারী … …	রণজিৎ সিংহের কন্যা।
সুরসুন্দরী … …	মৃত বলেন্দ্র সিংহের কন্যা।
সুরপ্রভা বা প্রেতপ্রভা … …	[illegible]
চন্দ্রিকা … …	সুরসুন্দরীর সখী।

সহচরীগণ।

বিজ্ঞাপন।

যৌবনে যোগিনী।

(ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য।)

(গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটরে অভিনীত।)

মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাশুল ✓০ আনা।

বিধবার দাঁতে মিশি।

(দৃশ্যকাব্য।)

(নানা স্থানে অভিনীত।)

মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাশুল ／০ আনা।

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপরোক্ত দৃশ্যকাব্যদ্বয় এবং পাষাণ-প্রতিমা, কলিকাতা, পটোলডাঙ্গা, মিরজাপুর ষ্ট্রীটে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, কলেজ ষ্ট্রীটে ক্যানিং লাইব্রেরিতে, চিনাবাজারে পদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে, হোগলকুঁড়িয়া, মসজিদ বাটী ষ্ট্রীটে সংবাদ প্রভাকর কার্য্যালয়ে, এবং শোভাবাজার, ৫০ নং গ্রে ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

যৌবনে যোগিনী সম্বন্ধে সংবাদপত্র সমূহের অভিমতি ;—

" সাধারণতঃ আমরা যে সকল নাটক দেখিয়া থাকি, তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। নাটক খানির নামটি যেরূপ সুমিষ্ট ইহা পাঠ করিয়াও আমরা সেইরূপ তৃপ্তিলাভ করিলাম।" অমৃতবাজার

"সচরাচর আমরা যেরূপ বাঙ্গালা নাটক দেখিতে পাই, তাহার অনেকানেক অপেক্ষা এ খানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। নাটককার দেখাইয়াছেন, গৃহ বিচ্ছেদ, ইন্দ্রিয়পরতা, বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দু-ধর্ম্মের বিরোধ এবং অতি সরলতা, এই কারণ চতুষ্টয় সমবেত হইয়া শূরবীর ভারতের নিপাতন সাধন করিয়াছিল। ইহার উপাখ্যান রচনায় বিলক্ষণ পারিপাট্য আছে।" এডুকেশন গেজেট।

"যৌবনে যোগিনীকার রসরচনপটু। যে উদ্দেশে যৌবনে যোগিনী প্রকাশ, তাহা অধিকাংশে সফল হইয়াছে।" সাধারণী।

"এই নাটক খানি অধিকাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের অনেক উন্নতির আশা করা যায়।" ভারত সংস্কারক।

"এখানিও উৎকৃষ্ট নাটক হইয়াছে। ইহারও রচনা প্রাঞ্জল এবং সুমিষ্ট। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে কুণ্ঠিত নই যে, যৌবনে যোগিনী নাটকখানি উৎকৃষ্টই হইয়াছে। লেখকের অঙ্কসন্নিবেশনাদির শক্তি দর্শন করিয়া বোধ হইল, অভিনয়াংশে কিসে উৎকৃষ্ট হইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ পটুতা আছে।" ঢাকা প্রকাশ।

"তাহার পর চারি খানিতেই একই সময়ের চিত্র। তন্মধ্যে গৌরবে প্রধান যৌবনে যোগিনী।" বান্ধব।

"যৌবনে যোগিনীর উদ্দেশ্য মহৎ। গ্রন্থকার যথাসাধ্য আর্য্য গৌরব উদ্দীপনের চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত করিতে স্থানে অস্থানে বীররস ঢালিয়াছেন। যৌবনে যোগিনী অভিনয় ভূমিতে দর্শকের মন আকর্ষণ করিবে।" ভারত মিহির।

"সাধারণতঃ ঐতিহাসিক বিবরণসংযুক্ত দৃশ্যকাব্যখানি উত্তম পাঠোপ-যোগী হইয়াছে।" বরিশাল বার্ত্তাবহ।

"আমরা এই কাব্যখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হই-য়াছি। যে সকল নাটক এখানকার নাট্যশালায় প্রায় অভিনীত হইয়া থাকে, তাহাদের অনেকের হইতে এই খানি উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। গোপাল বাবু এই কাব্য খানিতে যতগুলি উপমা দিয়াছেন, সকল গুলিই সুন্দর ও সুললিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রস্তাব গুলি অতি উত্তম হইয়াছে।" হাবড়াহিতকরী।

"মাঝে মাঝে স্বাভাবিকী ক্ষমতা দেখা দিয়াছে। ভাষা ও বর্ণনাদি অনেক স্থলে সুন্দর হইয়াছে। ঘটনার বৈচিত্র আছে। গোপাল বাবু বর্ণনীয় কালের ইতিহাস জ্ঞানে অনেক শ্রেষ্ঠ।" মধ্যস্থ।

"নাটক খানির রচনা তাঁহার (সম্পাদকের) বিবেচনায় অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনি (সম্পাদক) সকলকেই এই নাটক খানি পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন।" অণুবিক্ষণ।

"The plot is interesting * * it is a good performance— the description are lively and the style is clear." Bengal Magazine.

"How disunion among the Indian Princes led to the success of the Mahomedan invaders, is very clearly brought out in the work. The Author seems to possess considerable power. He can understand the internal working of the mind and the move of the passions." Bengalee.

"The author seems to possess some insight in to the human heart. It seems also the author possess considerable powers of writing Bengalee in high and excellent style." National Magazine.

বিধবার দাঁতে মিশি সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি,—

"অনেকানেক রঙ্গভূমি হইতে আরম্ভ হওয়ায় এক্ষণকার নাটক গুলিও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কিছু ভাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রঙ্গভূমি

গুলি হইতে যদিও আর কিছু না হউক কিন্তু এই এক প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হইতেছে। বিধবার দাঁতে মিশি নাটকখানিও এই নবোৎসাহজনিত ফল। এ খানি সাবেক উঞ্ছ বাঙ্গালা নাটকের দলে মিশিতে পারে না।” এডুকেশন গেজেট।

“ইহাতে সমাজ চিত্রটি সুন্দর হইয়াছে। নামটি শুনিতে ভাল নহে বটে, কিন্তু পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করা যায়।” অমৃত-বাজার পত্রিকা।

“নাটক খানির প্রস্তাবটি নূতন, মনোরম, উপদেশক, সমাজ সংস্কারক, সারবিশিষ্ট, অথচ বিশেষ হাস্যোদ্দীপক। গ্রন্থকারের কল্পনা শক্তির এবং রচনা নৈপুণ্যের উৎকৃষ্টতায় নাটকখানি প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইতেছে।” হালিসহর পত্রিকা।

“We are glad to notice the publication of a very useful Bengalee Drama called Bidhobar Datamishi by Gopaul Chunder Mookerjee, who endeavours to point out the mainfold evils arising from wine and other forms of disipation amongst the 'enlightend' portion of the native community." Friend of India.